-::রেজবী অ্যাকাডেমীর প্রকাশিত ও পরিবেশিত পুস্তক সমূহ::-

১/ খাতিমুল মোহাক্কীকিন
২/ হযরত অমীরে মোয়াবিয়া সাহাবী
৩/ জানে ঈমান
৪/ তামহীদে ঈমান
৫/ ঈদে মিলাদুন্নাবী
৬/ সাওতুল হক্ব
৭/ সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বায়িদে আহলে সুন্নাত
৮/ তবলিগী জামাতের আসল রূপ
৯/ সিহা সিত্তা ও আকায়িদে আহলে সুন্নাত
১০/ব্রিটিশ গোয়েন্দা হামফারের ডাইরী
১১/ মাতা পিতার হক্ব
১২/ নূর নবীর মাতা পিতার ইসলাম
১৩/ তাযীমী সেজদাহ্
১৪/ আল্লাহর রহমাত আউলিয়ায়ে কেরাম গণের ওসিলায়
১৫/ শানে হাবিবুর রহমান
১৬/ তিন মর্যদা পুর্ণ দিন ও রাত
১৭/ ইহুদি ও খৃষ্টানদের দালাল এযুগের দাজ্জাল ডাঃ জাকির নায়েক
১৮/ আহকামে শরিয়াত
১৯/ ফাতাওয়া আফ্রিকা
২০/ শামে শাবিস্তানে রাজা
২১/ আদ্দাওলাতুল মাক্কিয়া
২২/ কে ঈমানদার ?
২৩/ মালফুজাতে আলাহযরত
২৪/ ইলমুল কুরআন
২৫/ দারসুল কুরআন
২৬/ ইসলামের বাস্তব কাহিনী
২৭/ আল অযিফাতুল কারিমা
২৮/মুখশের অন্তরালে তবলিগী জামায়াত
২৯/ সাত মাসায়েলের সামাধান
৩০/ ইসলাহে বেহেস্তী যেওর
৩১/ বাহারে শরীয়াত
৩২/ ইসলামী জিন্দেগী
৩৩/ সালতানাতে মুস্তাফা
৩৪/ কানুনে শরীয়াত
৩৫/ শামে কারবালা
৩৬/ হুসামুল হারামাঈন
৩৭/ নিদানকালে আশীর্বদ জানাযার নামাযের পর দোয়া-মোনাজাত
৩৮/ কানযুল ঈমান(নূরুল ইরফান)
৩৯/ নুরুল মোস্তাফা
৪০/ যালযালা
৪১/ সালত-সালাম ও আযান
৪২/ কানযুল ঈমান (খাযাইনুল ইরফান)
৪৩/ শফিনায়ে নুহ
৪৪/ আসরারুল আহকাম
৪৫/ অভিশপ্ত মাযহাব বা ওহাবী ফিৎনা

রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ)
মোবাইল -9734373658

হুসামুল হেরমাঈন

হুসামুল হেরমাঈন

'আলা মানুহারিল কুফ্‌রি ওয়াল মায়ন

মূল

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত-ই হাযেরাহ্

শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী

(রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল করীম ক্বাদেরী নঈমী

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনা

রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ)
মোবাইল -9734373658

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)
(Resized to 23MB-14MB ,
Reshaped, More clear vesion)
File from : Yanabi.in

হুসামুল হেরমাঈন আ'লা মানহারিল কুফ্‌রি ওয়াল মায়ন

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	মুখবন্ধ	
২	দেওবন্দী আলেমদের আক্বীদার বিস্তারিত বিবরণ	১
৩	আ'লা হযরতের ফতোয়া-'আল মু'তামাদ আল-মুস্তানাদ'	৪
৪	**মক্কা মুকার্‌রামার আলেমদের অভিমতসমূহ**	২১
৫	মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ সা'ঈদ বা-বসীল	২১
৬	মাওলানা শায়খ আহমদ আবুল খায়র মীরদাদ	২২
৭	মাওলানা আল্লামা শায়খ সালেহ্ কামাল	২৫
৮	মাওলানা শায়খ আলী ইবনে সিদ্দীক্ব কামাল	২৭
৯	মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হক্ব	২৯
১০	মাওলানা সৈয়্যদ ইসমাঈল খলীল	৩০
১১	মাওলানা আল্লামা সৈয়্যদ মারযূক্বী আবুল হোসাঈন	৩৩
১২	মাওলানা শায়খ ওমর ইবনে আবূ বকর বা-জুনায়দ	৪০
১৩	মাওলানা শায়খ আবেদ ইবনে হোসাঈন	৪১
১৪	মাওলানা আলী ইবনে হোসাঈন মালেকী	৪৩
১৫	তাঁর দ্বিতীয় অভিমত	৪৫
১৬	মাওলানা জামাল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোসাঈন	৫০
১৭	মাওলানা শায়খ আস'আদ ইবনে আহমদ আদ্-দাহ্হান	৫১
১৮	মাওলানা শায়খ আবদুর রহমান আদ্-দাহ্হান	৫৩
১৯	মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ আফগানী	৫৫
২০	মাওলানা শায়খ আহমদ মক্কী ইমদাদী	৫৭
২১	মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আল-খাইয়্যাত	৬০
২২	মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ সালেহ ইবনে মুহাম্মদ বা-ফযল	৬১
২৩	মাওলানা শায়খ আবদুল করীম নাজী দাগিস্তানী	৬২
২৪	মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ আল-ইয়ামানী	৬৩
২৫	মাওলানা শায়খ হামেদ আহমদ মুহাম্মদ আল-জাদাভী	৬৫
২৬	**মদীনা মুনাওয়ারার আলেমদের অভিমতসমূহ**	৬৮
২৭	মাওলানা মুফতী তাজুদ্দীন ইলিয়াস	৬৯
২৮	মাওলানা ওসমান ইবনে আবদুস্ সালাম দাগিস্তানী	৭০
২৯	মাওলানা সৈয়্যদ আহমদ আল জাযায়েরী	৭২
৩০	মাওলানা শায়খ খলীল ইবনে ইব্রাহীম খরপূতী	৭৪
৩১	মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সা'ঈদ শায়খুদ্দালা-ইল	৭৫
৩২	মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-'আমরী	৭৬
৩৩	মাওলানা সৈয়্যদ আব্বাস ইবনে সৈয়্যদ আল-জলীল মুহাম্মদ রিদওয়ান	৭৮
৩৪	মাওলানা ওমর ইবনে হামদান আল-মাহরেসী	৭৯
৩৫	তাঁর দ্বিতীয় অভিমত	৮০
৩৬	মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাদানী আল-দীদাভী	৮১
৩৭	মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ সূসী আল-খায়ারী	৮২
৩৮	**শাফে'ঈ মাযহাবের মুফ্‌তীর বাণী**	৮৩
৩৯	মাওলানা সৈয়্যদ শরীফ আহমদ আল-বিরযাঞ্জী	৮৩
৪০	মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ আবীয ওয়াযীর	৯০
৪১	মাওলানা শায়খ আবদুল ক্বাদের তাওফীক্ব শালবী তারাবুলুসী হানাফী।	৯৮

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)
(Resized to 23MB-14MB ,
Reshaped, More clear vesion)
File from : Yanabi.in

মুখবন্ধ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

কিছু সংখ্যক লোককে একথা বলতে শুনা যায়, "আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত (বেরীলী ইত্যাদি) এবং দেওবন্দী আলেমগণ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে। প্রতিটি চিন্তাধারার ধারকদের পক্ষ থেকে নিজ নিজ সমর্থনে ক্বোরআন-হাদীস থেকে দলীলাদি উপস্থাপন করা হয়। আমরা কোন্ দিকে যাবো? কার কথা মানবো? কারই বা কথা অমান্য করবো?"

আবার কিছু সংখ্যক স্বঘোষিত 'সংশোধবাদী' লোক তাদের বাকচাতুর্য দ্বারা একথাও বিশ্বাস করাতে চায় যে, ঐসব বিরোধ হচ্ছে 'ফুরু'ঈ' বিষয়াদিতে; অর্থাৎ ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে নয়; বরং এর শাখা-প্রশাখা তথা খুটিনাটি বিষয়াদিতে। কাজেই, সেগুলোতে জড়িত হওয়ার দরকার নেই; বরং একথাই বলা দরকার- 'আমরা না বেরীলী (সুন্নী), না দেওবন্দী (ওহাবী), না ওসমানী, না থানভী। আমরা হলাম সাদাসিধে মুসলমান।

ব্যাস্, এভাবেই তারা সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলার পক্ষে ঘৃণ্য যুক্তি প্রদর্শন করে একথা প্রচার করার অপ-প্রয়াস চালায় যে, মতবিরোধকারীরা হচ্ছে অপরাধী আর সত্যিকার মুসলমান হচ্ছে তারাই, যারা এই মতবিরোধ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকে।

এতে সন্দেহ নেই যে, মতবিরোধ যদি ব্যক্তিগত কারণে হয়, অথবা এর সম্পর্ক 'আমল' তথা শরীয়তের অনুশাসনগুলো পালনের নিয়মাবলীর সাথেই হয়, তবে তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। যেমন, হানাফী, শাফে'ঈ, হাম্বলী ও মালেকী মযহাবগুলোর বিরোধ এমনই নয় যে, সেগুলোর জন্য দস্তুরমতো যুদ্ধ-তর্কের ব্যবস্থা করা সমীচিন হবে! কারণ, সেগুলো হচ্ছে 'ফুরু'ঈ' (মৌলিক নীতিমালার উপর অনুমানকৃত) মাসাইলের মধ্যে বিরোধ মাত্র।

কিন্তু যদি বুনিয়াদী আক্বাইদ (ধর্ম বিশ্বাসসমূহ)-এর মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ পায়, তখন তা থেকে কোন মতেই চোখ বন্ধ করে থাকা যায় না। এ মতবিরোধ তখন অনুমিত মাসাইলে হবেনা; বরং তা হবে মৌলিক বিষয়াদিতে। এমতাবস্থায়, উভয় দিকে তাল মিলানো যাবেনা; বরং সত্য ও সঠিক দিকটাকেই মজবুতভাবে ধারণ করতে হবে। সত্য দিকের সাহায্য-সহায়তা ও অন্যদিক থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতিহায় বান্দার ভাষায় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন- এভাবে বলো–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

[অর্থাৎঃ (হে আল্লাহ্!) আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো। তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো; তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপাতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।] এ আয়াতের মর্মার্থও তাই। এ আয়াতে শুধু সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করার

প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেয়া হয়নি, বরং একথাও শিক্ষা দেয়া হয়েছে- 'গযবের উপযোগী ও পথভ্রষ্টদের থেকেও আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকো!'

হযরত সৈয়্যদুনা সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'মু'তাযিলা' শাসকদের পরোয়া করেননি। সত্য কথাটিই তিনি বলেছিলেন। তজ্জন্য তাঁকে চাবুকের আঘাত সইতে হয়েছে। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হির বিরুদ্ধে ফাঁসী ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার হুমকি তাঁকে বাতিলের বিরোধিতা ও সত্যের না'রা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। খত্‌মে নবূয়ত আন্দোলনে সাহসী মুসলমানগণ আপন বক্ষে গুলি ধারণ করেছেন, জেলের কালো কুঠরীসমূহ ও ফাঁসিকাষ্ঠ পর্যন্ত নিজেদের জন্য প্রস্তুত পেয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁরা কোন মতেই নবূয়তের নিখুঁত প্রাসাদে খুঁত সৃষ্টির অপচেষ্টাকারীদেরকে বরদাশ্‌ত করতে পারেন নি। সব ধরণের দুঃখকষ্ট ও নির্যাতনকে মাথা পেতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত মীর্যায়ী (ভণ্ডনবী মীর্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর অনুসারীদের)-কে আইনগতভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে ঘোষণা ও সাব্যস্ত করানোর ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন।

সুতরাং এমন সব পদক্ষেপ ও কার্যক্রমকে একথা বলে ভুল সাব্যস্ত করা যেতে পারেনা যে, 'সাদাসিধে মুসলমানদের পক্ষে কারো বিরোধিতা করা উচিত নয়; বরং নিজ নিজ কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকা উচিত।' বস্তুতঃ কোন মুসলমান এ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেনা।

বেরিলী (আহ্‌লে সুন্নাত) ও দেওবন্দী বিরোধও এমনই ধরণের। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক একথা বলে বেড়ায় যে, 'ঈসালে সাওয়াব', ওরস, গেয়ারভী শরীফ নযর-নেয়ায, মীলাদ শরীফ, ইস্তেমদাদ-ই-রূহানী, ইলমে গায়ব, হাযের-নাযের, নূর ও বশর ইত্যাদি মাস্‌আলাই শুধু সুন্নী ও দেওবন্দী-ওহাবীদের মতবিরোধের একমাত্র বিষয়বস্তু।' একথাটা তারা মুসলিম সাধারণকে ধোকা দেয়ার জন্য বলে থাকে। কারণ, মূলতঃ বিরোধ ঐসব মাস্‌আলায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিরোধের বুনিয়াদ হচ্ছে ঐসব উক্তি ও বক্তব্য, যেগুলোর মধ্যে রসূল-করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে প্রকাশ্য বেয়াদবী ও মানহানি করা হয়েছে। যেকোন মুসলমানই আপন মন-মানসিকতাকে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত করে ঐসব মানহানিজনক উক্তি পাঠ করার পর ঐসব উক্তিকারীর পক্ষে রায় দিতে পারেনা, তাদেরকে সহায়তা করার জন্যও প্রস্তুত হতে পারেনা।

ভারতে প্রাথমিক পর্যায়ে মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর 'কিতাবুত্ তাওহীদ' দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান' নামক পুস্তকটি রচনা করেছিলো। তাঁতে সে বিশ্ব মুসলিমকে কাফির ও মুশরিক সাব্যস্ত করলো।এমনকি স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য একথাও বলে দিলো যে, নবী আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'সমকক্ষ' থাকাও সম্ভব। যার মানতেক্বী (দর্শন সম্মত) সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, 'অন্য যেকোন ব্যক্তিও 'খাতামুন্নবীয়্যীন' (শেষনবী) ইত্যাদি গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত হতে পারে। (নাউযু বিল্লাহ্!)

আহলে সুন্নাতের ওলামা কেরাম, বিশেষ করে 'খাতেমুল হোকামা' আল্লামা মুহাম্মদ ফযলে হক খায়র আবাদী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) তাদের ঐ ভুল দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন লিখিত ও মৌখিকভাবে করেছেন।

মামলা এখানে শেষ হয়নি, বরং মৌং মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী এ পর্যন্ত বলে ফেলেছে যে, "যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তী যুগে কোন নবী পয়দাও হয়ে যায়, তবুও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'খাতামিয়্যাত' (শেষ নবী হওয়া) -এর কোন ক্ষতি হবেনা; এমনকি তাঁর যুগেও যদি অন্য কোন ভূ-খণ্ডে আসে; অথবা মনে করুন একই ভূ-খণ্ডে অন্য কোন নবী স্থিরও করা হলো, (তবুও)।"

গভীরভাবে চিন্তা করুন! এটা কি 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর কোন নতুন নবী আসতে পারেনা' মর্মে মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বসম্মত ও নিশ্চিত আক্বীদাকে অস্বীকার করা নয়? অবশ্যই। প্রকাশ্যভাবে তাতে 'খাতামুন্নবীয়্যন'-এর এমন অর্থ স্থির করা হলো, যার মাধ্যমে মির্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর নবূয়তের ভণ্ড দাবীর পথই সুগম হলো। মির্যা ক্বাদিয়ানীর খণ্ডন ও তার কুফরকে চিহ্নিত করার সাথে সাথে উপরোক্ত বচনগুলোর সমর্থন সেই করতে পারে, যে দিন-দুপুরে সূর্যের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারে। বর্তমানে যখন মির্যায়ীরা উপরোক্ত উক্তিকে নিজেদের সমর্থনে উপস্থাপন করছে, তখন 'তাহ্‌যীরুন্নাস'-এর সমর্থকদের মুখ থুবড়ে পড়ছে। হাঁ, তারা সুযোগ বুঝে একথাও প্রকাশ করার প্রয়াস পায় যে, 'দেখুন, অমুক অমুক স্থানে তো মাওলানা নানুতবী খতমে নবূয়তের আক্বীদা মুসলিম উম্মাহ্‌র অনুরূপই পেশ করেছেন! তিনি 'খতমে নবূয়ত' (যুগের দিক দিয়ে) কিভাবে অস্বীকার করতে পারেন?' বস্তুতঃ ঐ সব লোক একথা ভুলে বসেছে যে, এক বারের অস্বীকার সহস্র-কোটিবারের স্বীকারোক্তিকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মির্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী নবূয়ত দাবী করা সত্ত্বেও কি তার বহুবারের এমন সুস্পষ্ট মন্তব্যও পাওয়া যায়না, যেগুলোতে খতমে নবূয়তের প্রতি তার সমর্থনই পাওয়া যায়? এ বিষয় বস্তুর উপর গায্‌যালী-ই-যমান (পাকিস্তান) হযরত আল্লামা আহমদ সা'ঈদ কাযেমী দামাত বরকাতুহুমুল আলীয়া কৃত 'আত্-তাব্‌শীর ওয়াত্ তাহ্‌যীর পর্যালোচনা করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

১৩০৪ হিঃ / ১৮৮৭ ইংরেজীতে মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর লিখিত 'বারাহীন-ই-ক্বাতিয়াহ্' মৌং খলীল আহমদ আম্বেঠভীর নামে প্রকাশিত হয়েছে। সেটার উপর মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর জোরদার অভিমত মওজুদ রয়েছে। তাতে অন্যান্য আপত্তিকর ও ভুল বক্তব্যাদির মধ্যে এটাও লিপিবদ্ধ রয়েছে- "শয়তান ও মালাকুল মওত (মৃত্যুদূত ফিরিশ্‌তা)-এর অবস্থা দেখে পৃথিবী ব্যাপী জ্ঞানকে বিশ্বনবীর জন্য (ক্বোরআন-হাদীসের) অকাট্য প্রমাণাদির পরিপন্থী ও কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে নিছক ভুল অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করা শির্ক নয়তো ঈমানেরই বা কোন্ অংশ? শয়তান ও মালাকুল মওত এর (জ্ঞানের) এ বিশালতা 'নাস্' দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বনবীর জ্ঞানের বিশালতার পক্ষে কোন্ অকাট্য প্রমাণই রয়েছে?" (বারাহীন-ই--ক্বাতি'আহ্ ঃ ৫১ পৃষ্ঠা)'

আশ্চর্য! কোন্ চাক্ষুষ দুঃসাহসে হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইল্‌ম শরীফকে শয়তানের ইল্‌ম অপেক্ষা কম বলার নাপাক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে?

উপরোক্ত বক্তব্যে এ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, মৌলভী খলীল আহমদ ও রশীদ আহমদের ভাষায়, যে জ্ঞানকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য স্থির করা শির্ক হয় সেই জ্ঞানকে তো শয়তানের জন্য স্থির করাও শির্ক হবে। তদুপরি, শয়তানের জন্য এমন বিশাল ইল্‌ম ক্বোরআনে পাকেও বা কিভাবে প্রমাণিত হলো? তাদের ভাষায়, ক্বোরআন পাকও কি শির্ক শিক্ষা দেয়? ১৩০৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে মাওলানা গোলাম দাস্তগীর কাসূরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ভাওয়ালপুরে 'বারাহীন-ই ক্বাত্বি'আ'র এমনই বক্তব্যের বিরুদ্ধে মুনাযারাহ্ করে মৌং খলীল আহমদ আম্বেঠভীকে লা-জাওয়াব করে দিয়েছিলেন।

১৩১৯ হিজরী/১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে মৌলভী আশ্‌রাফ আলী থানভীর একটা পুস্তিকা 'হিফ্‌যুল ঈমান' প্রকাশিত হলো। তাতে লেখক অত্যন্ত আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে লিখেছে- হুযূরের পবিত্র সত্তার জন্য ইল্‌মে গায়ব স্থির করা যদি যায়দের কথা মতো সহীহও হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই দাঁড়ায় যে, ওই গায়ব বলতে কি আংশিক ইলমে গায়ব বুঝায়, না সম্পূর্ণ ইলমে গায়ব? আর যদি আংশিক গায়ব বুঝায়, তবে তা দ্বারা হুযূরের বিশেষত্বই বা কি? এমন ইলমে গায়ব তো যায়েদ, আমর বরং প্রত্যেক শিশু ও পাগলের, বরং সমস্ত প্রাণী ও পশুরও রয়েছে।"

(হিফ্‌যুল ঈমানঃ পৃষ্ঠা-৮)

ওই সব উক্তিকে সামনে দেখে কোন মুসলমান পাশ কেটে থাকতে পারে না। কারণ এটা যেনতেন ব্যক্তির ব্যাপারে নয়। এটা হচ্ছে ওই মহান যাতের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে, যাঁর দরবারে জোনায়দ এবং বায়েযীদ (রাহিমাহুল্লাহ্)ও শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে (নিজেকে একেবারে বিলীন করে) হাযির হন; বরং ফিরিশতাগণও আদব সহকারে হাযির হন। সেটা এমন দরবার, যেখানে উঁচু স্বরে কথোপকথন করলে সারা যিন্দেগীর আমল বরবাদ হয়ে যায়। সেখানে অশোভন অর্থ প্রকাশ করার সংশয় থাকে এমন শব্দ ব্যবহার করাও সম্পূর্ণ অবৈধ। কোন কবি সুন্দর বলেছেন-

جو سرورعالم کے تقدس کوگھٹائے
وہ اور بھی کچھ ہے ، مسلماں نہیں ہے

অর্থাৎ : যে লোকটি বিশ্বকুল সরদারের মানহানি করে, সে অন্য যে কোন কিছু হতে পারে; কিন্তু মুসলমান নয়।

মৌং হোসাঈন আহমদ টাণ্ডভী লিখেছে-

حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ جوالفاظ موہم تحقیر حضور
سرورکائنات علیہ السلام ہوں اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت
نہ کی ہو مگران سے بھی کہنے والے کافر ہوجاتا ہے۔(الشہاب الثاقب)

অর্থাৎ "হযরত মৌলানা গাঙ্গুহী বলেন, যে সব শব্দে হুযূর সরওয়ারে কাইনাত আলায়হিস্ সালাম-এর মানহানির সম্ভাবনা থাকে, যদিও সেগুলোর বক্তা মানহানির উদ্দেশ্যে নাও বলে থাকে,

তবুও শব্দগুলো বলার কারণে সে কাফির হয়ে যাবে।" (আশ্‌শিহাব আস্- সাক্বিব)।

বস্তুতঃ উপরোক্ত উক্তিতো শুধু মানহানির সম্ভাবনা রাখে এমন নয়; বরং তা হচ্ছে প্রকাশ্য বেয়াদবীই। কাজেই, সেই উক্তিকারী কাফির হবে না কেন? একারণেই আহ্‌লে সুন্নাতের আলিমগণ তাদের বক্তৃতা ও লেখনীতে ওইসব উক্তির মন্দ পরিণাম প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করেন। আর দেওবন্দী আলিমগণের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা ওই সব উক্তির সহীহ্ ব্যাখ্যা প্রদান করেন, অথবা তাওবা করে ওইসব ইবারতকে মুছে ফেলেন।

অবশ্য, এ পরম্পরায় পুস্তক-পুস্তিকা লিখা হয়েছে। চিঠিপত্র পাঠানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যখন দেওবন্দী আলিমগণ হঠ ধরে রইলো, তখন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী ক্বুদ্দিসা সিররুহুল আযীয্ 'তাহযীরুন্নাস্' প্রণয়ণের ত্রিশ বছর পর, 'বারাহীন-ই ক্বাত্বি'আহ্' প্রকাশের প্রায় ষোল বছর পর এবং 'হিফযুল ঈমান' প্রকাশের প্রায় এক বছর পর ১৩২০ হিজরীতে 'আল মু'তাক্বাদ আল-মুস্তাক্বাদ'-এর পাদ টীকা 'আল-মু'তামাদ আল-মুস্তানাদ'-এর মধ্যে মির্যা ক্বাদিয়ানী ও উপরোক্ত উক্তিকারীদের (মৌং মুহাম্মদ ক্বাসেম নানূতভী, মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌং খলীল আহমদ আম্বেঠভী এবং মৌং আশ্‌রাফ আলী থানভী) সম্পর্কে তাদের উক্তি ও বক্তব্যের ভিত্তিতেই 'তারা কাফির' বলে ফতোয়া প্রকাশ করেছেন।

আ'লা হযরতের ওই ফতোয়াটি দেওবন্দী আলিমদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত ঝগড়ার ওই ভিত্তিতে ছিলোনা; বরং হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা রক্ষার খাতিরে একটা মহান কর্তব্যই পালন করেছেন। মৌলভী মুরতাদ্বা হাসান দরভঙ্গী, পরিচালক, তাবলীগ-শিক্ষা বিভাগ, দারুল উলুম, দেওবন্দ, এই ফতোয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেন-

"اگر (مولانا احمد رضا) خاں صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی
ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء
دیوبند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہوجاتے"

অর্থাৎ যদি (মাওলানা আহ্‌মদ রেযা) খান সাহেবের মতে কোন কোন দেওবন্দী ওলামা বাস্তবিকপক্ষে তেমনই হন, যেমন তিনি মনে করেন, তাহলে (মাওলানা আহমদ রেযা) খান সাহেবের উপর ওইসব দেওবন্দী ওলামাকে কাফির বলে ফতোয়া দেয়া ফরযই ছিলো। যদি তিনি তাদেরকে কাফির না বলতেন, তবে তিনি নিজেও কাফির হয়ে যেতেন।" *

এ বিস্তারিত বিবরণ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রাহিমাহুল্লাহ্ তা'আলা) রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই মহা মর্যাদার পক্ষ অবলম্বনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। পক্ষান্তরে, দেওবন্দী-ওহাবী আলিমগণের বারংবার অনুরোধ হচ্ছে যেন তাদের বুযর্গদের ইজ্জতের উপর কলম না চলে- চাই তারা যথেচ্ছ বলতে থাকুক কিংবা লিখতে থাকুক। এমতাবস্থায়, আর

* মুরতাদ্বা হাসান দেরভঙ্গি : আশাদুল আযাদ, পৃ. ১৪।

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা- কে সত্যের উপর আছে? একথাও প্রতীয়মান হলো যে, বেরিলী ও দেওবন্দী বিরোধের মূল ভিত্তি হচ্ছে ওইসব উক্তিই; মূলনীতিমালার উপর অনুমানকৃত মাসআলা-মাসাইল নয়। মৌলভী মওদূদী এ সত্যকে স্বীকার করে এক চিঠিতে লিখেছেন-

"جن بزرگوں کی تحریروں کے باعث بحث ومناظرہ کی ابتدا ہوئی وہ تواب
مرحوم ہو چکے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے مگر افسوس ہے کہ جو تلخی اور
گرمی آغاز میں پیدا ہوئی دونوں طرف سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے"

অর্থাৎ "সে সব বুযুর্গের লেখনীগুলোর কারণে বাহাস ও মুনাযারার (তর্কযুদ্ধ) সূচনা হয়েছে, তাদের নামের পূর্বে তো এখন মরহুম লেখা হয় এবং তারা আপন প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির হয়ে গেছেন। কিন্তু আফ্সোস! যেই চরম তিক্ততা শুরুতেই সৃষ্টি হয়েছিলো তা উভয় পক্ষ থেকে এখন বৃদ্ধিই পাচ্ছে।" *

মওদূদী সাহেবও একথা বলতে চান যে, বেরেলী ও দেওবন্দী (তথা সুন্নী ও ওহাবী) বিরোধের কারণ কারো ব্যক্তিগত কিছুই নয়; বরং দেওবন্দীদের আপত্তিকর উক্তিসমূহই এই বিরোধের ভিত্তি। সেগুলোর যথাযথ খণ্ডনও করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে ওইসব বিষয়ের মীমাংসা হবে না, ততদিন পর্যন্ত এ বিরোধ নিরসনের কোন সম্ভাবনা নেই।

১৩২৪ হিজরী সনে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রাহিমাহুল্লাহ্ তা'আলা) 'আল-মু'তামাদ আল-মুস্তানাদ'-এর ওই অংশ, যাতে ওই ফতোয়া স্থান পেয়েছিলো, হেরমাঈন শরীফাঈনের ওলামা কেরামের খেদমতে পেশ করলেন, যার উপর সেখানকার সর্বমোট ৩৫ জন অতি উচ্চ পর্যায়ের ওলামা কেরাম খুব জোরদার অভিমত লিখেছেন, আর সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, মির্যা ক্বাদিয়ানীর সাথে সাথে উপরোক্ত ব্যক্তিগণও নিঃসন্দেহে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে গেছেন আর ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (ক্বুদ্দিসা সিররুহু)-এর প্রতি, দ্বীনের খাতিরে তাঁর মহান অবদানের জন্য পূর্ণাঙ্গ অভিনন্দন জানিয়েছেন। হেরমাঈন শরীফাঈনের ওলামা কেরামের এ ফাতওয়া 'হুসামুল হেরামাঈন 'আলা মান্হারিল কুফ্রী ওয়াল মায়ন' (কুফর ও মিথ্যার গ্রীবাদেশে হেরমাঈন শরীফাঈনের শাণিত তরবারি) [১৩২৪ হিজরী] নামে প্রকাশ করা হয়।

এরপর দেওবন্দীগণ তাদের ওইসব বেয়াদবীপূর্ণ ইবারতগুলো থেকে তওবা করার স্থলে, দেওবন্দী আলিমগণেরই একটা দল মিলে 'আল-মুহান্নাদ আল-মুফান্নাদ' নামক একটা পুস্তিকা প্রকাশ করলো। তাতে তারা অতি ভাসাভাসাভাবে একথাই প্রকাশ করলো যে, তাদের আক্বীদা নাকি তা-ই, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতেরই। অথচ আপত্তিকর ইবারতগুলো সংশ্লিষ্ট পুস্তকগুলোতে দস্তুরমতো মওজুদই ছিলো। সদরুল আফাযিল সৈয়্যদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী ক্বুদ্দিসা সিররুহু 'আত্ তাহ্ক্বীক্বাত লি-দাফ্ইত্ তালবীসাত' লিখে দেওবন্দীদের ওইসব উক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।

* মাক্বালাত-ই ইয়াউমে রেযা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩ থেকে উদ্ধৃত।

'আস্ সাওয়ারিমুল হিন্দিয়া' লিখার কারণ

তাছাড়া 'হুসামুল হেরমাঈন'র প্রভাব দূরীভূত করার জন্য দেওবন্দী আলেমগণ একথা বলে বেড়াতে লাগলো যে, 'হেরমাঈন শরীফাঈন'র ওলামা কেরামকে ভুল বুঝিয়ে এই ফাত্ওয়া হাসিল করা হয়েছে। কারণ; মূল ইবারততো উর্দুতে ছিলো। অথচ তদানীন্তন পাক-ভারতের কেউ হুসামুল হেরমাঈনের সমর্থক নেই।' এই প্রপাগাণ্ডা প্রতিহত করার জন্য শের-বীশা-ই আহলে সুন্নাত মাওলানা হাশমত আলী খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি পাক-ভারত উপ-মহাদেশের আড়াইশ'র অধিক ওলামা কেরাম কর্তৃক 'হুসামুল হেরমাঈন'-এর পক্ষে প্রত্যয়নধর্মী অভিমত সংগ্রহ করে 'আস্সাওয়ারিমুল হিন্দিয়াহ' নামক পুস্তক প্রকাশ করেছেন।

দেওবন্দী চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত আলিমগণ এখনো সাধারণতঃ মুসলিম সাধারণের মধ্যে একথা প্রচার করে বেড়ায় যে, 'মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী সাহেব বিনা কারণে দেওবন্দী শীর্ষস্থানীয় আলেমদেরকে কাফির বলে ফাত্ওয়া দিয়েছেন; অথচ তারা প্রকৃত অর্থে মুসলমান ও ইসলামের খাদেম ছিলেন।' আর তারা 'আল মুহান্নাদ' নামক কিতাবকেই জোরেশোরে প্রচার করে বেড়ায়।

এমতাবস্থায়, 'হুসামুল হেরমাঈন' প্রকাশ করার প্রয়োজন প্রকটভাবে অনুভূত হতে লাগলো; যাতে বিরোধের আসল দৃশ্য মুসলিম সাধারণের সামনে এসে যায় এবং কারো মনে এ প্রসঙ্গে কোন সংশয় বাকী না থাকে। বলাবাহুল্য, এ কিতাবটি ১৩২৪ হিজরীতে ইমাম আহমদ রেযা খান আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু প্রণয়ন করেন। অতঃপর সেটা নিয়মিতভাবে প্রকাশ হতে থাকে।

উল্লেখ্য, একই ধরনের বিরোধ আমাদের বাংলাদেশেও অনুপ্রবেশ করলো। এদেশের দেওবন্দী মতবাদীরা আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে ও নিজেদের সপক্ষে একই ধরনের কথা বলে বেড়াচ্ছে। এহেন অবস্থায় 'হুসামুল হেরমাঈন'-এর বঙ্গানুবাদের প্রকাশনা এ ক্ষেত্রে সংশয় নিরসনে বিশেষ সহায়ক। আল্হামদুলিল্লাহ্! জনাব অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল করীম নঈমী সাহেব এ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটার বঙ্গানুবাদ করেছেন। অতঃপর প্রথম প্রকাশনার জন্য মরহুম গোলাম মোস্তফা রেযভী উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। অবশেষে, নিরীক্ষণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব আসে আমি নগণ্যের উপর। সুতরাং আমিও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কিতাবটার বঙ্গানুবাদ নিরীক্ষণ করেছি। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছি।

এ প্রকাশনার ক্ষেত্রে আরো যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবার প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন। বইটির প্রথম প্রকাশনার কাজকে সুগম করার জন্য বিশেষ করে ভাই গোলাম মোস্তফা রেযভীর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখন কিতাবটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছি।

আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় আমাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াব করুন! আমিন।

সালামান্তে -

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)
(Resized to 23MB-14MB ,
Reshaped, More clear vesion)
File from : Yanabi.in

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সালাম আমাদের তরফ থেকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও বরকতসমূহ অবতীর্ণ হোক পবিত্র মক্কার অধিবাসী আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ নেতৃস্থানীয় আলিমগণের উপর, আর নবীকুল সরদার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র শহর মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী সম্মানিত আলিমদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কর্ণধারবৃন্দের উপরও।

মহান আল্লাহ্ দরূদ, সালাম ও বরকতসমূহ নাযিল করুন আমাদের নবী, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং উল্লেখিত ধর্মীয় কর্ণধারবৃন্দের উপর।

অতঃপর, হে আমাদের পবিত্র মক্কা মুকাররামাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারাহ্র অধিবাসী সম্মানিত ওলামা ও বিজ্ঞ কর্ণধারবৃন্দ! আপনাদের আস্তানা চুম্বন পূর্বক, আপনাদের সমীপে আবেদন করছি (এমনই আবেদন, যেমন কোন অভাবগ্রস্ত নিঃসহায়, মজলুম, দরিদ্র, ভগ্নহৃদয় বন্দী ব্যক্তি আবেদন করে থাকে, এমন সব বড় বড় মহানুভব দাতা-দয়ালু ব্যক্তির দরবারে, যাঁদের ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা বিপদাপদ ও দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূরীভূত করেন এবং যাঁদের বরকতে তিনি দান করেন- আনন্দ-খুশী ও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য) যে, হিন্দুস্থানের বুকে 'মাযহাব-ই-আহ্লে সুন্নাত' (সুন্নীয়াত বা সুন্নী মতাদর্শ) সহায়হীন অবস্থায় বিরাজমান। এখানে ফিৎনা-ফ্যাসাদ ও কষ্ট-মেহনতের অন্ধকার রাশি ভীষণ ও ভয়াবহ আকারে ছাইয়ে আছে, অন্যায়-অবিচার উচ্চতর সীমানায়, অনিষ্ঠ ও ক্ষতি প্রবল আকারে। আর কর্মতৎপরতা চালানো সুকঠিন ব্যাপার।

সুতরাং সুন্নী মতাদর্শীরা স্বীয় দ্বীনের উপর এমনিভাবে ধৈর্যধারণ করে আছেন, যেমন কেউ তার হাতের মুষ্ঠিতে ধারণ করে আছে অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার। কাজেই, আপনাদের মতো সম্মানিত মহান পরিচালক নেতৃবৃন্দের সাহস ও উচ্চমনার উপর কর্তব্য ও করণীয় হচ্ছে- দ্বীনের সাহায্য-মদদ করা এবং বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করা- তরবারি দ্বারা সম্ভব না হলেও কলমের সাহায্যেই। ফরিয়াদ! ফরিয়াদ! হে খোদার বীর সেনানীগণ! হে রসূলের অশ্বারোহী সৈন্যদল! স্বীয় লেখনী দ্বারা আমাদের সাহায্য করুন! শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে দিন! আর এ কঠিন বিপদে আমাদের বাহুকে শক্তিশালী করুন!

এসব বিষয় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটা সহজ-সরল কথা হচ্ছে এ যে, আমাদের দেশের আলিমদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি, [যে আমাদের নির্ভরযোগ্য নেতৃবৃন্দের ভাষায়, 'আহ্লে

সুন্নাত ওয়া জমা'আত' -এর আলিম (ইমাম)] উপাধিতে বিভূষিত, স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে উক্ত গোমরাহী ও বিভ্রান্তির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। অনেক বই-পুস্তক প্রণয়ন করেছে। প্রদান করেছে সময়োচিত বক্তব্য-বিবৃতি। যার লিখিত বই-পুস্তকাদির সংখ্যা দু'শরও বেশীতে দাঁড়িয়েছে ✪, যেগুলো হচ্ছে দ্বীনের জন্য সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী ও মরিচা অপসারণকারী। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে

اَلْمُعْتَقَدُ الْمُنْتَقَدُ (আল মু'তাক্বাদুল মুন্তাক্বাদ) এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

اَلْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَنَدُ (আল মু'তামাদুল মুস্তানাদ)। সেটার একটা অধ্যায়ে কুফর ও বিদ্'আতের ঐসব মূলনীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো বর্তমানে ভারতবর্ষে আশংকাজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

উক্ত অধ্যায়ে আমি (আ'লা হযরত) এমন কতেক ফের্কার কথা, তাদেরই বক্তব্য ও লেখনীর ভিত্তিতে আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি, যাতে তা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আপনাদের সত্যায়ন ও সমর্থন লাভ করে, 'সুন্নাত' হয় নন্দিত ও আনন্দিত এবং আপনাদের বিশুদ্ধতা নিরূপণ ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনার বরকতে 'মযহাবে আহ্‌লে সুন্নাত'-এর উপর থেকে সর্বপ্রকার সমস্যা দূরীভূত হয় আর আপনারা সুস্পষ্ট ভাষায় বলুন-

- ☐ ঐসব ভ্রান্তির প্রবক্তাগণ, যাদের উল্লেখ আলোচ্য অধ্যায়ে করা হয়েছে, তারা কি তেমনই, যেমন লিখক বলেছেন ?
- ☐ এতদ্‌ভিত্তিতে, এদের ব্যাপারে লেখক যেই অভিমত প্রকাশ করেছে, তাও গ্রহণযোগ্য কিনা?
- ☐ যদিও তারা দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদিকে অস্বীকার করে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর সম্মানিত ও বিশ্বস্ত রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে এবং তাদের এ জঘন্য, অবমাননাকর ও অশোভন কথাবার্তা ছাপিয়ে প্রকাশ করে, তবুও কি তাদেরকে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করা বৈধ হবেনা? তাদের থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা ও তাদেরকে ঘৃণা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা দুরস্ত হবেনা?
- ☐ এমনসব মূর্খলোকের ধারণানুসারে, যাদের অন্তরগুলোতে ঈমান এখনো বদ্ধমূল

✪ এ লিখক হলেন, আ'লা হযরত নিজেই। তাঁর কিতাবাদির এ সংখ্যা ছিলো তদানীন্তন সময়ের পরিসংখ্যানানুযায়ী। এর পরও তাঁর আদর্শ জীবনের শেষাবধি তাঁর ক্ষুরধার লেখনী অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁর লিখিত পুস্তকাদির সংখ্যা চৌদ্দশ'কেও ছাড়িয়ে গেছে। -সম্পাদক

হয়নি, যেহেতু তারা মৌলভী, হোকনা ওহাবী, সেহেতু শরীয়ত মতে কি তাদেরকে সম্মান (?) করা আবশ্যক হবে, যদিও তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে বিভিন্নভাবে গালি দেয়?

হে আমাদের অগ্রণায়কগণ! আপন মহামহিম রব তা'আলার দ্বীনের সাহায্যার্থে বর্ণনা করুন যে, ঐসব লোক যাদের নাম লেখক উল্লেখ করেছে এবং যাদের উক্তি উদ্ধৃত করেছে, [অবশ্য তাদের কিছু পুস্তক-পুস্তিকা, যেমন মির্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর 'এ'জাযে আহমদী' ও 'ইযালাতুল আওহাম', মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর 'ফতোয়া-ই-রশীদিয়ার ফটোকপি' ও 'বারাহীন-ই-ক্বাতিয়াহ্', (যা প্রকৃতপক্ষে, এই গাঙ্গুহীরই রচিত এবং নামে মাত্র তার শীষ্য খলীল আহমদ আম্বেঠভীর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে,) আশরাফ আলী থানভীর 'হেফযুল ঈমান' ইত্যাদির পরিত্যাজ্য এবারতগুলোতে 'আণ্ডারলাইন' করা হয়েছে, যাতে সেগুলো আলাদাভাবে পরিলক্ষিত হয়,] তারা তাদের ঐসব উক্তির কারণে দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলোর অস্বীকারকারী কিনা?

যদি অস্বীকারকারী হয় এবং মুরতাদ্-কাফিরই হয়, তবে মুসলমানদের উপর তাদেরকে কাফির বলা ফরজ কিনা? যেমনিভাবে, দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলোকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ হুকুমই প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, এমন সব লোক সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ওলামা-ই-কেরাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তাদের কুফর ও শাস্তিযোগ্য হবার ব্যাপারে সন্দেহ করে, সে নিজেও কাফির।" শিফাউস্ সিক্বাম', 'বায্যাযিয়াহ্', 'মাজমাউল আন্‌হুর' এবং 'দুর্‌রে মুখ্‌তার' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ কিতাবে এমনই অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে সন্দেহ করে, কিংবা আলোচ্য লোকগুলোকে কাফির বলতে ইতস্ততাবোধ করে, অথবা তাদেরকে সম্মান করে, কিংবা তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে নিষেধ করে, তার সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? আপনারা, সম্মানিত কর্ণধারবৃন্দ, সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, মুসলমানদের উপর দ্বীনের বিধানাবলীর পরিসরকে সম্প্রসারণ করতে থাকুন।

আর দরূদ ও সালাম নাযিল হোক রসূলকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সম্মানিত বংশধরগণ ও সাহাবা কেরাম- সবারই উপর।

এখন দেখুন সেই 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ' নামক পুস্তকে কি লেখা হয়েছে-

আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ

সর্বপ্রথমঃ লেখক এ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছে যে, কুফরবিশিষ্ট বিদ'আতী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের দাবীদার হয়ে দ্বীন-ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয়াদিকে অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির। তার পেছনে (ইমামতিতে) নামায পড়া, তার জানাযার নামাযে শরীক হওয়া, তার সাথে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করা, তার যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত আহার করা, তার সাথে উঠাবসা করা, তার সঙ্গে কথোপকথন এবং যাবতীয় লেনদেন ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তার উপর অবিকল সেই হুকুমই প্রযোজ্য হবে, যা প্রযোজ্য হয় 'মুরতাদ্দ' বা ধর্মত্যাগীদেরই বেলায়। এটা মযহাবের গ্রহণযোগ্য কিতাবাদি, যেমন হিদায়া, গুরার, মুলতাক্বাল আবহুর, দুর্‌রে মোখ্‌তার, মাজমাউল আন্‌হুর, শরহে নিক্বায়াহ্, বারজান্দী, ফতাওয়াহ্-ই-যহীরিয়াহ্, তরীক্বাহ্-ই-মুহাম্মদীয়াহ্ এবং হাদীক্বাহ্-ই-নাদীয়্যাহ্, ফতাওয়া-ই-আলমগীরী ইত্যাদি 'মতনগ্রন্থাবলী', 'ব্যাখ্যাগ্রন্থাবলী' ও 'ফতোয়াসমূহে' স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (এ বিশ্লেষণ ভিত্তিক আলোচনার পর এবারত লিখেছে-) আমাদের উচিত ঐসব হতভাগার এমন কিছু সংখ্যক দলের সংখ্যা নিরূপণ করা, যারা আমাদের দেশে আমাদের যমানায় বিচরণরত। কারণ, ফিত্‌নাগুলো খুব মর্মন্তুদ ও পীড়াদায়ক, অন্ধকাররাশি এর কালো মেঘের ন্যায় আচ্ছন্ন এবং সময়ের অবস্থা এমনই নাজুক, যেমন নিরেট সত্যের সংবাদদাতা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন-"মানুষ সকাল বেলায় মুসলমান থাকবে, কিন্তু সন্ধ্যায় কাফির। আর সন্ধ্যাকালে মুসলমান থাকবে, কিন্তু সকাল বেলায় কাফির হয়ে যাবে।" (নাউযুবিল্লাহি তা'আলা)। কাজেই, ঐসব কাফিরের কুফর সম্পর্কে অবগত হওয়া ও করা অত্যাবশ্যক, যারা ইসলামের নামকে নিজেদের মুখোশ বানিয়ে নিয়েছে।

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۔

(নেই শক্তি সৎকাজ করার, নেই ক্ষমতা মন্দ থেকে বাঁচার, কিন্তু আল্লাহ্‌রই শক্তিদানক্রমে, যিনি সমুচ্চ, মহান।)

তাদের একটি ফির্কা বা দল হলো- মির্যায়ী দল। আমরা 'গোলামিয়া ফির্কা' নামে তাদের নামকরণ করেছি। কারণ, তাদের সম্পর্ক হচ্ছেগোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর সাথে, যে একজন দাজ্জাল, এযুগে পয়দা হয়েছে। সে প্রাথমিক পর্যায়ে 'মসীহ্ -এর সমকক্ষ' (مثیل مسیح) হবার দাবী করেছিলো। আল্লাহ্‌রই শপথ! সে সত্য বলেছে। কারণ, সে হচ্ছে 'মহা মিথ্যাবাদী মসীহ্-ই- দাজ্জাল'-এর সমকক্ষ (مثیل مسیح دجّال کذّاب)। তারপর সে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। সে ওহী লাভ করার দাবী করে বসলো। আল্লাহ্‌রই শপথ! এ ব্যাপারেও সে সত্য বলেছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানদের

গোষ্ঠী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۔

(তারা একে অপরকে ওহী করে বানোয়াট কথাবার্তা, ধোকারই)।"

বাকী রইল- তার নিজের ওহীকে মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়। আর তার কিতাব 'বারাহীন-ই-গোলামিয়া'-কে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব বলে আখ্যায়িত করার বিষয়ও। বস্তুতঃ এটাও শয়তানের এ ওহীরই অন্তর্ভূক্ত-"গ্রহণ কর আমার নিকট থেকে এবং সম্পৃক্ত কর মহান রব্বুল 'আলামীনের দিকে।" অতঃপর সে নবূয়ত ও রিসালতের দাবীও পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলো এবং লিখে দিলো, "আল্লাহ্ হন তিনিই, যিনি স্বীয় রসূলকে ক্বাদিয়ানে প্রেরণ করেছেন।" আর দাবী করলো যে, একটি আয়াত তার উপর এটাই অবতীর্ণ হয়েছে-

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِالْقَادِيَانِ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۔

(আমি তাকে ক্বাদিয়ানে অবতীর্ণ করেছি এবং সত্য সহকারেই তা অবতীর্ণ হয়েছে।) আরো দাবী করলো যে, সে-ই হচ্ছে ঐ আহমদ, যার সুসংবাদ দিয়েছেন- হযরত ঈসা 'আলায়হিস সালাম। আর তার উক্তি হচ্ছে তাই, যা ক্বোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗ اَحْمَدُ ۔

(আমি সুসংবাদ দিচ্ছি ঐ রসূলের, যিনি আমার পরে শুভাগমন করবেন, যাঁর পবিত্র নাম 'আহমদ'।) গোলাম আহমদ বললো, "এতে আমার কথাই বুঝানো হয়েছে।" তার আরো ধারণা যে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এ আয়াত তোমার বেলায়ই প্রযোজ্য

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۔

(আল্লাহ্ হন তিনিই, যিনি আপন রসূলকে হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে সেটাকে সমস্ত দ্বীনের উপর প্রাধান্য দেন, বিজয়ী করেন।)

তারপর এ ঘৃণ্য লোকটি আরো অগ্রসর হয়ে নিজেকে অনেক নবী ও রসূল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর বলতে শুরু করলো। আর অন্যতম নবী, 'আল্লাহ্‌র কলেমা' (كلمة الله) 'আল্লাহ্‌র রূহ' (روح الله) ও আল্লাহ্‌র রসূল হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর মানহানিরই কু-উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে বললো-

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو؛ اس سے بہتر غلام احمد ہے ؛

অর্থাৎ "মরিয়াম তনয় (ঈসা) -এর কথা ছাড়ো। তাঁর চেয়ে উত্তম হচ্ছে- গোলাম আহমদ।"

আর যখন তাকে জবাবদিহি করার জন্য পাকড়াও করা হলো এবং বলা হলো, "তুমি নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর 'সমকক্ষ' হবার দাবী করছো! সুতরাং ঐসব হতবাককারী মু'জিযা কোথায়, যেগুলো হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম দেখিয়েছেন? যেমন- মৃতদের জীবিত করা, জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করা, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করা এবং মাটি দ্বারা একটি পাখীর মতো আকৃতি তৈরী করে তাতে ফুৎকার করা, যার ফলে সেটা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে পাখী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি?" তখন সে এর জবাবে বললো, "ঈসা এসব অলৌকিক কাজ ভেল্কিবাজির মাধ্যমেই করতো।" সে আরো লিখেছে, "এমনসব কাজ অপছন্দনীয় মনে না করলে আমিও করে দেখাতাম।"

আর যখন ভবিষ্যদ্বাণী করার অভ্যাস তার হলো এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে মিথ্যা অত্যোধিক হারে প্রকাশ পেতে লাগলো, তখন সে ঐ রোগের ঔষধ এটাই আবিষ্কার করলো যে, সে বলতে লাগলো, "ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যায় পর্যবশিত হওয়া 'নবূয়ত' -এর পরিপন্থী নয়। কেননা,প্রথম চারশ' নবীর ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা (সাব্যস্ত) হয়েছিলো। আর সর্বাধিক মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম -এর ভবিষ্যদ্বাণী।"

এভাবেই তার ঔদ্ধত্য দিন দিন বেড়েই চললো। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির মতো অতি সত্য ঘটনাকেও ঐসব মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভূক্ত করলো। সুতরাং তারই উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত হোক! যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত হোক তারই উপর, যে কোন নবীকে কষ্ট দিয়েছে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তা'আলার দরূদ বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম-এর প্রতি।

যখন তার অভিপ্রায় হলো যে, মুসলমানগণ জোর করেই তাকে 'মারয়ামের পুত্র' বানিয়ে নিক! কিন্তু মুসলমানগণ তাতে সম্মত হলোনা, বরং হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর ফযীলত বা মর্যাদাসমূহ বর্ণনা করতে শুরু করলো, তখন সে (গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী) যুদ্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে গেলো এবং হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মধ্যে দোষ-ত্রুটি তালাশ করতে ও অপবাদ চর্চা করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তা তাঁর ঐ মহীয়সী মায়ের সম্মানজনক মর্যাদা পর্যন্ত পৌছে গেলো, যিনি (হযরত মারয়াম আলায়হাস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) হলেন 'সিদ্দীক্বাহ্' (মহা সত্যবাদী), আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যসব কিছু থেকে সম্পর্কমুক্ত এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষ্য দ্বারা নির্বাচিত, পবিত্র ও দোষ-ত্রুটিমুক্ত মহিলা।

সে (গোলাম আহমদ) স্পষ্টতঃ বলেছে, "ইহুদীগণ, যারা ঈসা ও তাঁর মায়ের শানে

অপবাদ দিয়ে থাকে, এর কোন জবাব আমার নিকট নেই। আমি মূলতঃ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে অক্ষম।" এমনকি, সে তার নাপাক বই-পুস্তকে বিভিন্ন জায়গায় সেই মহীয়সী, পাক-পবিত্রা ও কুমারী মহিলার প্রতি তার নিজ থেকেই এমনসব অপবাদ দিয়েছে, যেগুলো উদ্ধৃত করতেও মুসলমানদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। সে পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, "ঈসার নবূয়তের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, বরং তাঁর নবূয়ত বাতিল হবার পক্ষে একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান।"

তারপর এ আশংকায় যে, তার উপরোক্ত উক্তি শুনে সকল মুসলমানের অন্তরে ঘৃণার সঞ্চার হবে এবং তাকে ধিক্কার দেবে, তখন সে স্বীয় কুফরকে এভাবে গোপন করলো যে, সে বললো, "আমি তাঁকে (হযরত ঈসা) শুধু এজন্যই নবী মানি যে, ক্বোরআন মজীদ তাঁকে নবীগণের মধ্যে পরিগণিত করেছে।" অতঃপর আবার কথার মোড় পাল্টে দিলো এবং বলতে লাগলো, "তাঁর নবূয়তকে প্রমাণিত করা কোন মতেই সম্ভবপর নয়।" বস্তুতঃ তার এহেন জঘন্য উক্তি, যেমন আপনারা দেখলেন, ক্বোরআন মজীদকেও দিব্যি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। সে এমনই অবান্তর উক্তি করার প্রয়াস পেলো, যা বাতিল হবার উপর জ্বলন্ত দলীলাদি বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত, উক্ত মীর্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর আরো বহু অভিশপ্ত কুফর রয়েছে। মহান আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে তার ও সমস্ত দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় দিন, হেফাযত করুন!

দ্বিতীয় ফির্কা হচ্ছে 'ফির্কা-ই- ওহাবিয়াহ্ আমসালিয়াহ্' (وهّابيه امثاليّه) অর্থাৎ ঃ অতুলনীয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছয় অথবা সাতটা 'সমকক্ষ' বিদ্যমান থাকায় বিশ্বাসী দল) ও 'খাওয়াতেমিয়্যাহ্' (অর্থাৎঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে আরো ছয়জন 'খাতামুন্নবীয়্যীন' বা শেষ নবী মওজুদ রয়েছে বলে বিশ্বাস স্থাপনকারী দল।)

আমি ইতোপূর্বে তাদের অবস্থাদি ও উক্তিসমূহ বর্ণনা করেছি এবং একথাও উল্লেখ করেছি যে, তাদের অস্তিত্বছিলো, কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তারা কয়েক ভাগে বিভক্তছিলোঃ

এক) আমীরিয়্যাহ্ ঃ এরা আমীর হাসান ও আমীর আহমদ সাহ্‌সাওয়ানীদের দিকে সম্পৃক্ত।

দুই) নযীরিয়্যাহ্ ঃ এরা নযীর হোসাঈন দেহলভীর দিকে সম্পৃক্ত।

তিন) ক্বাসেমিয়্যাহ্ ঃ এরা ক্বাসেম নানূতভীর দিকে সম্পৃক্ত।

এ শেষোক্ত দলের নেতা ক্বাসেম নানূতভী হচ্ছে- 'তাহ্‌যীরুন্নাস' নামক পুস্তিকার রচয়িতা। সে তার এ পুস্তিকায় লিখেছে-

بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض زمانۂ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں۔ مگر اہلِ فہم پر روشن کہ تقدم یا تأخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ الخ۔

অর্থাৎঃ বরং ধরে নিন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায়ও যদি কোথাও কোন নবী আসতো, তথাপি হুযূরের 'খাতাম' (শেষনবী) হওয়া দস্তুর মতো বহাল থাকতো; বরং ধরে নিন, নবী করীমের যমানার পরেও যদি কোন নবী পয়দা হয়, তবুও 'খাতামিয়াতে মুহাম্মদী' (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শেষনবী হবার মর্যাদা)-তে কোন পার্থক্য দেখা দেবেনা। জনসাধারণের খেয়ালে তো রসূলুল্লাহর 'খাতাম' বা 'শেষ নবী হওয়া' এ অর্থেই যে, তিনি সর্বশেষ নবী। কিন্তু বোধ সম্পন্ন লোকদের নিকট একথা সুস্পষ্ট যে, যমানার অগ্রবর্তী হওয়া ও পরবর্তী হওয়ার মধ্যে আসলে কোন ফযীলত বা প্রাধান্য নেই। ..... (শেষাবধি)।"

অথচ 'ফতোয়া-ই- তাতিম্মাহ্' ও 'আল-আশবাহ্ ওয়ান্নাযাইর' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে-

إِذَا لَمْ يَعْرِفْ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ لِاَنَّهُ مِنَ الضَّرُوْرِيَّاتِ۔

অর্থাৎঃ "যদি কেউ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বশেষ নবী বলে বিশ্বাস না করে, তবে সে মুসলমান নয়। কেননা, এটা (হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়া-যুগের দিক থেকে এবং সমস্ত নবীর শেষে আগমন করায় বিশ্বাস করা।) দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদিরই অন্তর্ভুক্ত।"

সে হচ্ছে- ঐ নানূতভী, যাকে মুহাম্মদ আলী কানপুরী, 'নাযেম-ই-নদ্‌ওয়াহ্', 'হাকীম-ই-উম্মতে মুহাম্মদীয়্যাহ্' (উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি) বলে উপাধি দিয়েছে! পবিত্রতা (ঘোষণা করছি) সেই মহান সত্তার, যিনি অন্তর ও চক্ষুগুলোকে পাল্টে দেন। এবং নেই শক্তি সৎকাজ করার ও নেই ক্ষমতা অসৎকাজ থেকে বেঁচে থাকার, কিন্তু মহান আল্লাহ্‌রই সাহায্যক্রমে।

অবাধ্য শয়তানেরএসব চেলা-চামুণ্ড সকলেই এমনই মহা মুসীবতে পরস্পর শরীক রয়েছে,. পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মতামতের চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে, যার প্ররোচনা শয়তানই ধোকার পন্থায় তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে। বস্তুতঃ এর বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকায় প্রদত্ত হয়েছে।

তৃতীয় ফির্কা হচ্ছে 'ওহাবীয়্যাহ্ কায্‌যাবিয়্যাহ্ ফির্কা'। এরা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর অনুসারী। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা আপন দলীয় পীর ইসমাঈল দেহলভীর অনুসরণে মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি এ অপবাদ দিয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নাকি মিথ্যাবাদী হওয়াও সম্ভবপর। আমি তার এ ভিত্তিহীন অনর্থক প্রলাপের খণ্ডন করেছি একটা স্বতন্ত্র পুস্তকে, যার নাম রেখিছি 'সুব্‌হানুস্ সুব্বূহ্ 'আন 'আয়বি কিয্‌বিম্ মাক্বূহ্' (سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح)। আর এ কিতাবটি আমি তারই খণ্ডনে তারই নিকট প্রেরণ করেছি 'এক্‌নলেজম্যান্ট রেজিষ্ট্রী' যোগে এবং তার নিকট থেকে 'প্রাপ্তি স্বীকার' রসিদও ফিরে এসেছে- আজ দীর্ঘ এগার বছর অতিবাহিত হয়েছে। বিরোধীগণ প্রথম তিন বছর অবিরাম এ সংবাদই প্রচার করতে থাকলো যে, জবাব লিখা হবে, লিখা হয়েছে, ছাপানো হবে, ছাপানোর জন্য পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার শান এ নয় যে, তিনি দাগাবাজ প্রতারকদেরকে ধোকা-প্রতারণার পথ দেখিয়ে দেবেন। সুতরাং তাদেরতো ক্ষমতায় কুলায়নি এবং না তারা কারো সাহায্য পাবার উপযোগী ছিলো। এখনতো আল্লাহ্ তা'আলা তার (রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী) চোখ দু'টি অন্ধ করে দিয়েছেন, তার অন্তর্দৃষ্টিতো এর আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং এখন আর জবাবের আশা কোথেকে? এখন কি মাটির নীচে থেকে 'মুর্দা' ✪ ঝগড়া করতে আসবে?

অতঃপর জুলুম ও গোমরাহীতে তার অবস্থা এতদূর বেড়ে গেলো যে, তার নিজের একটি ফতোয়ায় (সেই ফতোয়ার উপর তার মোহরাঙ্কিত স্বাক্ষর আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যে ফতোয়াটি বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বারংবার মুদ্রিত হয়েছে, সেটার খণ্ডনও করা হয়েছে বহুবার।) সে পরিষ্কার ভাষায় লিখে

✪ এটা আল্লাহ্ তা'আলার মহা অনুগ্রহ ক্রমে সম্মানিত লেখক (আ'লা হযরত)-এর একটা কারামত যে, এ শব্দটি তিনি গাঙ্গুহী সাহেবের জীবদ্দশায় লিখেছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ গাঙ্গুহীকে মৃত্যুমুখে পতিত করলেন এবং তাকে মূলতঃ জবাব দেয়ার ক্ষমতাই দেননি। -বঙ্গানুবাদক।

দিয়েছে, "যে ব্যক্তি মহান পূত-পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে কার্যতঃ মিথ্যাবাদী মানে এবং পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করে যে, (আল্লাহ্‌র তা'আলারই পানাহ্!) আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা বলেছে এবং এ মহা দোষটি তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তবে তাকে 'কাফির' ও পথভ্রষ্টতো দূরের কথা 'ফাসিক্ব'ও বলোনা। কারণ, বহু ইমামও তেমনি বলেছে, যেমন বলেছে ঐ লোকটি। অবশ্য, শেষ কথা এ যে, ঐ লোকটি 'তা'ভীল' বা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভুল করেছে মাত্র।"

এখন 'মহান আল্লাহ্ তা'আলা (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ)-এর পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব' বলে আক্বীদা পোষণ করার মন্দ পরিণাম দেখুন! তা কীভাবে মিথ্যা সংঘটিত হবার আক্বীদা পোষণ করার দিকে তাকে টেনে নিয়ে গেলো? এটাই আল্লাহ্‌র রীতি চলে আসছে- পূর্ববর্তীদের যুগ থেকে। এরাই হচ্ছে তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বধির করেছেন ও তাদের চোখগুলোকে অন্ধ করেছেন। নেই শক্তি সৎকাজ করার, নেই ক্ষমতা মন্দ থেকে বাঁচার, কিন্তু মহান আল্লাহ্‌রই সাহায্যক্রমে।

চতুর্থ ফির্কা 'ওহাবিয়াহ্ শয়তানিয়াহ্'। তারা রাফেযী সম্প্রদায়ের 'শয়তানিয়াহ্' ফির্কার মতোই। ওরা 'শয়তানুত্তাক্ব্'✪-এর অনুসারী ছিলো। ওরা দিকমণ্ডল বিচরণকারী অভিশপ্ত ইবলীসের অনুসরণকারী। আর এরাও আল্লাহ্‌কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী গাঙ্গুহীরই লেজুড়। সে তার কিতাব 'বারাহীন-ই-ক্বাতে'আহ্'-এর মধ্যে, (উল্লেখ্য যে, 'বারাহীনে কাতে'আহ্' মানে, শব্দটার মর্মার্থের ভিত্তিতে, 'অকাট্য প্রমাণাদি'; কিন্তু, আ'লা হযরত সেটার শাব্দিক অর্থেরই প্রযোজ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'আল্লাহ্‌রই-শপথ! ঐ কিতাবটার বক্তব্যগুলো হচ্ছে ঐসব সম্পর্ক ছিন্নকারী, যেগুলো জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, তাদের পীর ইবলীসের 'ইলম' নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর 'ইলম' (জ্ঞান) অপেক্ষা বেশী। তার এ জঘন্য উক্তি খোদ্ তার জঘন্য ভাষায় তার উক্ত পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপঃ

شیطان وملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعتِ علم کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟

অর্থাৎঃ "শয়তান ও 'মালাকুল মওত' -এর জ্ঞানের বিশালতা 'নাস্' (ক্বোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিমূলক দলীল) দ্বারা প্রমাণিত হলো। ফখরে আলম (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

✪ সে 'শয়তানিয়াহ্ ফির্কার' প্রধান গুরু। সে কুফার জামে মসজিদে আসাযাওয়া করতো। ঐ শয়তানরা তাকে 'মু'মিনুত্তাক্ব্' বলতো। কিন্তু ইমাম জাফর সাদেক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তার নামকরণ করলেন- 'শয়তানুত্তাক্ব্' - বঙ্গানুবাদক।

আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর জ্ঞানের বিশলতা সম্পর্কে কোন্ অকাট্য 'নাস্' আছে, যা দ্বারা যাবতীয় 'নাস্' (বা ক্বোরআন-হাদীসের প্রমাণাদি)-কে খণ্ডন করে একটা শির্ককে প্রতিষ্ঠা করবে?"

এর পূর্বে লিখেছে- شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصّہ ہے؟

অর্থাৎঃ "এটা শির্ক নয়তো কোন্ ঈমানের অংশ?"

ফরিয়াদ! হে মুসলমানগণ! ফরিয়াদ! ওহে সাইয়্যেদুল মুরসালীন, (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলায়হিম আজমা'ঈন ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লামা) -এর উপর ঈমান স্থাপনকারীগণ! লক্ষ্য করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে ইল্‌ম ও পরিপক্কতায় তার উচ্চ মর্যাদার দাবী করছে এবং ঈমান ও মা'রিফাতের ক্ষেত্রে বড় সুদক্ষ ও যোগ্য হবার দাবী করছে আর তার লেজুড়দের মধ্যে 'কুতুব' ও 'যমানার গাউস'ও রয়েছে বলে দাবী করছে, সে কিভাবে আল্লাহ্‌র রসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে মুখ ভরে গালি দিচ্ছে? আর আপন পীর ইবলীসের জ্ঞানের বিশালতার উপর ঈমান আন্‌ছে! বস্তুতঃ ঐ মহান সত্ত্বা, যাঁকে মহামহিম আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন- যা কিছু তাঁর জানা ছিলোনা (সবই), যাঁর উপর মহামহিম আল্লাহ্‌র অনুগ্রহই মহান, যাঁর সামনে সবকিছু উদ্ভাসিত হয়েছে, যিনি সবকিছু জেনেছেন, চিনেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই জেনে নিয়েছেন, যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের (সবদিকের) সমুদয় বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানই যাঁর অর্জিত হয়েছে, যেমন, এসব কথার সমর্থনে অসংখ্য হাদীস সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে- তাঁরই সম্পর্কে এমন জঘন্য উক্তি করেছে- 'তাঁর ইল্‌মের বিশালতা সম্পর্কে কোন 'নাস্' আছে?' এটাকি ইবলীসের ইল্‌মের প্রতি ঈমান স্থাপন আর হুযূর মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইল্‌মের সাথে 'কুফর' নয়? (নিশ্চয়ই!)

'নাসীমুর রিয়ায্' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন, এ সম্পর্কিত 'নাস্' মূল কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ)

مَنْ قَالَ فُلَانٌ اَعْلَمُ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَابَهٗ وَنَقَصَهٗ فَهُوَ سَابٌّ وَالْحُكْمُ فِيْهِ السَّابِّ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ لَا نَسْتَثْنِيْ مِنْهُ صُوْرَةً وَهٰذَا كُلُّهٗ اِجْمَاعٌ مِنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ -

অর্থাৎঃ "যে ব্যক্তি হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর 'ইল্‌ম' অপেক্ষা অন্য কারো 'ইল্‌ম' বেশী মনে করে, সে অবশ্যই হুযূরের প্রতি দোষারোপ

করলো এবং হুযূরের মর্যাদা হানি করলো। সুতরাং সে 'গালিদাতা' হলো। তার বিরুদ্ধে ঐ শাস্তি-বিধানই প্রযোজ্য, যা 'গালিদাতা'র বেলায় প্রযোজ্য। তাতে কোন তফাৎ নেই। আমরা কোন অবস্থাকেই এর ব্যতিক্রম মনে করিনা। এসব বিধানের উপর সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম-এর সোনালী যুগ হতে অদ্যাবধি 'ইজমা' (ঐকমত্য)ই চলে আসছে।"

অতঃপর আমি (ফতোয়া লিখক) বলছি- আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে যে মোহর অঙ্কিত করেছেন তার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করুন যে, কিভাবে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ অন্ধ হয়ে যায়? আর সঠিক পথ ছেড়ে পথভ্রষ্ট হওয়াকে ভাল মনে করে? ইবলীস-শয়তানের নিকট ভূ-মণ্ডলের সমস্ত কিছুর জ্ঞান থাকায় বিশ্বাস করে আর যখন মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর ইলমের কথা আসে, তখন বলে এটা(বিশ্বাস করা) শির্ক!

অথচ শির্ক হচ্ছে- 'আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোন শরীক তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা। কাজেই, সৃষ্ট জীবের মধ্যে কোন একজনের জন্য কোন বস্তুকে সাব্যস্ত করা শির্ক হলে, তা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে যে কারুর জন্য সাব্যস্ত করলেও শির্ক হবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক হতে পারেনা।

অতএব, দেখুন! এরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অভিশপ্ত ইবলীসের শরীক হবার প্রতি কেমনভাবে ঈমান রাখছে? শরীকতো হুযূর মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরও হতে পারেনা। তার (গাঙ্গুহী) চক্ষুদু'টির উপর আল্লাহ্র গযবের ঠুলী দেখুন! হুযূর মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমের ক্ষেত্রে তো 'নাস্' (দলীল) চায়; এমনকি, সে কেবল 'নাস্' (দলীল)-এর উপরই সন্তুষ্ট নয়, যতক্ষণ না তা نص قطعی (অকাট্য দলীল)-ই হয়। পক্ষান্তরে, সে যখন হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইল্মকে অস্বীকার করার ভূমিকায় অবতরণ করলো, তখন স্বয়ং উক্ত (আলোচ্য) বিষয়ের পরিমণ্ডলে তার পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠায় উক্ত অবমাননাকর কুফরের ছয় লাইন পূর্বে একটা ভিত্তিহীন বর্ণনার সনদ গ্রহণ করলো, যার কোন উৎসই দ্বীনের মধ্যে নেই; আর তাঁরই দিকে সেটার মিথ্যা সম্বন্ধ রচনা করলো, যিনি তা বর্ণনাই করেননি, বরং সেটার পরিষ্কার ভাষায় খণ্ডনই করেছেন। যেমন, সে লিখেছে- শায়খ আবদুল হক্ব বর্ণনা করেছেন যে, (হুযূর নাকিএরশাদ ফরমান,) "আমার নিকট দেয়ালের পেছনের জ্ঞানও নেই।" অথচ শায়খ তাঁর 'মাদারিজুন্নবূয়ত' -এর মধ্যে এভাবেই লিখেছেন-

یہاں یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں آیا کہ نبی صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا میں تو ایک بندہ ہوں، اس دیوار کے پیچھے کا حال مجھے معلوم نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قول محض بے اصل ہے۔

অর্থাৎ এখানে এ দ্বন্দ্ব পেশ করা যায় যে, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমনও ফরমায়েছেন, "আমিতো একজন বান্দা, এ দেয়ালের পেছনের হাল-অবস্থাও আমার জানা নেই।" এর উত্তর এ যে, এ উক্তিটি নিছক ভিত্তিহীন। (অর্থাৎ এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত নয়।)

দেখুন! এ কেমন প্রতারণা! যেন আয়াতাংশ لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ (তোমরা নামাযের নিকটে যেওনা!) -কে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করলো; কিন্তু وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى (নেশাগ্রস্ত অবস্থায়)- অংশটা ত্যাগ করলো।

অনুরূপভাবে, ইমাম ইবনে হাজর বলেন, "উপরোক্ত রেওয়াতটার (যা'তে হুযূরের দেয়ালের পেছনের জ্ঞানকেও অস্বীকার করা হয়েছে,) কোন উৎসমূল নেই।"

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী 'আফদালুল ক্বোরা'তে বলেছেন, "এর কোন সনদ জানা যায়নি।"

আমি (লেখক) তার এ উক্তি দু'টি [অর্থাৎ যে ব্যক্তিটি মহামহিম আল্লাহ্কে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম (জ্ঞান)-কে খাটো করে দেখানোর শাস্তির বোঝা আপন মাথায় নিলো,] তার এক শাগরিদ ও মুরীদের সামনে পেশ করলাম। সে তখন আমার সাথে বিরোধ করলো। আর বললো, "আমাদের পীর কি কখনো এমনই কুফ্‌রী বাক্য আওড়াতে পারেন?" তখন আমি তাকে কিতাব দেখালাম এবং পীরের কুফরের মুখোশ খুলে গেলো। তখন অগত্যা নিরূপায় হয়ে বললো, "এটা আমার পীরের নয়। এটাতো তাঁর শাগরিদ খলীল আহমদ আম্বেঠভী কর্তৃক লিখিত।" তদুত্তরে আমি বললাম, "গাঙ্গুহী সাহেব সেটার উপর অভিমত লিখেছে এবং সেটাকে মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট কিতাব বলে অভিহিত করেছে। আর আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছে যেন তিনি সেটা কবূল করেন।" সে আরো বলেছে, এ 'বারাহীনে ক্বাতি'আহ' হচ্ছে সেটার রচয়িতার ইল্মের নূরের বিশালতা, তীক্ষ্ণবোধ ও বুদ্ধিমত্তা, উপস্থাপন ও ভাষার সাবলীলতারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তখন তার মুরীদটি বললো, "তিনি হয়তো এ কিতাব পুরোপুরি দেখেননি, কোথাও কোথাও দু'একটি জায়গা হতে কিছু কিছু দেখেছেন এবং স্বীয় শাগরিদের ইল্মের উপর ভরসা করেছেন।" এর খণ্ডনে আমি বললাম, "এরূপ নয়, বরং সে উক্ত অভিমতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, সে এ কিতাবখানা আদ্যোপান্ত

দেখেছে।" মুরীদ উত্তরে বললো, "হয়ত তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করে পর্যালোচনা করেননি।" আমি বললাম, "এ কথাও কিছুতেই ঠিক নয়, বরং সে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে- 'আমি এটা খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করে পাঠ-পর্যালোচনা করেছি'।" লিখিত অভিমতে তার এবারত নিম্নরূপঃ

اس احقر الناس رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب مستطاب براہینِ قاطعہ
کو اوّل سے آخر تک بغور دیکھا۔ انتہیٰ

অর্থাৎ ঃ "আমি, নিকৃষ্টতম মানুষটি, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এ মূল্যবান কিতাব 'বারাহীন-ই-ক্বাতিয়াহ্' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীরভাবে দেখেছি।"

তখন সেই অবিবেচক ঝগড়াটে মুরীদ নির্বাক হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তা'আলা হঠকারীদের ধোকা-প্রতারণা সফল হতে দেননা।

উল্লেখিত 'ফির্কা-ই-ওহাবিয়াহ্ শয়তানিয়াহ্'র প্রধানদের মধ্যে ঐ গাঙ্গুহীরই লেজুড়দের থেকে আরো এক ব্যক্তি রয়েছে, যার নাম আশ্‌রাফ আলী থানভী। সে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেছে, যার পরিসর চার পাতার বেশী নয়। তাতে সে পরিষ্কারভাবে লিখেছে যে, 'গায়ব' বা অদৃশ্যের জ্ঞান যেমন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট রয়েছে, তেমনিতো প্রত্যেক শিশু, পাগল; বরং প্রত্যেক পশু এবং চতুষ্পদ জন্তুরও রয়েছে। তার লা'নতপূর্ণ এবারত এইঃ

آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید
صحیح ہو تو دریافتِ طلب یہ امر ہے کہ اس علم غیب سے
مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ
مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب
تو زید، عمرو بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات وبہائم
کے لئے بھی حاصل ہے۔ الیٰ قولہ۔ اور اگر تمام علوم غیب

مُراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے
تو اس کا بطلان دلیل نقلی وعقلی سے ثابت ہے۔

অর্থাৎ "হুযূরের পবিত্র সত্তার মধ্যে 'ইলমে গায়ব' (অদৃশ্যজ্ঞান) -এর অস্তিত্বকে স্বীকার করা যদি যায়দের কথানুযায়ী শুদ্ধ হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই দাঁড়ায় যে, ঐ 'গায়ব' দ্বারা কি কতেক 'ইলমে গায়ব' বুঝানো উদ্দেশ্য? না সামগ্রিক ইলমে গায়ব? যদি কতেক 'ইলম গায়ব' বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে এতে হুযূরের কি বিশেষত্ব আছে? এ ধরণের ইলমে গায়বতো যায়দ, আমর, বরং প্রতিটি শিশু ও পাগল, বরং সকল জানোয়ার এবং সকল গৃহপালিত পশুরও আছে। ..... আর যদি সামগ্রিক ইলমে গায়ব বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, এভাবে যে, তার একটি মাত্র সংখ্যা (فرد) -ও বাদ না পড়ে, তবে এটা বাতিল হওয়া 'নক্‌লী' ও 'আক্‌লী' (উদ্ধৃতিগত ও যুক্তিগত) দলীল দ্বারা প্রমাণিত।"

আমি (লেখক) বলছি- আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মোহরাঙ্কিত হবার প্রভাব দেখুন। ঐ ব্যক্তি কেমনভাবে সমকক্ষতা ও সাদৃশ্য রচনা করলো রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও যেনতেন সৃষ্টির মধ্যে? কীভাবে তার এতটুকুও বোধগম্য হলোনা যে, যায়দ ও আমর, এবং ঐ অহংকারী স্ফালনকারীর এ নেতারা, যাদের নাম সে উল্লেখ করেছে, তাদের নিকট অদৃশ্যের কোন জ্ঞান হাসিল হলেও তাতো শুধু তাদের ধারণার আধিক্যের ভিত্তিতে অর্জিত হবে। অদৃশ্য বিষয়সমূহের নিশ্চিত জ্ঞানতো মূলতঃ বিশেষভাবে নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এরই অর্জিত হয়ে থাকে। আর নবীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের নিকট যেসব গায়েবী বিষয়ের সুনিশ্চিত জ্ঞান হাসিল হয়, তাতো হাসিল হয়ে থাকে নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম বলে দেয়ার বদৌলতেই; অন্য কারো বলার কারণে নয়। তুমি কি স্বীয় মহান প্রতিপালকের বাণী দেখোনি যে, তিনি কিরূপ এরশাদ ফরমাচ্ছেন? (তিনি এরশাদ ফরমান-)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র এ শান নয় যে, তোমাদেরকে স্বীয় অদৃশ্য বিষয়ে অবহিত করবেন! হ্যাঁ, তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আপন ইচ্ছা মোতাবেক স্বীয় রসূলগণকেই মনোনীত করেন।"

মহামহিম আল্লাহ্ আরো এরশাদ ফরমান-

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا
اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ الْاٰيَةَ -

অর্থাৎ "(আল্লাহ্) 'গায়ব' বা অদৃশ্যের জ্ঞাতা; সুতরাং আপন গায়বের কাউকেও অধিকারী করেননা, আপন পছন্দকৃত রসূলকে ব্যতীত।"

দেখুন! ঐ লোকটা কিভাবে ক্বোরআনে আযীমকে পরিত্যাগ করলো এবং ঈমানকে বিদায় করে দিলো? আর এটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে, নবী ও জানোয়ারের মধ্যে প্রভেদ কি? এমনিভাবেই আল্লাহ্ মোহর লাগিয়ে দেন প্রতিটি অহংকারী প্রবঞ্চকের অন্তরে।

এরপর অনুধাবন করুন যে, সে কিভাবে বিষয়টিকে 'মুতলাক্ব ইলম' ও 'ইলমে মুতলাক্ব' -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিলো? অর্থাৎঃ (যথাক্রমে,) 'দু'একটি বর্ণ-অক্ষর সম্পর্কে অবগত হওয়া' এবং 'বেশুমার-সীমাহীন জ্ঞান'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য বোধ করলোনা! ফলে, তার দৃষ্টিতে, ফযীলত ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে বেষ্টনকারী জ্ঞান থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো। আর ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করাই অনিবার্য হয়ে গেলো ঐ 'কামালাত' (পূর্ণতা বা মর্যাদাসমূহ) থেকে, যাতে কিছুটা হলেও অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং 'গায়ব' ও 'শাহাদত' (যথাক্রমে, অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়)-এর মধ্যে কোন বিশেষত্বই রইলোনা। আর নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস সালাম -এর মধ্যে কোন প্রকার জ্ঞান থাকলেও তার অস্বীকৃতিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তার নাপাক ভাষণের গতি ইলমে গায়বের দিকে প্রবাহিত হওয়া অপেক্ষা 'মুতলাক্ব ইলম'-এর দিকে প্রবাহিত হওয়া অধিকতর প্রকাশ্য। কারণ, প্রত্যেক মানুষ ও পশুর জন্য কতেক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান মাত্রই হাসিল হওয়া তাঁদের কতেক ইল্‌মে গায়ব হাসিল হওয়ার চেয়েও অধিকতর সুস্পষ্ট।

অতঃপর আমি (লেখক) বলছি- আপনি কখনো দেখতে পাবেন না যে, কোন ব্যক্তি হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর মান-মর্যাদা খাটো করে, আর এমতাবস্থায় সে মহান প্রতিপালককে সম্মানও করে। আল্লাহ্‌রই শপথ! হুযূর আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌সালামের মর্যাদা হানি ঐ ব্যক্তিই করে, যে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদা হানি করে। যেমন মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ - অর্থাৎঃ "এবং ঐ যালিমগণ আল্লাহ্‌র যথার্থ মূল্যায়ন করেনি।"

কারণ, তার দুর্গন্ধময় ভাষণের গতিকে যদিও মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইলমের দিকে প্রবাহিত নাই করা হয়, তবুও সেটাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কুদরত ও ক্ষমতা পর্যন্ত হুবহু নির্বিঘ্নে প্রবাহিত করা যাবে। তখন উদাহরণ স্বরূপ বলা যাবে যে, 'যদি কোন বিধর্মী, যে মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক কুদ্‌রতকে অস্বীকার করে, সে যদি হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর ইলমকে অস্বীকারকারীর নিকট শিক্ষা লাভ

করতে যায়, তবে তো সে (আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত সম্পর্কেও সেরূপ যুক্তি তর্কে লিপ্ত হয়ে) বলবে, 'মহান আল্লাহ্ পাকের সত্তার মধ্যে কুদ্‌রত আছে বলে যদি মুসলমানদের কথানুযায়ী, স্বীকার করা হয়, যদি তা শুদ্ধও হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই দাঁড়ায় যে, এ কুদ্‌রত দ্বারা কি কতেক বস্তুর উপর কুদ্‌রত বুঝায়, না সমস্ত বস্তুর উপর বুঝায়? যদি কতেকের উপর কুদ্‌রত বুঝায়; তাহলে এতে মহান আল্লাহ্ পাকের কি বিশেষত্ব আছে? এমন কুদ্‌রত তো যায়দ, আমর, বরং প্রতিটি শিশু এবং পাগল, বরং সমস্ত পশু-প্রাণী এবং সকল গৃহপালিত পশুরও রয়েছে। আর যদি সকল বস্তুর উপর কুদ্‌রত বুঝায়, এমনিভাবে যে, সে সব বস্তুর কোন একটা সংখ্যাও বাদ না পড়ে, তবে তাও বাতিল হওয়া নাক্বলী, ও 'আক্বলী (উদ্ভিগত ও যুক্তিগত) দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, সব বস্তুর মধ্যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার মহান পবিত্র সত্তাও অন্তর্ভূক্ত। (অর্থাৎ তাঁর মহান সত্তাও তাঁর কুদ্‌রতের অধীন হয়ে যাবে।) অথচ তাঁর স্বীয় 'যাত' (সত্তা) তাঁর কুদরতের অধীন নয়। অন্যথায়, তিনিও অন্য কোন কুদরতের অধীনস্থ হয়ে যাবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পাক যাত 'মুমকিন' (সম্ভাবনাময়, অন্য ভাষায়, অস্তিত্বে আসার জন্য অপরের মুখাপেক্ষী) হয়ে যাবে। তাঁর 'যাত' তখন 'ওয়াজিব' (যাঁর অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ, অত্যাবশ্যকীয়, কারো মুখাপেক্ষী নয় এমন) থাকবে না। ফলে, তিনি 'ইলাহ্' হিসেবেও বিদ্যমান থাকবেন না।

সুধী পাঠক মণ্ডলী! পাপাচারের প্রতি নজর দিন! এক পাপাচার কিভাবে অন্য পাপাচারের দিকে টেনে নিয়ে যায়? আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সমগ্র জাহানের মালিক।

সারকথা এই যে, এসব দল ও ফির্কা সকলেই, 'ইজমা-ই-উম্মত' অনুযায়ী কাফির; মুরতাদ্দ এবং ইসলাম বহির্ভূত। নিশ্চয় বায়্যাযিয়াহ্, দুরার, গুরার, ফতাওয়া-ই-খায়রিয়াহ্' মাজমাউল আন্‌হুর এবং দুররে মোখ্‌তার প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এ জাতীয় কাফির বেদ্বীনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- مَنْ شَكَّ فِيْ كُفْرِهٖ وَعَذَابِهٖ فَقَدْ كَفَرَ - অর্থাৎ "যে কেউ তার 'কুফর' ও 'আযাব' -এর ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও স্বয়ং কাফির।"

শেফা শরীফে বলেছেন-

وَنُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلَامِ
مِنَ الْمِلَلِ اَوْ وَقَفَ فِيْهِمْ اَوْ شَكَّ -

অর্থাৎ, "আমরা তাকেই কাফির বলি, যে এমন ব্যক্তিকে কাফির বলেনা, যে মিল্লাতে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মিল্লাতকে বিশ্বাস করে, অথবা তাদের প্রতি নীরব সমর্থন দেয় কিংবা (তাদের ভ্রষ্টতায়) সন্দেহ করে।"

'বাহ্‌রুর রা-ইক্ব' ইত্যাদিতে আছে-

مَنْ حَسَّنَ كَلَامَ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ اَوْ قَالَ مَعْنَوِيٌّ اَوْ كَلَامٌ لَهُ مَعْنًى صَحِيْحٌ اِنْ كَانَ ذَالِكَ كُفْرًا مِنَ الْقَائِلِ كَفَرَ الْمُحَسِّنُ ـ

অর্থাৎঃ "যে ব্যক্তি বদ-দ্বীনদের কথার অনুমোদন দেয় কিংবা প্রশংসা করে, অথবা বলে, 'ওটা অর্থবহ,' অথবা 'সেটা এমন এক কথা, যার বিশুদ্ধ অর্থও আছে'। যদি ঐ বক্তার সেই কথাটা প্রকৃত পক্ষে কুফরই ছিলো, তবে ঐ প্রশংসা বা অনুমোদনকারী লোকটি কাফির হয়ে যাবে।"

ইমাম ইবনে হাজর 'কিতাবুল ই'লাম'-এর ঐ অধ্যায়ে যাতে ঐসব কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো 'কুফর' হবার উপর 'আমাদের প্রসিদ্ধ ইমামগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন- مَنْ تَلَفَّظَ بِلَفْظِ الْكُفْرِ يُكَفَّرُ وَكُلُّ مَنِ اسْتَحْسَنَهُ اَوْ رَضِىَ بِهِ يُكَفَّرُ ـ

অর্থাৎঃ "যে ব্যক্তি কুফরী কথা বলে সে কাফির। আর যে ব্যক্তি উক্ত কথাটা ভাল বলে মন্তব্য করে অথবা তাতে সন্তুষ্ট থাকে (সমর্থন করে) তাহলে সেও কাফির।"

সাবধান! সাবধান! হে পানি ও মাটির পুতুল (মানবজাতি)! সমুদয় বস্তু যেগুলো পছন্দসই হয়ে থাকে, তন্মধ্যে অধিক সম্মানিত ও পছন্দনীয় হচ্ছে- 'দ্বীন'। নিঃসন্দেহে কাফিরকে 'তা'যীম' (সম্মান) ও সমীহ করা যাবেনা। নিঃসন্দেহে, গোমরাহী হতে আত্মরক্ষা করা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একটি অন্যায় খুব দ্রুত টেনে আনে অপর অন্যায়কে। এতেও সন্দেহ নেই যে, যে সব বস্তুর জন্য প্রতীক্ষা করা হয়, তন্মধ্যে নিকৃষ্টতর হলো 'পাপিষ্ট দাজ্জাল'। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, তার অনুসারী তাবেদারদের সংখ্যা এসব লোকের অনুসারীদের থেকেও বহুগুণ বেশী হবে। এদের তুলনায় তার ভেল্কিবাজি অধিক প্রকাশ্য ও বড় হবে। নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা বড় আতঙ্কজনক ও অত্যোধিক কটু ও তিক্ত হবে ক্বিয়ামত। সুতরাং হে ভ্রাতাগণ! আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ধাবিত হোন! 'নিশ্চয় পানির স্রোত টিলা পর্যন্ত পৌছে গেছে।' পাপাচার হতে ফিরে আসা ও পূণ্য কাজ করার শক্তি আল্লাহ্‌র তৌফিকক্রমেই লাভ হয়। আমি এখানে এ জন্যই আমার কথা দীর্ঘায়িত করলাম যে, এসব বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া ঐ সব বিষয়াদির অন্তর্ভূক্ত, যেগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কতই উত্তম কর্মব্যবস্থাপক!

সবচেয়ে উত্তম দরূদ ও সর্বাপেক্ষা পূর্ণ তা'যীম হোক।

আমাদের সর্দার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সমস্ত বংশধরের প্রতি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি গোটা দুনিয়ার প্রভূ (মালিক)।

এখানেই 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ' -এর বক্তব্য সমাপ্ত হলো। এটাই আপনাদের সমীপে পেশ করার ইচ্ছা ছিলো। আমি আপনাদের নিকট থেকে সব রকম খায়র ও বরকতের প্রত্যাশী। আমাকে জবাবদানে উপকৃত করুন। আপনাদের জন্য রয়েছে মহান দাতা বাদশাহ্ (আল্লাহ্)-এর তরফ থেকে অনেক পুরস্কার ও সাওয়াব। প্রতিফল ও হিসাব-গণনার দিন পর্যন্ত দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক.সত্যপথ প্রদর্শক (হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সমস্ত বংশধর ও সাহাবা কেরামের প্রতি।

এটা ১৩২৩ হিজরী সনের ২১শে যিলহজ্ব বৃহস্পতিবার পবিত্র মক্কা মুকাররামায় লিখিত হলো। আল্লাহ্, তা'আলা এ পবিত্র মক্কা নগরীর সম্মান ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করুন! হে আল্লাহ্ এ প্রার্থনা কবূল করুন!

আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির লিখিত কিতাব

আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ

-এর সমর্থনে

মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারার সুপ্রসিদ্ধ ওলামা ও মাশাইখ কেরামের লিখিত

অভিমতসমূহ

মক্কা মুকাররামার সুপ্রসিদ্ধ ওলামা ও মাশাইখ কেরামের অভিমতসমূহ

এক

ইলমের পরিপূর্ণ সমুদ্র, অতি শীর্ষস্থানীয় আলিম, দুঃসাহসিক আল্লামা, সম্মানিত জ্ঞানোৎসাহীদের আকাশযান, সৃষ্টির বরকত বা কল্যাণ, অতি মর্যাদাবান ও অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব, সব সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌রই প্রতি মনোনিবেশকারী, তাক্বওয়া এবং স্বচ্ছ ও নম্র হৃদয়ের অধিকারী, মক্কা মু'আয্‌যমার সম্মানিত আলিমদের শায়খ বা ওস্তাদ, আমাদের কর্ণধার, মক্কা মু'আয্‌যমার শাফেঈ মযহাবের মুফতী **শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ বা-বসীল**

(আল্লাহ্ তাঁকে আপন সুপ্রশস্ত করুণার চাদরের আঁচলে ঢেকে রাখুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি শরীয়তে মুহাম্মদিয়্যাহ্‌র আলিম সমাজ দ্বারা বিশ্বকে সতেজ ও সজীব করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে শহর-নগরী ও উচ্চভূমিগুলো সুস্পষ্ট হক ও হিদায়তে ভরপুর করেছেন। রসূলকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর দ্বীনের প্রতি তাঁদের সহায়তার মাধ্যমে হুযূরের পবিত্র মিল্লাতের চার দেয়ালকে অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁদের সমুজ্জ্বল দলীলাদি দ্বারা পথভ্রষ্ট ধর্মদ্রোহীদের বিভ্রান্তিকর গোমরাহীকে বাতিল করে দিয়েছেন।

হামদ ও দরূদ নিবেদনের পর। আমি ঐ লেখাটা প্রত্যক্ষ করলাম, যা এমনই কামিল, আল্লামা ও সুনিপুণ ওস্তাদ নেহাত পবিত্রতা সহকারে লিখেছেন, যিনি আপন পিয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর দ্বীন-ধর্মের পক্ষ থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও নিরলস সংগ্রামে রত। অর্থাৎ আমার সম্মানিত ভাই হযরত আহমদ রেযা খান। তাঁর লিখিত আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ নামক পুস্তকে তিনি বদ-মযহাবী ও বে-দ্বীনীর অপবিত্র নেতাদের খণ্ডন করেছেন; বরং ঐ নেতৃবৃন্দ হচ্ছে যে কোন অপবিত্র, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও হঠকারী লোক অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। লেখক এ পুস্তিকায় উল্লেখিত কিতাব থেকে কিছু খোলাসা করেছেন এবং তাতে এমন কিছু সংখ্যক পাপিষ্ঠের নাম বর্ণনা করেছেন, যারা নিজেদের ভ্রান্তি ও গোমরাহীর দরুন সর্বাপেক্ষা হীন কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হবার উপক্রম হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর বর্ণনার বিনিময়ে এবং তিনি যে উক্ত কাফিরদের দুষ্টামী, ভণ্ডামী, ফ্যাসাদ ও ষড়যন্ত্রের পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছেন তার বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দান করুন, তাঁর প্রচেষ্টাকে কবূল করুন এবং সকল কামিল বান্দার অন্তরে তাঁর সম্মান ও ইজ্জত পয়দা করে দিন! (আমীন!)

এ অভিমতটা প্রকাশ করলো এবং তা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিলো- আপন প্রতিপালকের দরবারে পূর্ণ বাসনা পূরণের প্রত্যাশী-

মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ বা-বসীল
মক্কা মু'আয্‌যমায় শাফেঈ মযহাবের মুফ্‌তী
(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে, তাঁর মাতা-পিতা,
ওস্তাদমণ্ডলী, বন্ধুবান্ধব, ভ্রাতৃবৃন্দ এবং সমস্ত
মুসলমানকে ক্ষমা করুন।)

****

দুই

যুগশ্রেষ্ঠ হক্কানী-রব্বানী আলেম, উচ্চ পদস্থ ও প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব, নির্ভরযোগ্য ও শীর্ষস্থানীয়দের গৌরব, খোদাভীরু, পার্থিব মোহমুক্ত, হতভম্বকারী কামালাতের অধিকারী বুযর্গ, মক্কা মু'আয্‌যামার খতীব ও ইমামদের প্রধান, বক্তৃতা ও বিপর্যয় রোধকারী,ফয়য ও হিদায়তদাতা মাওলানা

শায়খ আবুল খায়র আহমদ মীরদাদ

(আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর রক্ষনাবেক্ষণ করুন!) -

এর

অভিমত

যাবতীয় সুন্দর প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি যার প্রতি ইচ্ছা করেন ফয়য ও হিদায়ত দ্বারা ইহসান করেন, যা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মহান নি'মাত, তার প্রতি এমন অনুগ্রহ করেন যে, যেগুলো তার হৃদয়পটেই উদিত হয় ও কল্পনায় আসে সবই সত্য ও তাহক্বীক্ব মোতাবেকই।

আমি সেই মহান যাতের প্রশংসা করছি, যিনি আমাদের নবী-ই-দু'জাহান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর উম্মতের আলিমবৃন্দকে বণী ইস্রাঈলের নবীগণের মতো করেছেন এবং তাঁদেরকে দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ কায়েম করার সাথে সাথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধানাবলী বের করার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দান করেছেন।

আমি তাঁরই শোক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আলেম সমাজের মধ্যে যাঁরা সত্য ও ন্যায়নীতিকে জোরদার করার মানসে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, তাঁদের প্রতীককে বুলন্দ

করেছেন। পক্ষান্তরে, নীচ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদেরকে। যার ফলে তাঁরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি এক, একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। এমন বান্দার ন্যায় সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে খাঁটি তাওহীদ ব্যক্ত করেছে এবং সেটাকে যুগের গলায় অতুলনীয় পুষ্পমালার মতো করে রেখে দিয়েছে।

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সরদার ও মুনিব, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসূল। যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের জন্য নূর, হিদায়ত ও রহমত বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁকে পাঠিয়েছেন সমুজ্জ্বল বর্ণনা সহকারে, যাতে এ প্রকৃত ধর্ম উম্মতের উপর প্রশস্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন তাঁর প্রতি, তাঁর বংশধরগণের প্রতি যাঁরা হলেন দীপ্তিমান প্রদীপ এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতিও, যাঁরা হিদায়তের নক্ষত্রপুঞ্জ ও মুক্তামালা।

হামদ ও সালাতের পর। নিঃসন্দেহে, ঐ অভিজ্ঞ আল্লামা, যিনি স্বীয় চোখের জ্যোতির মাধ্যমে যাবতীয় অসুবিধা ও জটিল-কঠিন সমস্যাদির সমাধান করেন ও বিদূরিত করে থাকেন। তাঁর নাম আহমদ রেযা খান। 'যেমন নাম তেমন কাজ!' তাঁর কথারূপী মুক্তা তার অর্থরূপী মণির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। কাজেই, তিনি হলেন সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর ভাণ্ডার, যা নির্বাচিত হয়েছে সুরক্ষিত ভাণ্ডারসমূহ থেকে। তিনি মা'রিফাতের এমন সূর্য, যা ঠিক দুপুরে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। তিনি জ্ঞানসমূহের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ের সমস্যাদির অতি সহজ সমাধানদাতা। যে কেউ তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়েছে তার পক্ষে এ মন্তব্যই শোভনীয় 'তিনি অগ্রবর্তী, অনুবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন অনেককিছু।' কবি বলেন-

وَإِنِّيْ وَإِنْ كُنْتُ الْأَخِيْرَ زَمَانُهُ ؛ لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ
وَلَيْسَ عَلَى اللهِ بِمُسْتَنْكَرٍ ؛ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِيْ وَاحِدٍ

অর্থাৎ (১) "যমানার যদিও আমি শেষে আগমন করেছি,তথাপি অবশ্যই আমি এমন বস্তু আনয়ন করি, যা পূর্ববর্তীদের পক্ষে সম্ভবপর ছিলোনা।

(২) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তিনি এক ব্যক্তির মধ্যে গোটা জগতের সমাবেশ ঘটান।"

বিশেষতঃ ঐ সমস্ত দলীল- প্রমাণ ও সত্য কথার সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে, যেগুলো তিনি এ আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ নামক মর্যাদাবান, গ্রহণযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন, কাফির ও বিধর্মীদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। কেননা, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাসী, যেগুলোর অবস্থা অত্র পুস্তিকায় পরিষ্কারভাবে লিখা হয়েছে, নিঃসন্দেহে সে স্বয়ং কাফির ও স্বয়ং পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্টকারী আর দ্বীন হতে এমনিভাবে বহির্গত হয়েছে, যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বহির্গত হয়ে যায়। এ হুকুম সকল আলিম কর্তৃক অনুমোদিত, যাঁরা দ্বীন ইসলাম ও মাযহাবে আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের সমর্থক (অনুসারী) এবং বিদ'আতী, পথভ্রষ্ট ও নির্বোধগণকে পরিত্যাগকারী।

অতএব, আল্লাহ্ পাক লিখককে হিদায়ত ও দ্বীনের ইমামগণের অনুসারী সকল মুসলমানের তরফ থেকে বিপুল পুরস্কার দান করুন! তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর রচনা ও গ্রন্থাবলী দ্বারা পূর্বাপর সবাইকে উপকৃত করুন! তিনি দুনিয়াতে যতদিন আপন জীবদ্দশায় থাকেন ততদিন যেন অব্যাহতভাবে সত্যের পতাকাকে সুমন্নত রেখে হক পন্থীদেরকে সাহায্য করতে থাকেন। যতদিন পর্যন্ত ভোর ও সন্ধ্যার পরিক্রমা অব্যাহত থাকে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আদর্শ জীবন দ্বারা তামাম জাহানকে উপকৃত করেন এবং হরহামেশা আল্লাহ্‌র মদদ ও মেহেরবাণীর দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ থাকুক! ক্বোরআনে আযীমের বদৌলতে তাঁকে প্রত্যেক দুশ্‌মন, হিংসুক ও অহিতকামীর ষড়যন্ত্র থেকে হিফাযত করুন! ঐ মহান যাতের সাদ্‌কায়, যিনি সমস্ত নবী ও রসূলের আগমণের ধারা সমাপ্তকারী, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি এবং তাঁর সমস্ত বংশধর ও সাহাবীদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করুন! (আমীন!)

এ অভিমত লিখলো আল্লাহ্‌রই মুখাপেক্ষী, পাপতাপে গ্রেফতার
আহমদ আবুল খায়র ইবনে আবদুল্লাহ্ মীরদাদ
মসজিদে হারামে ইলমের খাদেম, খতীব ও ইমাম।

****

তিন

সুক্ষ্ম বিশ্লেষক ওলামা কেরামের অগ্রণী, সুক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃবর্গের সাহসী কর্ণধার, প্রখ্যাত ও সুদক্ষ ব্যক্তিত্ব, প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী, জ্ঞান-বুদ্ধি বর্ধণকারী মেঘ, আলো বিকিরণকারী চাঁদ, সুন্নাতে রসূলের সাহায্যকারী, ফিৎনা-ফ্যসাদের শির বিচূর্ণকারী, হানাফী মাযহাবের প্রাক্তন মুফ্‌তী, যুগযুগ ধরে জ্ঞান-চাহিদা পূরণকারী, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আমাদের সরদার

আল্লামা শায়খ সালেহ কামাল

(মহামহিম আল্লাহ্ সম্মান ও সৌন্দর্যের মুকুট তাঁর মাথার উপর রাখুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়!

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি জ্ঞানাকাশকে ওলামা-ই-আরেফীনের প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছেন। তাঁদের বরকতের প্রাচুর্য দ্বারা আমাদের হিদায়ত ও সুস্পষ্ট সত্যের রাস্তাগুলো উজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন; তাঁর দয়া ও নি'মাতরাজির প্রেক্ষিতে তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁর বিশেষ ও সাধারণ অনুগ্রহরাশির জন্য।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি একমাত্র, একক। তাঁর কোন শরীক নেই। এমন সাক্ষ্য যে, তা তার বক্তাকে নূরের মিম্বরসমূহের উপর উন্নীত করে এবং বক্রতাসম্পন্ন ও পাপাচারীদের দ্বিধা-সন্দেহকে তার নিকটে ঘেঁষতে দেয়না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সরদার এবং আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসূল। যিনি আমাদের জন্য দলীল-প্রমাণ পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর প্রশস্ত পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। হে খোদা! তুমি ক্বিয়ামত অবধি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করো তাঁর ও তাঁর পূত-পবিত্র বংশধর এবং তাঁর কৃতকার্য ও সফলকাম সাহাবীগণের প্রতি, আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সৎকর্মপরায়ণ অনুসারীদের প্রতিও।

বিশেষকরে, সেই আলেমে আল্লামার প্রতি, যিনি ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের সাগর; আস্থাভাজন আলেমদের নয়নের শান্তি, তত্ত্ববিদ ও যুগের আশির্বাদ; যাঁর বরকতময় নাম হযরত

মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিফাযত করুন! শান্তি ও নিরাপদে রাখুন! এবং সর্বপ্রকার মন্দ ও অবাঞ্ছিত অবস্থাদি থেকে তাঁকে রক্ষা করুন!

হামদ ও সালাতের পর। হে অগ্রনায়ক ইমাম! সদা-সর্বদা আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। নিশ্চয় আপনি জবাব দিয়েছেন এবং খুব সঠিক জবাবই দিয়েছেন। লেখনীতে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছেন। আপনি মুসলমানদের গলায় এহসানের মালা পরিধান করিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উৎকৃষ্ট সাওয়াবের আসবাবপত্র প্রস্তুত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মুসলিম জাতির জন্য মজবুত কিল্লা ও অজেয় দূর্গ রূপে কায়েম রাখুন! আর স্বীয় মহিমান্বিত দরবার থেকে আপনাকে মহা পুরস্কার ও উচ্চ মক্বাম দান করুন!

এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ঐ সব পথভ্রষ্ট নেতা, যাদের নাম আপনি উল্লেখ করেছেন, অনুরূপই, যেমনি আপনি বলেছেন। এদের সম্বন্ধে আপনি যা কিছু অভিমত প্রকাশ করেছেন তা সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। তাদের যেই অবস্থাদি আপনি বর্ণনা করেছেন, তার ভিত্তিতে তারা কাফির এবং দ্বীন থেকে খারিজ। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য- লোকজনকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া, জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার এবং তাদের অশুদ্ধ পথ ও নিকৃষ্ট মন্তব্য ও উক্তিসমূহের প্রতি নিন্দাবাদ দেয়া। প্রত্যেক বৈঠক আসরে-সভা সমিতিতে তাদেরকে অবজ্ঞা করা অপরিহার্য এবং তাদের মুখোশ উন্মোচন করা সঠিক পদক্ষেপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাঁরই প্রতি দয়া করুন, যিনি বলেছেন

مِنَ الَّذِيْنِ كَشْفُ السِّتْرِ عَنْ كُلِّ كَاذِبٍ وَعَنْ كُلِّ بِدْعِيٍّ اَتَى بِالْعَجَائِبِ

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُوْنَ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ دِيْنِ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

অর্থাৎ (১) "প্রতিটি মিথ্যাবাদীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা এবং দ্বীনের মধ্যে ভিত্তিহীন কথাবার্তার প্রবর্তক বদ-দ্বীনের স্বরূপ উন্মোচন করা দ্বীনী কাজেরই শামিল।

(২) যদি সত্যপন্থী ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব না থাকতো, তাহলে সত্য দ্বীনের খানকাহ্‌গুলো চতুর্দিক থেকে বরবাদ হয়ে যেতো।"

উক্ত বদ-আক্বীদা পোষণকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত, তারাই পথভ্রষ্ট, তারাই যালিম, তারাই সত্য প্রত্যাখানকারী কাফির। হে খোদা! তাদের প্রতি তোমার কঠিন আযাব নাযিল করো। তাদের ও তাদের কথা সমর্থনকারীদের দশা এমনই করে দাও যে, তাদের কিছু সংখ্যক

লোক পলায়নপর হোক! আর কিছু সংখ্যক লোক পরিত্যক্ত ও বিতাড়িত হোক। "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা করে দিওনা এবং তোমার পক্ষ হতে রহমত দাও। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।" আর আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদ ও আস্‌হাবের প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

মুহার্‌রামুল হারামের শেষপক্ষ, ১৩২৪ হিজরী।

এ অভিমত মৌখিকভাবে বললো এবং লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিলো মসজিদে হারাম শরীফের ইল্‌ম ও ওলামার খাদেম

মুহাম্মদ সালেহ্ ইবনে আল্লামা মরহুম হযরত সিদ্দীক্ব কামাল হানাফী।
প্রাক্তন মুফ্‌তী, মক্কা মু'আয্‌যমাহ্
(দয়াময় আল্লাহ্ তাঁকে, তার পিতা-মাতা,
ওস্তাদ মণ্ডলী ও বন্ধুবান্ধব সবাইকে ক্ষমা করুন!
এবং তাঁর শত্রু, হিংসুক ও অহিতকামীদেরকে অপদস্থ করুন! আমীন!)

****

চার

সূক্ষ্ম বিশ্লেষক, অসাধারণ জ্ঞানী, তীক্ষ্ম বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, বুঝ শক্তির আলো বিকিরণকারী, জ্ঞান-সূর্যের উদয়স্থল, উচ্চমর্যাদার অধিকারী

মাওলানা শায়খ আলী ইবনে সিদ্দীক্ব কামাল

(আল্লাহ্ তাঁকে সর্বদা সম্মান ও শোভামণ্ডিত রাখুন।)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়!

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি এ সঠিক ধর্মকে ঐ বা-আমল আলেমগণ দ্বারা ইজ্জত-সম্মানে ভূষিত করেছেন, যেই আলেমগণ উপকারী ইলম দ্বারা সম্মানপ্রাপ্ত হয়েছেন। হে আল্লাহ্! তুমি তাঁদেরকে এমনই নক্ষত্ররাজি বানিয়েছো, যেগুলো থেকে ভয়ানক ও ঘোর অন্ধকারময় যুগে জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁদেরকে করেছো এমন উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা দ্বারা উদ্ধত, বক্র ও বদমাযহাবী দলকে এমনভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধারখার করে দেয়া হয় যে, তারা তখন কালো ভস্ম ছাই হয়ে পড়ে থাকে।

আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একমাত্র, একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, এমন সাক্ষ্য যাকে আমি সেই বেদনাদায়ক দিনের জন্য ভাণ্ডার করে রাখছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসূল। আর মহা'সম্মানিত নবীগণের আগমনের ধারা সমাপ্তকারী। মহান আল্লাহ্ তাঁর এবং তাঁর আওলাদ ও আস্‌হাব-ই-কেরামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করুন!

হামদ ও সালাত নিবেদনের পর। আমি স্বীয় মহিমাময় পরওয়ারদিগারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এজন্য যে, এই সমুচ্চ তারকা দীপ্তিমান হয়েছে এবং এ পূর্ণ উপকারী মহৌষধ সেই বিভীষিকাময় ও দুঃখপূর্ণ যুগে পয়দা হয়েছে, যে যুগে বাতিল ফির্কা ও বদমাযহাবীদেরকে নেহাত জোরদার প্রবহমান পানি-স্রোতের ন্যায় অবলোকন করছি, বদ মাযহাবধারী লোকেরা প্রত্যেক উন্মুক্ত উচ্চ জায়গা থেকে ঢালু যমীনের দিকে অবিরত ছুটে আসছে।

হে খোদা! ওদেরকে বের করে শহর-নগরীকে মুক্ত করো এবং তাদেরকে সকল সৃষ্টির মধ্যে নাক-কান কাটা বিকৃত চেহারা সম্পন্ন করে দাও! তুমি যেভাবে 'আদ ও সামূদ সম্প্রদায়কে বিনাশ করেছো তেমনি এদেরকেও বিনাশ ও ধ্বংস করে দাও! আর তাদের বাড়ীঘরকেও ধ্বংসাবশেষে পরিণত করো!

এতে কোনরূপ সন্দেহ নেই যে, এ খারেজী সম্প্রদায়, এ দোযখের কুকুরদল এবং এ শয়তানের দল কাফিরই।

আর অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাস্য হচ্ছে যাকিছু লিখে উপস্থাপন করেছেন– এ উজ্জ্বল নক্ষত্র, ওহাবী ফের্কা ও তাদের অনুসারীদের শিরশ্ছেদকারী তরবারি, সম্মানিত ওস্তাদ, প্রসিদ্ধ ইমাম, আমাদের কর্ণধার, আমাদের পেশোয়া আহমদ রেযা খান রেবলভী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে রাখুন! এবং তাঁকে ধর্মের শত্রুদের উপর (যারা দ্বীনের গণ্ডি থেকে বের হয়ে পড়েছে) জয়যুক্ত করুন- আমাদের মহান সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর ইজ্জত-সম্মানের সাদ্‌কায়! আর হুযূরের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।

আলী ইবনে সিদ্দীক্ব কামাল

****

পাঁচ

উত্তাল তরঙ্গময় জ্ঞানসমুদ্র, গৌরবময় জ্ঞানী, পূর্ববর্তী শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরামের অবশিষ্ট, পরবর্তীদের মধ্যে উৎকৃষ্ট, আল্লাহ্‌র উপর নিষ্ঠাপূর্ণ নির্ভরকারী, পার্থিব মোহত্যাগী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, সুন্নাতের সাহায্যকারী, ফিৎনা-ফ্যাসাদকে বিমোচনকারী, 'নূর-ই-মুতলাক্ব' -এর আলোকচ্ছটা বিকিরণকারী, আমাদের মুনিব

শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হক মুহাজির ইলাহাবাদী

(তিনি নি'মাত ও ক্ষমতা সহকারে থাকুন!) আপনাদের উপর সালাম হোক এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত সমূহ বর্ষিত হোক এবং তাঁর ক্ষমা হোক!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

যাবতীয় প্রশংসা ও সৌন্দর্য সেই আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি নিজের সেই বান্দাকে পছন্দ করেন, যাঁকে এ শরীয়তের সাহায্য-সহায়তা করার তৌফিক দান করেছেন এবং ইল্‌ম ও হিকমতে আপন পয়গাম্বরদের ওয়ারিশ করেছেন। এটা কতই উন্নত ও উচ্চতর মর্যাদা!

দরূদ ও সালাম নাযিল হোক আমাদের মহান সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি, যাঁর মধ্যে তাঁর মুনিব একত্রিত করেছেন যাবতীয় গুণ। আর তাঁর আওলাদ ও আস্‌হাবের প্রতিও, যাঁদের পবিত্র আত্মাসমূহ তাঁর নির্দেশ শ্রবণকারী ও তাঁর আদেশ মান্যকারী– যে পর্যন্ত বুলবুল পাখী ফুলের কুঁড়ির উপর স্বীয় সুর মাধুর্য দ্বারা গান-কীর্তন করে কলকাকলিতে মত্ত থাকে।

হামদ ও সালাতের পর। আমি সেই গুরত্বপূর্ণ পুস্তিকা সম্পর্কে অবগত হলাম এবং তাতে উল্লেখিত মনোরম ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বক্তব্য দেখলাম। তখন ওটা এমনই পেলাম যে, সেটার মাধ্যমেই নয়নযুগল সুশীতল হয়ে যায়: তখন অন্য কিছুর প্রয়োজনই অনুভূত হয়না। এটা খুবই মনযোগ সহকারে শুনলে এর সৌন্দর্য ও ফয়য পরিস্ফুট হয়। এর রচয়িতা হচ্ছেন প্রখ্যাত আল্লামা উচ্ছ্বসিত জ্ঞান-সাগর, বড় সুবক্তা, সুখ্যাত দয়া ও অনুগ্রহশীল, সাহসী, তীক্ষ্ণমেধাসম্পন্ন, গুণী ব্যক্তিত্ব, অগ্রগণ্যতা ও অনন্য মান-মর্যাদা বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পবিত্রতা ও মহানুভবতামণ্ডিত, বড়ই সমঝদার, আমাদের মুনিব হাজী আহমদ রেযা খান। (তিনি যেখানেই থাকুন আল্লাহ্ তাঁরই হোন! এবং সর্বস্থানে তাঁর প্রতি দয়াবান থাকুন!) তিনি এ বিষদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তত্বপূর্ণ আলোচনা, অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, বিন্যাস-পদ্ধতি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছেন। সুবিচার

ও ইন্‌সাফ করেছেন এবং হিদায়ত ও পথের দিশা দিয়েছেন।

সুতরাং প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে, দ্বিধা-সন্দেহের উদয়কালে উক্ত বিষদ বিশ্লেষণের প্রতি রুজু করা ও সেটার উপর আস্থা পোষণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ প্রতিদান দিন! তাঁর প্রতি স্বীয় চূড়ান্ত পর্যায়ের রাশিরাশি নি'মাত বর্ষণ করুন! চিরদিনের জন্য আপন অনুগ্রহকে প্রচুর ও ব্যাপক করুন! তাও প্রশস্ত ও ব্যাপক সুখ-শান্তি সহকারে, যাতে শ্রান্তি ও বিরক্তি না আসে, আর না ঘটে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা – রসূলকুল শিরমণি, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের সরদার হুযূর পাক আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সাদ্‌কায়। তাঁর এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবা কেরামের প্রতি, পবিত্রতম ও উৎকৃষ্টতম দরূদ ও পবিত্রতম সালাম বর্ষিত হোক!

এটা লিখলো দুর্বল বান্দা, যে আপন পথ-প্রদর্শক মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার হেরম শরীফের আশ্রয়াধীনে অবস্থানরত-

মুহাম্মদ আবদুল হক ইবনে মাওলানা হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইলাহাবাদী
(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উভয়ের সাথে আপন ব্যাপক অনুগ্রহসুলভ ব্যবহার করুন!)
৮ই সফর আল-মুযাফ্‌ফর ১৩২৪ হিজরী, হিজরত প্রবর্তনকারীর উপর
দশলক্ষ দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

****

ছয়

কপট-মুনাফিকদের আতঙ্ক, সমমনাদের সাফল্য, সুন্নাত ও আহ্‌লে সুন্নাতের সাহায্যকারী, বিদ'আত ও বিদ'আতীদের মূর্খতার মূলোৎপাটনকারী, যুগশোভা, যুগের সৎকর্মের নমুনা, প্রখ্যাত খতীব, হেরমের কিতাবসমূহ সংরক্ষণকারী

হযরত মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল খলীল

(আল্লাহ্ তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে রাখুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি একমাত্র, একক, মহাপরাক্রমশালী, মহাশক্তিধর, বড় ক্ষমতাবান, প্রতিশোধগ্রহণকারী ও সর্বশক্তিমান, অসীম গুণ ও মহিমা সহকারে সর্বোচ্চ, উন্নত, মহান। কাফির-দাম্ভিক ও পথভ্রান্তদের বাকবিতণ্ডা থেকে পূত-পবিত্র। যাঁর না আছে কোন প্রতিপক্ষ, না আছে সমতুল্য, না আছে কোন সমকক্ষ।

অতঃপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক সেই মহান সত্তার উপর, যিনি সারা বিশ্ব হতে উত্তম-শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ্, সর্বশেষ নবী ও রসূল, যিনি স্বীয় অনুসারীদেরকে অপমান ও ধ্বংস হতে রক্ষাকারী। আর যারা হিদায়তের পরিবর্তে অন্ধত্ব (গোমরাহী) গ্রহণ করে তাদেরকে অপমানকারী।

হামদ ও সালাতের পর। আমি বলছি যে, ঐসব ফির্কা, যারা প্রশ্নে উল্লেখিত হয়েছে- গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং তার পথ ও মতের অনুসারী, যেমন- খলীল আহমদ আম্বেঠভী ও আশরাফ আলী থানভী প্রমুখের কুফরের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই; বরং যে কেউ তাদের কুফরের মধ্যে সন্দেহ করে, যে কোন প্রকারে ও যে কোন অবস্থায় তাদেরকে কাফির বলতে নিরবতা পালন করে, সেও সন্দেহাতীতভাবে কাফির। এদের মধ্যে কেউ হচ্ছে (আমাদের) দৃঢ় মজবুত দ্বীনকে পৃষ্ঠ পেছনে নিক্ষেপকারী, আবার কেউ হচ্ছে- দ্বীনের ঐসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকারকারী, যেগুলো সমস্ত মুসলমান কর্তৃক স্বীকৃত। কাজেই, ইসলামে তাদের নাম-নিশানা কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। একথা মূর্খের চেয়ে মূর্খতর ব্যক্তিও অনবগত নয় যে, ওরা এমন কিছু আনয়ন করেছে, যা শুনা মাত্রই কান নিক্ষেপ করে দেয় এবং তা অস্বীকার করে থাকে মানুষের জ্ঞান-বিবেক, স্বভাব-প্রকৃতি ও হৃদয়-অন্তঃকরণ।

তদুপরি, আমি বলছি, প্রথমে আমার ধারণা ছিলো যে, এ পথভ্রান্ত,বিভ্রান্তকারী বদকার-কাফিরও দ্বীন থেকে খারিজ ব্যক্তিদের সেই মন্দ বিশ্বাস ও গর্হিত মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে, তার আসল ভিত্তি হলো বোধ শক্তির ত্রুটি। যার কারণে তারা ওলামা কেরামের এবারতসমূহ বুঝেনি। কিন্তু আমার মনে এখন এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, নিঃসন্দেহে এরা কাফিরদেরই প্রচারক। তারা হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে বাতিল করে দিতে চায়। সুতরাং আপনি তাদের মধ্যে কাউকে পাবেন মূলতঃ দ্বীনকেই অস্বীকারকারী, কাউকে দেখবেন খতমে নবুয়তের 'মুনকের' (অস্বীকারকারী) ও নবুয়তের ভণ্ড দাবীদার হিসেবে। কেউ নিজেকে ঈসারূপে গড়ছে, আবার কেউ ইমাম মাহদী সেজে বসেছে। প্রকাশ্যতঃ এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হালকা, অথচ প্রকৃত পক্ষে, সর্বাধিক জঘন্যও মারাত্মক হচ্ছে ওহাবী ফির্কা। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অভিসম্পাত করুন! আল্লাহ্ তাদেরকে অপমানিত করুন! তাদের ঠিকানা ও বাসস্থান করুন জাহান্নামকে!

এরা নিরক্ষর চতুষ্পদ জন্তুতুল্য মূর্খ লোকদেরকে ধোকা দিচ্ছে আর বলছে যে, 'তারাই হচ্ছে সুন্নাতের অনুসারী এবং তাদের ব্যতীত পূর্বেকার সকল ইমাম ও তাদের পরবর্তী সৎ লোকগণ হচ্ছে বদ-মাযহাবী, বদ-আক্বীদা সম্পন্ন, উজ্জ্বল সুন্নাতকে বর্জনকারী ও

বিরুদ্ধাচারী।' আহা! আমি যদি জানতে পারতাম যে, সলফে সালেহীন উম্মতগণ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের তরীক্বার অনুসরণকারী না হন, তবে হুযূরের অনুসারী কারা?

আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাগান করছি- তিনি এই আলেমে বা-আমলকে নিয়োগ করেছেন, যিনি স্বয়ং বিজ্ঞ কামিল, বহুমুখী প্রশংসার অধিকারী, বড়ই গৌরবোজ্জ্বল এবং এ প্রবাদ বাক্যেরই প্রকাশস্থল- "আগেকার লোকেরা পরবর্তীদের জন্য অনেককিছু রেখে গেছেন।" তিনি হলেন যুগের অদ্বিতীয় ও যুগশ্রেষ্ঠ মাওলানা আহ্মদ রেযা খান। দয়াময় প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে রাখুন– বাতিলপন্থীদের অসার দলীলাদিকে ক্বোরআনের আয়াত ও অকাট্য হাদীসসমূহ দ্বারা খণ্ডন ও বাতিল করার জন্য। তিনি কেন এরূপ হবেন না? অথচ মক্কা মু'আয্যমার সম্মানিত আলেমগণ তিনি উক্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত বলে সাক্ষ্য প্রদান করছেন। যদি তিনি যুগের সকলের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা বিশিষ্ট না হতেন, তবে মক্কা শরীফের আলিমগণ তাঁর সম্বন্ধে এরূপ সাক্ষ্য দিতেন না। বরং আমি বলছি– যদি তাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা হয় যে, তিনি এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) তাহলে তা হবে অবশ্যই সঠিক ও সত্য।

কবির ভাষায়- وَلَيْسَ عَلَى اللهِ بِمُسْتَنْكَرٍ ؛ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ

অর্থাৎঃ "এক ব্যক্তির মধ্যে গোটা বিশ্ব-জাহানকে একত্রিত করা আল্লাহ্‌র জন্য আশ্চর্যের কিছুই নয়।"

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দ্বীন ও দ্বীনদারগণের তরফ হতে সর্বোত্তম প্রতিফল দান করুন! এবং স্বীয় এহসান ও পরম করুণায় আপন অনুগ্রহ ও রেযামন্দী প্রদান করুন!

মোটকথা হলো এ যে, ভারত-ভূমিতে সব ধরণের ফির্কার অস্তিত্ব রয়েছে। এটাতো বাহ্যিক দৃষ্টির ফল। নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে এরা হচ্ছে- কাফির সম্প্রদায়ের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং দ্বীনের শত্রু। তাদের উল্লেখিত মত ও মতবাদের উদ্দেশ্য হলো মুসলমান সমাজে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

হে আল্লাহ্! তোমার হিদায়তই প্রকৃত হিদায়ত। আর তোমার নি'মাতরাজিই আসল নি'মাত। আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও সর্বোত্তম কর্মব্যবস্থাপক। পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা ও পূণ্য কাজ করার শক্তি সামর্থ্য নেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহা মর্যাদাবান আল্লাহ্‌র তৌফিক ব্যতীত।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সত্যকে সত্য হিসেবে দেখাও এবং সেটার অনুসরণ করার তৌফিক দাও! আর বাতিলকে বাতিল করে দেখাও এবং সেটা হতে দূরে সরে থাকার

মানসিকতা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দাও।

আল্লাহ্ দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন আমাদের সরদার হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদ ও সাহাবা কেরামের প্রতি।

এটা স্বীয় মুখে বললো এবং আপন কলমে লিখলো আপন মহিমায় মহিমান্বিত পরওয়ারদিগারের ক্ষমাপ্রার্থী হেরম-ই-মক্কা মু'আয্যমার কুতুবখানার রক্ষক

সৈয়দ-ইসমাঈল ইবনে সৈয়দ খলীল

****

সাত

পরিপক্ক জ্ঞানী, উচ্চ মর্যাদাবান, দয়া ও অনুগ্রহপরায়ণ, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, আলো ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, আমাদের মুনিব হযরত আল্লামা

সৈয়দ মারযূক্বী আবুল হোসাঈন-

(আল্লাহ্ তা'আলা উভয় জাহানে তাঁর রক্ষনাবেক্ষণ করুন!)

এর

অভিমত

যাবতীয় সুন্দর প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি পৃথিবীর আকাশে এক দীপ্তীমান সূর্য চমকিত করেছেন, যা গোমরাহীর অন্ধকাররাশি নিশ্চিহ্নকারী হয়েছে, সাচ্চা রাস্তা প্রদর্শনের পরিপূর্ণ হুজ্জত (দলীল) হয়েছে। আর রাস্তাও এমনই প্রশস্ত যে, তাতে যে-ই চলুক, তার পদস্খলন ঘটেনা। আর তা আঁকাবাঁকাও নয়। এসব কিছু তাঁরই অস্তিত্বের কারণে, যাঁর রিসালতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ব্যাপক নি'মাতরাশির ফয়য। আর পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন মা'রেফাত দ্বারা খালি অন্তরগুলোকে। তিনি হলেন- আমাদের সরদার ও মাওলা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ ও বিবেক-বুদ্ধিকে হতভম্বকারী মু'জিযাদি প্রদান করেছেন। তাঁকে অবহিত করেছেন স্বীয় ইল্ম পরিমান অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করুন এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতিও; যাঁরা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রণী হয়েছেন, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের সাহায্য-সহায়তাদান, দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং দ্বীনের পথগুলোকে সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে স্বীয় প্রাণকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁরাই সফলকাম হয়েছেন সত্যিকারভাবে, সম্মানিত হয়েছেন আকৃতি ও প্রকৃতিতে। আর এমনই সুনামের সাথে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, যা

সর্বদা স্থায়ী হবে। এমন সাওয়াবের সাথে বিশেষিত হন, যা আমলনামায় মুহুর্মুহুঃ উন্নীত হতে থাকবে এবং তাঁদের অনুসারীদের প্রতি দরূদ অবতীর্ণ হোক, যাঁরা তাঁদের চালচলন আঁকড়ে ধরেছেন এবং সরল পথের পথিক হয়েছেন। বিশেষকরে হুযূর নবী করীমের ওয়ারিশ নামদার ওলামা কেরামের প্রতি, যাঁদের নূর থেকে ঘন অন্ধকারে আলোক গ্রহণ করা হয়। মহামহিম আল্লাহ্ যতদিন কালচক্রকে স্থায়ী রাখবেন, ততদিনই তাঁদের অস্তিত্ব বিদ্যমান রাখুন! আর উচ্চ মর্যাদাকাশে তাঁদের সৌভাগ্যের তারকারাজিকে প্রকাশ করুন সমস্ত গ্রামে ও শহরে। হে আল্লাহ্! এটা কবূল করুন!

হামদ ও সালাতের পর। প্রকাশ থাকে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে আমার প্রতি এবং এরই জন্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, আমি ঐ হযরত আল্লামার সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ পেলাম, যিনি এক জবরদস্ত আলেম ও বিশাল জ্ঞান-সমুদ্র, যাঁর ফযীলত ও মর্যাদা সুপ্রসিদ্ধ। দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়েএবং জ্ঞানের পৃথক পৃথক ও সমষ্টিগতভাবে তাঁর রচনাবলী ও প্রণীত কিতাবাদির সংখ্যা বিপুল ও বিরাট। বিশেষকরে, দ্বীনের গন্ডিসীমা হতে বেরিয়ে আসা বাতিলপন্থী বদ-মাযহাবীদের খণ্ডনে তাঁর লিখিত কিতাবাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য, আমি এর পূর্বেও তাঁর প্রশংসা ও মহা মর্যাদার কথা শুনেছিলাম। তাঁর কতিপয় প্রণীত পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যয়ন করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। সেই প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ থেকে সত্যের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে। কাজেই, তাঁর মুহাব্বত আমার হৃদয়পটে বদ্ধমূল এবং আমার কলব ও আকলে স্থান লাভ করেছে। কবির ভাষায় বলতে হয়-

وَالْأُذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَانًا —

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد ۔ بسا کیں دولت از گفتار خیزد

অর্থাৎ "শুধু দেখা-শুনার মাধ্যমেই মুহাব্বত সৃষ্টি হয়না, বরং অনেক সময় কথাবার্তা দ্বারাও এ সম্পদ লাভ হয়।"

সুতরাং এ সাক্ষাত ও মোলাকাতের মাধ্যমে যখন মহান আল্লাহ্ আমার প্রতি দয়াপরবশ হলেন, তখন তাঁর মধ্যে আমি ঐ কামালাত দেখতে পেলাম, যার বর্ণনা দেয়া শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে। আর দেখলাম জ্ঞান-গরিমার সেই উঁচু পর্বত, যার আলোকস্তম্ভ সমুন্নত। প্রত্যক্ষ করলাম মা'রিফাতের এমন সমুদ্র, যা থেকে মাস্আলা-মাসাইল তরঙ্গতুল্য হয়ে প্রবাহিত হয়– নদ-নদীরই মতো ধারায়। তিনি পরিতৃপ্ত ধী-শক্তির অধিকারী, এমনসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক, যা দ্বারা ফ্যাসাদ ও বিপর্যয়ের মাধ্যমগুলো রুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বীনী ইলমসমূহের বক্তব্যাদির সংরক্ষণার্থে তিনি সাবলীল ও অকাট্য বাকশক্তি সম্পন্ন। ইলমে কালাম, ফিক্বহ্ ও ফরাইযের বিষয়াদিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আল্লাহ্

তা'আলার তাওফীকক্রমে তিনি মুস্তাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরয কার্যাদি যথানিয়মে পালনের মাধ্যমে সেগুলোর সংরক্ষণকারী, আরবী ভাষা ও অংক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, যুক্তি ও তর্কশাস্ত্রের সেই বিশাল সমুদ্র, যা থেকে সেটার মণিমুক্তা অর্জন করা যায়। তা অর্জনও করা যায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। ইলমে উসূল পর্যন্ত পৌছার সহজ-সুলভ পন্থা সৃষ্টিকারী, যিনি হর-হামেশা সেগুলোর সাধনায় প্রচেষ্টারত থাকেন। এ বহুমুখী প্রতীভার অধিকারী হলেন মাওলানা, আল্লামা-ই-ফাযিল, মৌলভী বেরলভী হযরত আহমদ রেযা খান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন! উভয় জগতে তাঁকে মর্যাদা নিরাপদে রাখুন এবং তাঁর কলমকে এমন উন্মুক্ত তলোয়ারে পরিণত করুন, যা সর্বদা খাপমুক্তই। হাঁ, তা'হোক বিরুদ্ধবাদী বাতিলপন্থীদের গর্দানেই। হে আল্লাহ্ এটা কবূল করুন! এটা কবূল করুন! আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর হেফাযতকারী হোন! আমার মনে পড়লো কবির এ পংক্তি দু'টি-

كَانَتْ مُسَاءَلَةُ الرُّكْبَانِ تُخْبِرُنِي — عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ أَطْيَبَ الْخَبَرِ

ثُمَّ الْتَقَيْنَا فَلَا وَاللهِ مَا نَظَرَتْ — أُذُنَايَ أَحْسَنَ مِمَّا قَدْ رَأَى بَصَرِي

অর্থাৎঃ ১) "আহমদ ইবনে সাঈদের তরফ হতে যে কাফেলা এখানে আসতো, অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর অতি সুন্দর খবর শ্রুতিগোচর হতো।

২) হাঁ যখন সাক্ষাৎ লাভ হলো, তখন খোদার কসম! যা আমার দু'চোখ দেখলো, তার চেয়ে উত্তম প্রশংসা কানদু'টি শুনেনি।"

আমি তাঁর প্রশংসা গানে যথোচিত কামনা-বাসনার লক্ষ্য পরিমাণে পৌছতে নিজেকে অক্ষম ও অসহায় অনুভব করেছি। উক্ত বিজ্ঞজন (আল্লাহ্ তাঁর সাওয়াব দ্বিগুণ করুন।) আমার প্রতি বড় ইহসান করলেন যে, তাঁর রচিত এ প্রজ্ঞাপূর্ণ মূল্যবান কিতাবখানা দেখার সুযোগ হলো। উক্ত কিতাবে সেই নতুন পথভ্রান্ত ফির্কাসমূহের হাল- বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে, যারা স্বীয় মন্দ কুফর- বিদ'আতসমূহের দরুণ কাফির হয়ে গেছে। সুতরাং আমি বিনীতভাবে প্রার্থনার হাত উঁচু করে, শাফা'আতকারী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর ওসীলায় শাফা'আত চেয়ে, মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঈমানের হেফাযতের দোয়া-প্রার্থনা করে, কুফর, নাফরমানী ও গুনাহ্ থেকে তাঁর আশ্রয় কামনা করছি, যেন আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে উক্ত গোমরাহ দলগুলোর বাতিল আক্বাইদের সংক্রমিত ব্যাধি হতে রক্ষা করেন; জনাব প্রণেতাকেও যেন রোজ কিয়ামতে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করেন। কারণ, তিনি এমন স্থানে উন্নীত হয়েছেন, যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সমস্ত মুসলমানেরই কর্তব্য। অর্থাৎ বিজ্ঞ লেখক উক্ত মারাত্মক মিথ্যাবাদী ও অপবাদ রচনাকারী বাতিল ফির্কাগুলোর খণ্ডন করেছেন এবং তাদের অবমাননা, মিথ্যা কথা ও সব

ধরণের অনিষ্টকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। (এটাই বড় শোকরিয়ার বিষয়।)

এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, উক্ত বাতিলপন্থীরা যেই আক্বীদা ও মতবাদের উপর রয়েছে, তা অত্যন্ত ফ্যাসাদপূর্ণ ও বাতিল। তা না জ্ঞান-বিবেকের নিকট কোন মতে যুক্তিসঙ্গত, না প্রামাণ্য কিতাবাদি থেকে প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত, বরং সেগুলো নিছক কাল্পনিক ও মিথ্যা-বানোয়াট কথা। সেগুলোর সমর্থনে না কোন দলীল-প্রমাণ আছে, না আছে কোন ওযর-আপত্তির সংশয়, না আছে কোন 'তা'ভীল' বা ব্যাখ্যার অবকাশ। বরং ঐগুলো কেবলই খাহেশাতে নাফসানী (রিপুর তাড়না)-এর অনুসরণ, যা (আল্লাহ্‌রই পানাহ্!) ধ্বংসকারী বৈ কিছুই নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন-

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ —

অর্থাৎঃ "বরং যালিম লোকেরা স্বীয় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, না বুঝে, না জেনে। তার চেয়ে বড় গোমরাহ্ আর কে আছে, যে আপন নাফসানী খাহেশের অনুসারী হয়েছে?"

আল্লাহ্ পাক আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
অর্থাৎঃ "সঠিক পথে চলতে গিয়ে কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা।"

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আরো এরশাদ ফরমান- وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
অর্থাৎঃ "কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়োনা, ফলে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে।"

আরো এরশাদ করেন- اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ
অর্থাৎঃ "আচ্ছা! তুমি কি তাকে দেখেছো, যে নিজের কু-প্রবৃত্তিকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে?"

আরো এরশাদ ফরমায়েছেন- وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ —

অর্থাৎঃ "সে স্বীয় কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত ঐ কুকুরের ন্যায় যে, তুমি তার উপর হামলা করলে জিহ্বা বের করে হাঁফিয়ে পড়ে এবং পরিত্যাগ করলেও জিহ্বা বের করে দেয়।"

আরো এরশাদ করেন- وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا
অর্থাৎঃ "সে কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং তার কাজ সীমা অতিক্রম করে গেছে।"

এখন এ প্রসঙ্গে কতিপয় বিশুদ্ধ হাদীস দেখুন!

- তাবরানী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهٗ

অর্থাৎঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বদ-মাযহাবীকে তাওবা হতে বঞ্চিত রাখেন যতক্ষণ না সে স্বীয় বদ-মাযহাব পরিত্যাগ করে।"

- ইবনে মাজাহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَبَى اللّٰهُ اَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهٗ-

অর্থাৎঃ "আল্লাহ্ তা'আলা চাননা যে, কোন বদ-মাযহাবীর আমল কবূল করবেন যতক্ষণ না সে স্বীয় বদ-মাযহাব পরিত্যাগ করে।"

- ইবনে মাজাহ্ হযরত হোযায়ফাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلٰوةً وَلَا صَدَقَةً
وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا
يَخْرُجُ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ
مِنَ الْعَجِيْنِ —

অর্থাৎঃ " আল্লাহ্ তা'আলা কোন বদ-মাযহাবধারী লোকের না রোযা কবূল করেন, না নামায, না যাকাত, না হজ্জ, না ওমরাহ্, না জিহাদ, না কোন ফরয, না নফল। সে ইসলাম থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যায়, যেমন বের হয়ে থাকে চুল আটার খমীর হতে।".

- বোখারী ও মুসলিম আপন আপন 'সহীহ্'-এ হযরত আবূ বোরদাহ্ ইবনে আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা সুদীর্ঘ হাদীস রেওয়ায়ত করেছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে-

فَلَمَّا اَفَاقَ اَبُوْمُوْسٰى قَالَ اَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ

بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (الحديث)

অর্থাৎঃ "যখন হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর হুঁশ ফিরে আসলো, তখন তিনি বললেন, আমি ঐ ব্যক্তি থেকে পৃথক (নারায), যার উপর রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারায।" (আল হাদীস।)

❐ ইমাম মুসলিম আপন 'সহীহ'-এ ইয়াহিয়া ইবনে ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ وَيَزْعُمُوْنَ اَنْ لَّا قَدَرَ وَاِنَّ الْاَمْرَ اُنُفٌ فَقَالَ اِذَا لَقِيْتَ اُولٰئِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنِّيْ بَرِيْءٌ مِنْهُمْ وَاَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّيْ - اِنْتَهٰى.

অর্থাৎঃ "তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমার নিকট আরয করলাম, "হে আবূ আবদির রাহ্মান! আমাদের দিকে কিছু লোক বেরিয়ে এসেছে, যারা ক্বোরআন পাঠ করে এবং বলে থাকে যে, তাক্বদীর বলতে কিছুই নেই, প্রত্যেক কাজ শুরু হতেই সংঘটিত হয়। (এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে 'তাক্বদীর' ইত্যাদি ছিলোইনা।)" তিনি বললেন, "যখন তাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে তখন তাদেরকে বলে দেবে আমি তাদের থেকে পৃথক, আর তারাও আমার থেকে পৃথক।"

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করুন! যিনি হক ও ন্যায়ের পক্ষ থেকে দ্বন্দ্বে আত্মনিয়োগ করেছেন, হক্বকে সমর্থন ও প্রকাশ করেছেন আর বাতিলকে সজোরে ধাক্কা দিয়েছেন ও বিনাশ করেছেন।

আল্লাহ্ রহমত করুন ঐ ব্যক্তির উপর, যিনি একাজে দ্বীনের সাহায্য করেছেন ও সহায়তা দিয়েছেন, বাতিল পন্থীদেরকে অপমানিত করেছেন। আল্লাহ্ কৃপা বর্ষণ করুন ঐ ব্যক্তির উপর, যিনি কাফির সম্প্রদায় ও পথভ্রষ্টদের থেকে দূরে সরে পড়েছেন এবং সকাল-সন্ধ্যায়, মহাশক্তিমান, সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান আল্লাহ্র দিকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন ঐসব ফাঁদে আটকা পড়া থেকে, একথা বলতে বলতে যে, সমুদয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্রই প্রাপ্য,

যিনি আমাকে ঐ মুসীবত থেকে মুক্তি দিয়েছেন, যে মুসীবতে তারা গ্রেফতার হয়েছে এবং স্বীয় অনেক মাখলূকের উপর আমাকে ফযীলত দান করেছেন। (অর্থাৎ তিনি আমাকে মানুষ করেছেন, মুসলমান বানিয়েছেন ও সুন্নী বানিয়েছেন।)

নিশ্চয় ইমাম তিরমিযী হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহুর সূত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন- যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে এ দো'আ পাঠ করে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا-

অর্থাৎঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে, হে রোগী! তোমাকে যেই রোগে আক্রান্ত করেছেন, তা থেকে মুক্ত রেখেছেন। আর আমাকে তাঁর বহু সংখ্যক সৃষ্টির উপর বিশেষ ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"

সে উক্ত বিপদে আপতিত হবেনা।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন- এ হাদীস 'হাসান' পর্যায়ভুক্ত (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট)।

আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর রহমত আবতীর্ণ করুন, যিনি ঐসব লোকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে হিদায়ত প্রার্থনা করেছেন, যাতে তারা উক্ত গোমরাহী পরিত্যাগ করে এবং ঐ সমস্ত বাতিল আক্বীদা, কুফরী ও গোমরাহীপূর্ণ বিদ্'আতকে ছুঁড়ে মারে। আর সেগুলো থেকে তাওবা করে নেয়, বিমুখ হয়। তৌফিকপ্রাপ্ত হয়, সর্বাপেক্ষা বেশী সরলপথ প্রাপ্তির।

যেহেতু, মহান আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন প্রতিপালকই নেই। তাঁর প্রদত্ত কল্যাণই কল্যাণ। আমি তাঁর উপর ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই রুজু করছি। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী ও আপন নির্বাচিতের প্রতি দরূদ প্রেরণ করুন। (প্রেরণ করুন প্রিয় নবীর) আওলাদ ও আসহাব এবং তাঁর প্রত্যেক অনুসারীর প্রতি। আমিন!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

এটা স্বীয় মুখে বললো ও স্বীয় কলমে লিখলো - মসজিদ-ই-হারাম শরীফের শিক্ষার্থীদের খাদেম-

মুহাম্মদ মারযূক্বী আবূ হোসাঈন

(আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন! আমীন!)

****

আট

সুখ্যাত আভিজাত্য ও সুউচ্চ গৌরবের অধিকারী, ফাযিলে কামিল, আলিমে বা-আমল, প্রতারক ও ধোকাবাজদের শির চূর্ণকারী,

মাওলানা শায়খ ওমর ইবনে আবূ বকর বা-জোনায়দ

(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বদা সাহায্য ও শক্তিদান করুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সারা বিশ্বের মালিক (প্রতিপালক) এবং দরূদ ও সালাম হোক পয়গাম্বরকুল সরদার ও তাঁর সমস্ত বংশধর ও সাহাবীর প্রতি। আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরের সমস্ত অনুসারী এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের উত্তম অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হামদ ও সালাতের পর। আমি ঐ রেসালাহ্ (পুস্তক) সম্পর্কে অবগত হলাম, যা এমন অভিজ্ঞ আল্লামার রচনা, যাঁর দিকে চতুর্দিক (দূর দূরান্তর) থেকে উপকার লাভের বাসনায় সফর করা হয়ে থাকে। তিনি হলেন বড় বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হযরত শায়খ আহমদ রেযা। আমি দেখলাম যে, উক্ত রেসালায় তিনি যে সব কুঁজড়া পথভ্রষ্ট লোকের উল্লেখ করেন, তারা নিজেরাও ভ্রান্ত এবং অপরকেও বিভ্রান্তকারী। সর্বোপরি, দ্বীন থেকে বহির্ভূত। তারা স্বীয় ঔদ্ধত্যে অন্ধ হতে চলেছে। আমি মহান প্রভূ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করছি, যেন তিনি এমন ব্যক্তিকে তাদের উপর প্রবল জয়যুক্ত করে দেন, যিনি তাদের শৌর্যবীর্যের বুনিয়াদ উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করেন ও তাদের গোড়ামূল কেটে দেন। অতঃপর তারা প্রভাত করুক এমতাবস্থায় যে, তাদের ঘরবাড়ী ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর না হয়। নিশ্চয় নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যা চান করতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ প্রেরণ করুন আমাদের সরদার ও মুনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদ ও আসহাব সবারই উপর।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

এ অভিমতটা প্রকাশ করলো আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী

ওমর ইবনে আবূ বকর বা- জোনায়দ

****

নয়

মালেকী মাযহাবের ওলামা কেরামের পতাকাধারী, আরশ ও আসমানের জ্যোতির অবতরণস্থল, ফযাইল ও কামালাতের ধারক, হৃতভম্বকারী নম্রতা, বিনয়, খোদাভীরুতা ও পবিত্রাত্মা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, মালেকী মাযহাবের প্রাক্তন

মুফতী মাওলানা শায়খ আবেদ ইবনে হোসাঈন

(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বোন্নত সৌন্দর্যে শোভামণ্ডিত করুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

"ওহে মহা মর্যাদাবান! আপনার উপর মহামহিম আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক!"

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আলেমদের গগনে মা'রিফাতের সূর্য উদিত করেছেন। এর ফলে তারা সেগুলোর উজ্জ্বল কিরণাদি দ্বারা দ্বীনের স্বচ্ছ অবয়ব থেকে অপবাদ রচনাকারীদের অন্ধকাররাশি দূরীভূত করে দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম হোক তাঁরই প্রতি, যিনি সর্বাধিক কামিল, এমন মহান ব্যক্তিগণের অন্তর্ভূক্ত, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষিত করেছেন গায়বের ইল্‌মসমূহ প্রদানের মাধ্যমে, তাঁকে এমন নূর করেছেন, যিনি ইসলাম ধর্ম থেকে দ্বিধা-সন্দেহের অন্ধকার রাশিকে অকাট্যভাবে বিশ্বাস্য আয়াতসমূহ দ্বারা নিশ্চিহ্ন করেছেন। আর তাঁকে সমস্ত দোষ-ত্রুটি, যেমন মিথ্যা ও খিয়ানত ইত্যাদি থেকে পবিত্র করেছেন। এর বিপরীত আক্বীদা পোষণকারী হচ্ছে কাফির, সমস্ত ওলামা-ই-উম্মতের সর্বসম্মত অভিমতানুসারে লাঞ্ছনা ও অবমাননার উপযোগী। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর সম্মানিত বংশধর ও সরদার সাহাবীগণের প্রতি।

হামদ্ ও সালাতের পর। এ ফিৎনা-ফ্যাসাদময় ও বিশ্বব্যাপী অন্যায় ও খারাবীর যুগে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মজবুত ধর্মকে জীবিত করার শক্তি তাঁকেই দান করেছেন, যাঁর প্রতি তিনি কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। সেই মহান সত্তা হলেন- সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর অন্যতম ওয়ারিশ, প্রখ্যাত আলিমগণের সরদার, মর্যাদাবান বিজ্ঞগণের গৌরব, আলিমে বা-আমল, দ্বীন-ইসলামের সৌভাগ্য, অত্যন্ত প্রশংসিত চরিত্রের অধিকারী, প্রতিটি কাজেই পছন্দনীয়, ন্যায় পরায়ণ ও অনুগ্রহ পরায়ণ হযরত মাওলা আহমদ রেযা খান। সুতরাং তিনি এ ক্ষেত্রে ফরযে কিফায়া সুসম্পন্ন করেছেন এবং স্বীয় অকাট্য ও অটুট দলীলাদি উপস্থাপন করে বাতিলপন্থীদের সেই বিভ্রান্তির মূলোৎপাটন করেছেন,যা আলেমগণের নিকট সুস্পষ্ট ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাপেক্ষা উত্তম মুহূর্তে, শ্রেষ্ঠতর নিয়তিতে এবং সবচেয়ে বরকতময় সময়ে আমার প্রতি

ইহসান করেছেন যে, আলোচ্য ব্যক্তিত্বের সৌভাগ্যসূর্য হতে আমার বরকত লাভ হলো। তাঁর দয়া ও দানের ময়দানে আমি আশ্রয় পেলাম। আর তাঁর ঐ পুস্তক সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হলাম, যাকে তিনি তাঁর ঐসব রিসালার সারাংশ স্থির করেছেন, যেগুলোতে তিনি যুক্তি প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঐসব ধরণের গোমরাহীর অবস্থা উদ্‌ঘাটন করেছেন, যা ফ্যাসাদকারীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। বস্তুতঃ ঐ সব ফ্যাসাদী ব্যক্তি হচ্ছে- গোলাম আহমদ ক্বাদীয়ানী, রশীদ আহমদ, খলীল আহমদ ও আশ্রাফ আলী প্রমূখ। এরা প্রকাশ্য গোমরাহ্ ও কাফির। লেখক অত্র রিসালা (পুস্তক) দ্বারা তাদের স্পষ্ট গোমরাহী ও ভ্রান্তির মুখ কালো করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন আমার স্মরণ হলো তাঁরই পবিত্র বাণী, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী ও রসূলরূপে মনোনীত করেছেন। (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন-)

لَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلٰى أَمْرِ اللّٰهِ
لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ ـــ

অর্থাৎঃ "এ উম্মত সদা-সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের উপর কায়েম থাকবে। তাদের বিরুদ্ধাচারীগণ তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবেনা, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশ এসে যায়।"

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন এবং তাঁর আওলাদের প্রতি ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের প্রতি। আল্লাহ্ পাক উক্ত পুস্তিকার রচয়িতাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, যিনি এ ফরয (অবশ্য কর্তব্য) কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং আপন সূর্য-কিরণের মাধ্যমে দ্বীন-ইসলামের মুখাবয়ব থেকে অন্ধকার রাশি দূরীভূত করেছেন এবং নির্মূল করেছেন ঐ বাতিলপন্থীদের ভ্রান্তিসমূহকে, যারা দুর্বল মুসলমানদের আক্বীদাসমূহকে বিনষ্ট করে দেয়। দয়াময় আল্লাহ্ ইসলাম ও মুসলমানদের তরফ থেকে উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করুন, সমুজ্জ্বল আকাশে তার সৌভাগ্যের পূর্ণিমার চাঁদ আলোকিত রাখুন, তাঁকে স্বীয় পছন্দনীয় ও প্রিয়কথাসমূহ বলার তৌফিক দান করুন! তাঁর আকাঙ্খার শেষসীমা ও পরিসীমা পর্যন্ত তাকে মঙ্গল দান করুন! আমীন! হে আল্লাহ্, আমীন!

এটা স্বীয় রসনায় বললো এবং তা লেখার আদেশ করলো- হেরেমের দেশে ইসলামের খাদেম-

মুহাম্মদ আবেদ ইবনে মরহুম শায়খ হোসাঈন
মালেকী মাযহাবালম্বীদের সরদারকুলের মুফতী

****

দশ

সুদক্ষ ফাযিলে কামিল, স্বচ্ছতা, পবিত্রতা, ধীশক্তি ও তীক্ষ্মবুদ্ধিতার অধিকারী, বহু কিতাবের প্রণেতা, নম্র-স্বভাব বিশিষ্ট ও মসজিদে হারামের শিক্ষক হযরতুল আল্লামা

মুহাম্মদ আলী ইবনে হোসাঈন মালেকী

(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আসমানী নূর দ্বারা আলোকিত রাখুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরমদয়ালু, করুণাময়।

"আপনার প্রতি, হে বড় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব; আল্লাহ্‌র শান্তি, দয়া, কল্যাণসমূহ ও সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক।"

সর্বাধিক মিষ্ট কথা হলো সেই মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র প্রশংসাগান করা, যিনি সর্বপ্রকার দোষ-ক্রটি ও সমকক্ষতা থেকে পাক-পবিত্র; যিনি এমন এক মহান রসূলের মাধ্যমে রিসালতের আগমনের ধারা সমাপ্ত করেছেন, যিনি সকল নির্বাচিত রসূলের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। যিনি তাঁকে ও অন্যান্য সমস্ত রসূলকে মিথ্যা ও সকল প্রকার দোষ-ক্রটির থেকে পাক রেখেছেন। আর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আপন রসূলগণকে 'ইলমে গায়ব' প্রদানের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং যেই ব্যক্তি তাঁদের প্রতি সামান্যতম দোষ-ক্রটির ও সম্পর্ক রচনা করে সে মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী 'মুরতাদ্' (ধর্মত্যাগী)।

হে আল্লাহ্! তুমি সকল নবী ও তাঁদের বংশধর এবং সাহাবীগণের উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো এবং তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাকে বহাল রাখো। বিশেষ করে, স্বীয় নবী মোস্তফা এবং তাঁর সত্যবাদী বিশ্বস্ত আওলাদ ও আসহাবের ইজ্জত ও সম্মানকে বহাল রাখো।

হামদ ও সালাতের পর। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এ অনুগ্রহ করলেন সেই স্বচ্ছ আসমান থেকে, যা অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় যে, মা'রিফাতের সূর্যের আলো আমার সামনে প্রকাশ্যে উদ্ভাসিত হলো। আর ঐ ব্যক্তিও যাঁর প্রশংসনীয় কার্যাবলীই তাঁর মর্যাদাবিশিষ্ট নিদর্শনগুলোকে অতিমাত্রায় প্রকাশ করে। কেন এমন হবেনা? অথচ আজ তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু এবং মুসলিম জাতির জ্ঞানাকাশের নক্ষত্ররাজির উদয়স্থল, মুসলমানদের শাহ্বল, সুপথ প্রাপ্তদের সংরক্ষক, দলীল-প্রমাণাদির শানিত তরবারি দ্বারা পথভ্রষ্টকারী দে-দ্বীনদের রসনাগুলো কর্তনকারী এবং ঈমানের আলোক স্তম্ভগুলোকে সমুন্নতকারী। তিনি হলেন- হযরত মাওলানা আহ্‌মদ রেযা খান। তিনি আমাকে ছোট একটি পুস্তিকা সম্পর্কে অবগত করলেন, যার মধ্যে ঐসব পথভ্রষ্ট লোকের নাম বর্ণনা করেছেন, যারা

ভারতে নতুন সৃষ্টি হয়েছে। তারা হলো- গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী, রশীদ আহমদ, আশ্‌রাফ আলী ও খলীল আহমদ প্রমূখ। এরা পথভ্রষ্ট ও প্রকাশ্য কাফির। এদের মধ্যে কেউ স্বয়ং রব্বুল আলামীনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছে, কেউ সম্মানিত রসূলগণের প্রতি দোষারোপ করেছে। কিন্তু লেখক ঐসব বিভ্রান্তকারীদের উক্তির খণ্ডনে মসি সঞ্চালিত করলেন। তাও এক চমকপ্রদ পদ্ধতিতে লিখিত, অতি উচ্চমানের পুস্তিকায়; যাতে উপস্থাপিত দলীলসমূহ অতি উজ্জ্বল।

তিনি আমাকে অনুরোধ জানালেন যেন আমি উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের কথাগুলো গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করি ও দেখি যে, ঐ সবলোক কোন্ পর্যায়ের ভর্ৎসনার উপযোগী। আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে ঐ সব লোকের কথাগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলাম। তখন দেখতে পেলাম, বাস্তবিকপক্ষে, উচ্চ সাহসী বিজ্ঞ লেখক যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন তাদের কথাগুলোই তাদের কুফরকে নিশ্চিত করেছে। সুতরাং তারা দণ্ড বা সাজা পাবার উপযোগী; বরং তারা কাফির ও গোমরাহ্‌দের চেয়েও অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা এ উচ্চমনা সাহসী ব্যক্তিকে, যিনি স্বীয় রচনাবলী দ্বারা ঐসব ব্যক্তির কথাগুলোর খণ্ডন করেছেন এবং এ ব্যাপক অনিষ্ট ও ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগে ফরযে কিফায়ার কাজ সুসম্পন্ন করছেন। ঐ বদকার পাপীগণ, যারা সত্যের সাথে যেই ভিত্তিহীন ও অমূলক কথাবার্তা জুড়ে দিয়েছে, তা থেকে মুসলমানদেরকে বিরত রেখেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে ইসলাম ও মুসলমানদের তরফ থেকে ঐ সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন, যা তিনি স্বীয় খালেস বান্দাদেরকে দান করেছেন। তাঁকে এ উজ্জ্বল শরীয়তকে সজীব রাখার সুযোগ দিন। তাঁর কাজকর্মকে সঠিক ও যথোপযুক্ত রাখুন! তাঁকে সৌভাগ্য ও সাহায্যমণ্ডিত করুন! ঐ ভাগ্যাহত ব্যক্তিদের উপর তাঁকে সাহায্য-মদদ করুন এবং হর-হামেশা তাঁর সৌভাগ্যের পূর্ণচন্দ্র তাঁর কামালিয়াতের আকাশে চমকিত থাকুক। আমীন! হে আল্লাহ্, এ প্রার্থনা কবূল করুন! আল্লাহ্ পাকের জন্যই সমস্ত প্রশংসা, তিনি তাঁকে এমনই নি'মাতরাজি দান করেছেন।

দরূদ ও সালাম নাযিল হোক ঐ রসূলের প্রতি, যিনি সমস্ত সম্মানিত নবী ও রসূলগণের শুভাগমনের ধারা পরিসমাপ্তকারী। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর আওলাদ ও আসহাবের প্রতি -যে পর্যন্ত তাঁদের স্মরণ ও আলোচনা দ্বারা কিতাবগুলো ধন্য হতে থাকে।

এটা মুখে বললো এবং স্বীয় কলম দ্বারা লিখলো- আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী গুণাহ্‌গার বান্দা

মুহাম্মদ আলী মালেকী
শিক্ষক, মসজিদে হারাম
ইবনে শায়খ হোসাইন
সাবেক মালেকী মুফ্‌তী,
মক্কা মুকার্‌রামাহ্

অতঃপর উক্ত বিজ্ঞ আলেম (আল্লাহ্ তাঁকে নিরাপদে রাখুন!) 'আল্ -মু'তামাদুল মুস্তানাদ' -এর সম্মানিত প্রণেতার প্রশংসায় এক সমুজ্জ্বল আরবী কবিতা লিখেন। সেটার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করা হলো।

মদীনা মুনাওয়ারাহ্

১। পবিত্র মদীনা গর্ববোধে আন্দোলিত ও তরঙ্গায়িত হচ্ছে (আর আরয করছে-)! হে খোদা! তোমারই মহাশক্তি। এইতো আমার সৌন্দর্য, এইতো আমার সুরভি, এইতো আমার গুণ।

২। (মদীনা) গর্বকরতে গিয়ে বলছে- আমি হলাম সর্বোত্তম নগরী। আমার সম্মানের নিম্নে রয়েছে মক্কা শরীফের সম্মান।

৩। আল্লাহ্ পাকের যত শহর-নগরী রয়েছে তন্মধ্যে আমি হলাম তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় শহর। এটা হচ্ছে নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকত ও তাঁর পবিত্র দো'আরই বরকতে।

৪। মক্কা শরীফে যে পরিমাণ নেকী ও পূণ্যসমূহ বৃদ্ধি পায় তদপেক্ষাও বেশী পরিমাণে খোদার অনুগ্রহ আমার মধ্যে নিহিত।

৫। আমি হলাম সেই আকাশ, যা আমার তারকাপুঞ্জ দ্বারা আলোকিত। যা দ্বারা সমগ্র বিশ্বে হিদায়ত তথা সত্য পথের দীপ্তিময় ছবি উদ্ভাসিত।

৬। পূর্ণিমার চাঁদের মধ্যে সেগুলোর আলোকরশ্মি মিশ্রিত, দেদীপ্যমান সূর্যের মধ্যে সেগুলোর বর্ণ চমকিত।

৭। সেটা দ্বারা আকাশ নীল বর্ণের চাদরে মুখ ঢেকে রয়েছে, মেঘের রোদনের কারণে লজ্জাসাগর নিমজ্জিত।

৮। আমার যিয়ারতকারী খোদার ঐ প্রিয়তমকে পেয়ে মনে-প্রাণে ধন্য হয়, যেই প্রিয়তম অসংখ্য মু'জিযার অধিকারী, যাঁর উচ্চ মর্যাদার মাধ্যমে সব কিছু উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

৯। আমি পাক মদীনার এসব ভাল ভাল কথা শ্রবণ করছিলাম, অকস্মাৎ মক্কা শরীফের চেহারা সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হলো।

মক্কা মুকার্‌রামাহ্

১০। সৌন্দর্যমণ্ডিত অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে তা গর্ব করছিলো– আমি হলাম 'উম্মুল ক্বোরা' বা সমস্ত শহর-নগরীর মূল, আর সব কিছুর উপর রয়েছে আমার প্রাধান্য

ও শ্রেষ্ঠত্ব।

১১। আমি হলাম সমগ্র বিশ্বের ক্বেবলা। আমার মধ্যেই আছে 'মাশ্‌'আরসমূহ'। আর আমার মধ্যেই আছে হজ্ব, ওমরাহ্ ও ক্বোরবাণীর স্থান।

১২। আমার বুকেই বিদ্যমান রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র সম্মানিত ঘর খানা-ই-কা'বা, মহান ঝমঝম কূপ, অভিরুচির আস্বাদ। আর রয়েছে প্রতিটি ব্যথা-বেদনার হিকমতপূর্ণ প্রতিষেধক।

১৩। আমার মধ্যেই রয়েছে সা'ঈকারীদের সাফা ও মারওয়াহ্ পর্বত দু'টি। আর চুম্বন করার জন্য রয়েছে কুদ্‌রতের ডান হাতের বরকতবিশিষ্ট প্রতিবিম্ব (হাজরে আস্‌ওয়াদ)।

১৪। আরো আছে মুস্তাজার, হাতীম এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের কদম মুবারক আর মসজিদে হারাম, যাতে সাওয়াব বৃদ্ধিপায় বেশুমার।

১৫। মদীনা তৈয়্যবার আমল থেকে আমার মসজিদে হারামের আমল (-এর সাওয়াব) লক্ষগুণ বেশী। এই বর্ণনা বিশুদ্ধ পন্থায় আমার মাওলার নূরানী ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে।

১৬। বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আমি হলাম আল্লাহ্ তা'আলা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়।

১৭। এটাও এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আমি হলাম মহান আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট ভূ-খণ্ড।

১৮। সমস্ত তারকাতো আমার পবিত্র দিগন্ত হতে দীপ্তিমান হয়েছে। মদীনায় এমন কি গৌরবের বস্তু আছে, যা নিয়ে তা আমার উপর গর্ব করতে পারে?

১৯। যে কেউ আমার যিয়ারতের এরাদা করে আসে, তার উপরতো ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব, যখন সে মীক্বাতে আগমন করে তখন সে গরীব-ফকীরের বেশ ধারণ করে থাকে।

২০। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ লিখিত যে, যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে তার উপর জীবনে একবার আমার হজ্ব করা ফরয।

২১। এবং প্রতি বছর হজ্ব করা ফরযে কেফায়া। আমার দরবারে পাপ-তাপের মার্জনা হয়ে যায়।

২২। আমার মধ্যে যে ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করে তার প্রতি প্রতিদিন হর-হামেশা শুরু হতেই মাওলা তা'আলার রহমতের দৃষ্টিপাত হতে থাকে।

২৩। তাও এমন ব্যাপক যে, যে কেউ আমার ভিতরে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, তাঁর নাম বখ্‌শিশ ও রহমতের দপ্তরে লিখিত হয়।

২৪। আল্লাহ্ তা'আলার কৃপাদৃষ্টিসমূহের মধ্য হতে প্রত্যহ একশ' বিশটি (১২০) করে অবতীর্ণ হতে থাকে তারই প্রতি, যে আমার মধ্যে থেকে এবাদত-বন্দেগী করে।

২৫। তাঁরা হলেন-তাওয়াফকারীগণ, নামাযীগণ ওকা'বা শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাতকারীগণ। আমার মধ্য থেকেই তাদের এ সৌভাগ্য নসীব হয়।

২৬। আমি হলাম ওহী অবতরণের স্থান ও ঈমান প্রকাশিত হবার জায়গা। আমার মধ্যে খোদা তা'আলার সব রকম এবাদত-বন্দেগী প্রতিষ্ঠিত।

২৭। আমার সাথে মুহাব্বত স্থাপন করা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। আমি কর্মকারের ভাটির মতো গুণ ধারণ করে সমস্ত নাপাকী ও অপবিত্রতা দূরীভূত করে দিই।

২৮। আমি এসব নামে ধন্য-'পূত-পবিত্র', 'সম্মানিত', 'আরশ,' 'শান্তিদায়িনী শহর'। আমার নামগুলো ভাল ও কল্যাণজনক। আমার নাম ও সম্পর্ক সমুন্নত।

২৯। আমার মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে ক্বোরআন মজীদের অধিকতর অংশ। আমার থেকে চাঁদের দিকে ভ্রমণ হয়েছিলো, যা ছয়দিকে আলোকিত হয়েছে।

মদীনা তৈয়্যবাহ্

৩০। যখন মক্কা মু'আয্‌যামাহ্ স্বীয় প্রশংসাগানে দীর্ঘ বর্ণনা পেশ করলো, তখন মদীনা তৈয়্যবাহ্ শির উঁচু করে বললো, "আর কত নিজের দীর্ঘ প্রশংসা করবে?"

৩১। আমার মধ্যে হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর রওজা মুবারক (পবিত্র সমাধি) বিদ্যমান। এটাই আমার মর্যাদা। এটাই সর্বোত্তম ভূ-খণ্ড।

৩২। কত মৌলিক বংশ শাখা থেকেই মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন হুযূর নবী মোস্তফা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম -এর মাধ্যমেই সম্মানিত হয়েছেন তাঁর পিতৃপুরুষ নবীগণও।

৩৩। আমার মধ্যেই ইসলাম ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে। আমার মধ্যেই একত্রিত হয়েছে ক্বোরআন পাকের আয়াতসমূহ। আমার অভ্যন্তরেই সেই চিরস্থায়ী বাগান রয়েছে, আরো রয়েছে মহাসান্নিধ্যের পুষ্পোদ্যান।

৩৪। আমার মধ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়ে সে মুক্তিলাভ করে। আমার মধ্যে রয়েছে সেই মিম্বর, যা রহমতের হাউযের প্রান্তে বিছানো হবে।

৩৫। আমি বিদূরিত করে থাকি প্রত্যেক অপবিত্রতা। আমার মধ্যে রয়েছে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মেহরাব শরীফ। আমার মধ্যেই বিদ্যমান 'শুরস্' নামীয়া প্রসিদ্ধ কূপ।

৩৬। হুযূর শাহেনশাহে দু'জাহান আলায়হিস্ সালাম-এর পবিত্র মুখ মুবারকের 'লো'আব' (থুথু) শরীফ দিয়ে যাকে মধুর মতো সুমিষ্ট করে দিয়েছে, যার পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে যে, ওটা হচ্ছে- 'জান্নাতের কূপ'।

৩৭। আমার মধ্যে সেই সান্নিধ্য রয়েছে, যা হজ্বের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। আমি হলাম 'তা-বাহ্'। আমি হলাম 'তোয়া'। (অর্থাৎ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরত নিকেতন।

৩৮। মক্কা মু'আয্যামায় একটা গুনাহ্ করলে লক্ষ গুনাহ্র সমতুল্য হয়, আর আমার এখানে একটা গুনাহ করলে একটি গুনাহ্ই স্থির হয়। পাপীতাপী আমার মধ্যে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়।

৩৯। আমার মধ্যেই বিদ্যমান সিদ্দীক্ব, আমার মধ্যেই মওজুদ ফারূক্ব, আর আমার মধ্যেই রয়েছে প্রিয় নবীর আওলাদ। এ নক্ষত্রগুলো দ্বারা মাটির সৌভাগ্য চমকে ওঠেছে।

কবি বলেন

৪০। আমি মক্কা ও মদীনা- উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করে বললাম, "তোমরা উভয়ে এমন একজন সুবিচারক 'সালিস' তালাশ করো, (যিনি হবেন-)

৪১। ভাষালঙ্কারের প্রভূ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিদায়তের মাওলা এবং এমন জ্ঞানবান, যাঁর বদৌলতেই দুনিয়ার গৌরব ও সজীবতা বিদ্যমান।

৪২। সততায়, সাধুতায় এবং জনসমাগম ও দর্শস্থলে তিনি হবেন সম্মানিত, যাঁর দ্বারা জ্ঞানের প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত এবং তিনি বিচক্ষণ;

৪৩। যিনি উদ্দেশ্যাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, যিনি হলেন দ্বীনের সৌভাগ্য। তিনি প্রতীভা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা দ্বীন ও মিল্লাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

৪৪। যিনি হিদায়তের বাজু, গৌরব ও উত্তম কার্যাবলীর অধিকারী, ক্বোরআন পাকের দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী;

৪৫। যাঁর মাধ্যমে জটিল বিষয়গুলোর সমাধান হয়েছে, যাঁর বর্ণনাভঙ্গী এমন অসাধারণ ও আশ্চর্যজনক, যার মালাসমূহ মণিমুক্তায় শোভামণ্ডিত হয়েছে।

৪৬। যাঁর দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাহতকারী দলীলাদির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আলোকিত এবং সন্দেহাতীতভাবে ভাষালঙ্কার সম্মত বাগ্মিতার গোপন রহস্যাবলীর চমক্-জ্যোতি বিকশিত।

মক্কা ও মদীনা উভয়ে বললো

৪৭। আমার বর্ণনার পর উভয়ে (মক্কা ও মদীনা) বললো- "তিনি কোন্ ব্যক্তি? তাঁকে

আমরা আমাদের সালিস মেনে নেবো।" বললাম, "তিনি হলেন ঐ সম্মানিত ব্যক্তি, যিনি হলেন তাক্বওয়ার এক স্বচ্ছ-সুন্দর নমুনা।

৪৮। তিনি দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞানসমূহ জীবিতকারী। তাঁর পবিত্রতা ও নৈতিকতার গুণ অতি 'প্রশংসনীয়' (আহমদ), ঐ 'রেযা' - প্রত্যেক নব উদ্ভাসিত সমস্যার মীমাংসাকারী।

৪৯। তাঁর জন্মভূমি 'বেরিলী', তাঁর নাম 'আহমদ রেযা খান'। তিনি সদ্‌গুণাবলীর ধারক। তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হিদায়তের মহারত্ন লাভ করেছে।

৫০। উভয়ে বললো, "কতই চমৎকার খোদা-ভীরু বিচারক, যাঁকে অগ্রাধিকার প্রদানের পক্ষে বিশ্বজাহানের সর্বসম্মত মতের প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত।

৫১। পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র! সত্যপথপ্রাপ্তদের স্থলাভিষিক্তজন! তাঁর উচ্চ মর্যাদার নিদর্শনাবলী উচ্চাকাশ হতেও সমুচ্চ।

৫২। তিনি দলীলাদি উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য স্তম্ভের সুদৃঢ় পুত্র, যুক্তি প্রমাণের সুযোগ্য সন্তান। যাঁর প্রমাণগুলো বিভিন্ন ভুল ও প্রমাদকে নিরসন করেছে।

৫৩। শরীয়তের চীফ জাষ্টিজ (প্রধান বিচারক), ইমাম খাফ্‌ফাজীর গুণাবলীর চরম উৎকর্ষ। তাঁরই নিশাকর মহাকাশের চন্দ্রতুল্য।

৫৪। স্মৃতিশক্তির উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তুমি তাঁর মতো কেউ আছে বলে শুনেছো? তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী; তাঁর নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষিত ও প্রদর্শিত।

৫৫। সদা-সর্বদা তাঁর পূর্ণতা ও কামালিয়াতের জ্যোৎস্নার চাঁদ উদীয়মান থাকুক। সত্য পথের দিশারী থাকুক, যখন ফিৎনা ও বাতিলের ঘনঘটা ছাইয়ে ফেলে।

৫৬। দয়াময় প্রকৃত প্রতিপালকের দরবারে ফরিয়াদ! তিনি তাঁরই প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করুন! যাঁরই ছায়াতলে আশ্রয় পায় সমগ্র সৃষ্টি।

দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর পাক আওলাদ ও আসহাবের প্রতি, যতক্ষণ পর্যন্ত ফুল-কাননে মেঘের কান্নাবৃষ্টি দ্বারা ফুলের কুঁড়িগুলোতে মৃদুহাসির গুণমাধুরী বহাল থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-মদদ ও সুন্দর তৌফিক সহকারে কবিতা সমাপ্ত হলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরই প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন, যাঁকে তিনি স্বীয় পথের প্রদর্শক বানিয়েছেন এবং দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন হুযূরের আওলাদের প্রতি।

রচয়িতা- মুহাম্মদ আলী ইবনে হোসাঈন

****

এগার

সৎ ও যোগ্য যুবক, উন্নয়নকামী অদম্য উদ্যোগী, শোভা-সৌরভের অধিকারী হযরত

মাওলানা জামাল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোসাঈন

(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যেকোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে হেফাযত করুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি আপন রসূলকে হিদায়ত ও সত্যধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে সমস্ত নবী ও রসূলের শুভাগমনের ধারা সমাপ্তকারী ও তামাম জাহানের জন্য সরল পথের পথ প্রদর্শক বানিয়েছেন। আর তাঁর দ্বীনের আলেম সমাজকে নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশ করেছেন। যাঁরা হকের স্বচ্ছ অবয়ব থেকে দূর্ভাগাদের অন্ধকারগুলোকে দূরীভূত করে থাকেন। দরূদ ও সালাম নাযিল হোক সমগ্র জাহানের সর্দারের প্রতি এবং তাঁর সম্মানিত আওলাদ ও মর্যাদাপ্রাপ্ত সাহাবীদের প্রতি।

হামদ ও সালাত নিবেদনের পর। আমি ঐ ভুঁইফোড় নতুন পথভ্রষ্ট লোকদের উক্তিমালা সম্পর্কে অবহিত হলাম, যারা ভারত ভূমিতে সৃষ্ট হয়েছে। আমি দেখতে পেলাম যে, তাদের কথাগুলো তাদের মুর্তাদ্ (ধর্মত্যাগী) হবারই কারণ, যা তাদেরকে প্রকাশ্য অবমাননা ও লাঞ্ছনার যোগ্য করে দিয়েছে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাদেরকে অপদস্থ করুন! তারা হচ্ছে - গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী, রশীদ আহমদ, আশ্‌রাফ আলী ও খলীল আহমদ প্রমুখ। এরা প্রকাশ্য কাফির ও ভ্রান্ত। মহান আল্লাহ্ পাক এহসানপরায়ণ হযরত মাওলা আহমদ রেযা খানকে ইসলাম ও মুসলমানদের তরফ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করুন! কারণ, তিনি ফরযে কিফায়া সম্পন্ন করেছেন এবং 'আল্-মু'তামাদুল মুস্তানাদ' পুস্তিকায় সমুজ্জ্বল শরীয়তের সহায়তা কল্পে তাদের খণ্ডন করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে আপন প্রিয় ও পছন্দনীয় কথামালা ব্যক্ত করার তাওফীক্ব দান করুন! আর কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন! তাঁকে নিজের মনোবাঞ্ছাও আশানুরূপ দান করুন! আমীন! হে আল্লাহ্, কবূল করুন!

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদ ও আসহাবের প্রতিও দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন!

এটা স্বীয় মুখে বললো এবং লেখার জন্য আদেশ করলো হেরম ভূমির মুদার্রিস

মুহাম্মদ জামাল

প্রাক্তন মালেকী মুফ্‌তী শায়খ হোসাঈনের পৌত্র। ১৩২৩ হিজরী।

****

বার

বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের ধারক, বিজ্ঞানের প্রস্রবণ, পুঁথিগত ও বুদ্ধি বা যুক্তিতর্কগত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, আদর্শ চরিত্রবান, নম্র-স্বভাবী, একাগ্র ও বিনয়ী, যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা

শায়খ আস'আদ ইবনে আহমদ আদ্‌দাহ্‌হান

(মুদার্রিস, হেরম শরীফ, সর্বদা তাঁর জ্ঞান ও মর্যাদা অব্যাহত থাকুক!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

প্রশংসা করছি পাক-পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি বিশ্ব ভুবনের স্থায়িত্ব অবধি শরীয়তে মুহাম্মদিয়াকে স্থায়িত্ব দান করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ আলেমমণ্ডলীর লেখনীর নির্যাসসমূহ দ্বারা ইসলাম ধর্মের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। প্রত্যেক যুগে দ্বীন ও মিল্লাতের সাহায্যকারী ও সহায়ক নির্দ্ধারণ করেছেন। যাঁরা হচ্ছেন দৃঢ় ও স্থির সংকল্প ও সম্মানিত। তাঁরা সেটার সম্মান রক্ষা করেন, সেটার অভিযান গুলোকে শক্তিশালী করেন ও দলীলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন। আর সেটার সুপ্রশস্ত পথকে উজ্জ্বল করেন। এমনিভাবেই প্রতিটি যুগে ইসলাম ধর্মের সাহায্য-সহায়তা লাভ করতে থাকবে এবং শত্রুর প্রতি রোষানল অবিচ্ছিন্ন থাকবে এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ্‌র হুকুম এসে যাবে এবং দরূদ ও সালাম হোক তাঁরই প্রতি, যিনি দ্বীনের মধ্যে জিহাদের রাস্তা বের করেছেন। কাফির উদ্ধত, গোঁয়ার এবং অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের ভীতি প্রদর্শন ও ধমকানোর নিমিত্ত অকাট্য প্রমাণাদির তরবারি কোষমুক্ত রাখার আদেশ করেছেন।

দরূদ ও সালাম হোক তাঁর আওলাদ ও আসহাবের প্রতি, যাঁরা হলেন আল্লাহ্‌র দলের জন্য পথের দিশারী তারকাপুঞ্জ। পক্ষান্তরে, পাপিষ্ট শয়তানকে বিতাড়ন ও অপসারণকারী।

হামদ ও সালাতের পর। আমি ঐ শ্রেষ্ঠ পুস্তিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হলাম, যার লেখক হলেন- যমানার বিরল ব্যক্তিত্ব ও দিবানিশির সার-নির্যাস, ঐ আল্লামা, যাঁকে নিয়ে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের নিকট গৌরব করে থাকেন, মহা সমঝদার, যিনি স্বীয় দীপ্তিময় বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা বিভ্রান্ত বাকপটু ও মোহিনী শক্তিধারণকারীকে নির্বাক করে ছেড়েছেন, তিনি হলেন নায়ক এবং আমার সনদ হযরত আহ্‌মদ রেযা খান বেরলভী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তরবারিকে তাঁর শত্রুদের গ্রীবার উপর স্থির ও মজবুত রাখুন! তাঁর সম্মান সমকোপরি তাঁর নিদর্শনগুলোকে প্রশস্ত রাখুন।

আমি ঐ পুস্তকটি নূরানী শরীয়তের সুদৃঢ় দূর্গরূপে পেয়েছি, যাকে সমুন্নত করা হয়েছে

ঐসব দলীলের স্তম্ভের উপর, যার অগ্র-পশ্চাতে বাতিল শক্তির কোন পথ নেই। এ দলীলগুলোর সামনে বে-দ্বীনদের কোন দ্বিধা-সংশয় টিকে থাকার জন্য মাথাচাড়া দিতে পারেনা, যার ভয়ে তারা গোপনে লুক্কায়িত রয়েছে। এ বলিষ্ঠ পুস্তিকা তার নিশ্চিত অকাট্য দলীলাদির তরবারিসমূহ দ্বারা কাফিরদের বাতিল আক্বীদাসমূহের উপর চরমভাবে আঘাত হেনেছে। আর স্বীয় উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা বাতিলপন্থী শয়তানদের উপর তীর নিক্ষেপ করেছে। উন্মুক্ত তরবারিরূপী প্রমাণাদি দ্বারা তাদের ভ্রান্তির শিরকে অবনত করা হয়েছে। ফলে, প্রসিদ্ধি লাভ করেছে জ্ঞানী-গুণীদের মহলে তাদের অবমাননা ও লাঞ্ছনার গ্লানি। এমনকি এসব লোকের মুর্তাদ্ হওয়া মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো প্রকাশ পেয়েছে। তারা হচ্ছে ঐ শ্রেণীর লোক, যাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন মহামহিম আল্লাহ্। আল্লাহ্ তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করে দিয়েছেন। ওসব ব্যক্তির আক্বীদাগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা এ সঠিক সত্য দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ হয়ে গেছে। ওদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বিশ্বজাহানের অবমাননা এবং পরকালে মহাশাস্তি।

আমি স্বীয় প্রাণের শপথ করে বলছি যে, এটা বড়ই মূল্যবান পুস্তিকা, যার উপর আলেম সমাজ গৌরববোধ করে থাকেন। বস্তুতঃ এরূপই আমল করা উচিত আমলকারীদের। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে এর রচয়িতাকে সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করুন! তিনি মুসলমানদের গ্রীবাদেশে নি'মাতরাজির মালা রেখে দিয়েছেন এবং তিনি দ্বীনকে সাহায্যমণ্ডিত করেছেন- তাঁর ঐ শক্তিশালী রচনাবলীর বলে, যেগুলো বিপক্ষীয়দের যুক্তি-প্রমাণকে (!) পদদলিত করার নির্দেশকারী। লেখকের দিনগুলোর আলোকরশ্মি সদা চমকিত থাকুক! আর হর-হামেশা তাঁর দরজা থাকুক 'মুরাদ' বা মনোবাঞ্ছার কা'বা স্বরূপ, যে পর্যন্ত প্রশংসাকারী তার প্রশংসাগান করতে থাকে এবং যে পর্যন্ত কোন ঘোষণাকারী তার শোকরিয়া ঘোষণা করতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সরদার হুযূর সরওয়ারে দো-জাহান হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদ ও সাহাবীগণের উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন!

এটা বললো- স্বীয় জবানে এবং লিখলো স্বীয় কলমে ছাত্রবৃন্দের খাদেম, (আল্লাহ্র দরবারে) ক্ষমাপ্রার্থী।

আস্'আদ ইবনে আহমদ দাহ্হান

(আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং আল্লাহ্র শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক!)

****

তের

শ্রেষ্ঠ আরবী ভাষাবিদ, বিচক্ষণ জ্ঞানী, অঙ্ক ও লিখন শাস্ত্রে বিজ্ঞ, যুগের শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম পরায়ণ,

হযরতুল আল্লামা শায়খ আবদুর রহমান দাহ্হান

(তিনি সর্বদা ইহ্সান ও সৎকর্মপরায়ণ থাকুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি প্রতিটি যুগে এমন কিছু সংখ্যক লোককে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাঁদেরকে স্বীয় (দ্বীনের) খিদমতের তাওফীক দিয়েছেন এবং বে-দ্বীনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় আপন সাহায্য দ্বারা তাদের শক্তি যুগিয়েছেন।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর উপর, যাকে রসূল করে প্রেরণ করে কাফির ও উদ্ধত ব্যক্তিবর্গকে অপমানিত ও অপদস্থ করেছেন এবং (দরূদ ও সালাম নাযিল হোক!) তাঁর পবিত্র আওলাদ ও আসহাবের প্রতিও, যাঁরা অজ্ঞতার আগুন নির্বাপিত করেছেন। অনন্তর ইয়াক্বীনের আলো চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

হাম্দ ও দরূদ নিবেদনের পর। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ঐসব লোক যাদের হাল-অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, তারা কুফর ও অন্ধকার যুগের অহমিকার বশবর্তী হয়ে দ্বীন থেকে এমন ভাবে বের হয়ে কাফির বনেছে, যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বের হয়ে থাকে। আর দুনিয়ায় এরই উপযোগী হলো যে, ইসলামের বাদশাহ্ তাঁদের গর্দান উড়িয়ে দেবেন। শিরশ্ছেদ করবেন।✪

✪ এখানে একথা স্বতর্ব্য যে, পৃথিবীতে কাউকে হত্যা করার আদেশদান ন্যায়পরায়ণ শাসকবর্গের হাতেই ন্যাস্ত; জনসাধারণ ও প্রজাদের এ ব্যাপারে অধিকার নেই। যেমন পরকালে শাস্তি প্রদান করা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের কুদরতের হাতেই রয়েছে। বাদশাহ বা শাসকগণ ব্যতীত যারা আছে, তাদের উপর ফরয হলো শুধু মুখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা, স্বীয় বয়ান দ্বারা শাষানো, মুসলমানদেরকে শয়তানদের সাথে মেলামেশা থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা এবং দেশ ও রাজ্যের অবস্থাদি শাষকবর্গের নিকট পৌছিয়ে দেয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেননা। প্রকৃতপক্ষে, মহান ফিক্বহ্ শাস্ত্রবিদগণ ফিক্বহ্র কিতাবাদিতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন 'মুর্তাদ্' (ধর্মত্যাগী)-কে বাদশাহ্র অনুমতি ছাড়া হত্যা করে তবে বাদশাহ্ তাকে দণ্ডিত করবেন। সুতরাং যখন ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ বিধান, তখন অ-ইসলামী বা ইসলামী শাসন প্রচলিত নয় এমন রাষ্ট্রসমূহে কেন এমন হবেনা। সুতরাং কেউ আইনকে নিজের হাতে নিয়ে যদি কোন 'মুর্তাদ্' (ধর্মত্যাগী)-কে হত্যা করে তখন অমুসলিম ও ইসলামী শাসন প্রচলিত নয় এমন রাষ্ট্রের শাসকতো এ হত্যাকারীকে নির্মাত হত্যার দণ্ডাদেশ দেবেন। এমতাবস্থায়, মুর্তাদ্কে নিজে হত্যা করা নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করার নামান্তর হবে। অথচ আল্লাহ্র আদেশ হচ্ছে- "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করোনা।" দ্বিতীয়তঃ তা হবে একজন মুসলমানকে হত্যার সুযোগ করে দেয়ারই শামিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "নিশ্চয় সমগ্র জগতের বিনাশ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন মুসলমান নিহত হবার চেয়ে কম।" এটা তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনারা খুব সচেতন থাকবেন যে, (এ পুস্তিকায়) যেখানে এধরণের বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তা বাস্তবায়নের বিষয়টাও সংশ্লিষ্ট যুগের শাসনকর্তাদের হাতেই ন্যাস্ত বলে বিবেচ্য হবে। এটাই বিজ্ঞ ওলামা কেরামের অভিমত। -লেখক

সর্বোপরি তারা আল্লাহ্‌র মহান দরবারে আসামী হিসেবে উপস্থিতি ও হিসাব দিবসে কঠোরতর শাস্তির উপযোগী হলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন! তাদেরকে অপদস্থ করুন। আর দোযখকেই তাদের বাসস্থানে পরিণত করুন। হে খোদা! যেমনিভাবে তুমি আপন এ খাস বান্দাকে অহংকারী উদ্ধত কাফিরদের মূলোৎপাটন করার তাওফীক দিয়েছো, আর এরই উপযোগী করেছো যে, হুযূর আল-আমীন সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনের দিকে আহ্বান করেছেন, সে দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে প্রতিহত করবেন; তেমনিভাবে, তাঁকে এমন সাহায্য করো, যা দ্বারা তুমি দ্বীনকে সম্মানিত করবে এবং যাদ্বারা তুমি আপন এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে - "আমার করুণারূপী দায়িত্ব হচ্ছে- মুসলমানদের সাহায্য করা।" (আল-কোরআন) বিশেষ করে, তাঁকে, যিনি আমলকারী ওলামা কেরামের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞজনদের আস্থাভাজনও, সার-নির্যাস, যুগের আল্লামা, যমানার অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, যাঁর পক্ষে মক্কা মু'আয্‌যামার আলেমগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি সরদার, অতুলনীয় ইমাম। তিনি হলেন আমার সরদার, আমার আশ্রয়স্থল - হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভী। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে তাঁর যিন্দেগী দ্বারা উপকৃত করুন! এবং তাঁর চাল-চলন আমাকে নসীব করুন! নিশ্চয় তাঁর চালচলন হচ্ছে- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই কর্মপদ্ধতি। হিংসুকদের মুখে কালিমা লেপনের নিমিত্ত 'ছয়দিক' থেকেই তাঁকে হিফাযত করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করোনা, আমাদের হিদায়ত প্রদান করার পর এবং আমাদেরকে তোমার তরফ হতে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদ ও আঁসহাবের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

এটা মুখে বললো এবং স্বীয় কলমে লিখলো আপন অন্তরে বিশ্বাস করে, আপন মহান প্রতিপালক থেকে রহমতের প্রত্যাশী –

আবদুর রহমান ইবনে মরহুম আহমদ দাহ্‌হান

****

চৌদ্দ

সরল-সঠিক সত্য দ্বীনের উপর অবিচল ব্যক্তিত্ব, মক্কা মু'আয্‌যমার সাওলাতিয়্যাহ্ মাদ্রাসার মুদার্রিস

হযরতুল আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ আফগানী

(কোরআন মজীদের ওসীলায় তিনি নিরাপদে থাকুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

হে মহান আল্লাহ্, তুমি ঐ পাক-পবিত্র সত্তা, যিনি বড়ত্ব ও মহত্বের ক্ষেত্রে একক ও অতুলনীয়; তুমি যে কোন প্রকারের দোষ-ত্রুটি, মিথ্যা ও অশালীনতামূলক কথার কালিমা হতে পবিত্র ও তুমি তা থেকে বহু উর্ধ্বে। আমি তোমারই প্রশংসাগান করছি সেই ব্যক্তি কর্তৃক প্রশংসা করার মতো, যে স্বীয় অক্ষমতার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। আর তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই ব্যক্তি কর্তৃক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মতো যে কায়মনোবাক্যে তোমারই দিকে মনোনিবেশ করেছে।

আমি দরূদ ও সালামের হাদিয়া প্রেরণ করছি আমাদের সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, যিনি তোমার সর্বশেষ পয়গাম্বর এবং তোমার আকাশ ও পৃথিবীবাসী সকল সৃষ্টির মূল। আর তাঁর আওলাদ ও সাহাবীগণের প্রতি, যাঁরা তোমার নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর তাঁদের সবার প্রতিও, যাঁরা উৎকৃষ্টভাবে অনুসরণকারী হয়েছেন- হে আল্লাহ্! তোমার সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত।

হামদ ও সালাতের পর। আমি ঐ পুস্তক সম্পর্কে অবগত হলাম যা অভিজ্ঞ আল্লামা ও জ্ঞানের সমুদ্ররূপী ব্যক্তিত্ব রচনা করেছেন। যিনি আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় রজ্জু আঁকড়ে ধরে আছেন, দ্বীন ও শরীয়তের আলোক-স্তম্ভের সংরক্ষণকারী এবং এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে অলংকারসম্মত ভাষা যেমন অপারগ, তেমনি তাঁর প্রতি জাতির উপর যেই কর্তব্য বর্তায় তা পালন করাও অসম্ভব। যাঁর অস্তিত্বের উপর যমানা গর্বিত ও পুলকিত, তিনি হলেন মাওলানা আহমদ রেযা খান।

তিনি সর্বদা সত্য পথে চলতে থাকেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাথার উপর অনুগ্রহের পতাকা বিস্তার করে যাচ্ছেন। উজ্জ্বল শরীয়তের সহায়তা কল্পে আল্লাহ্ তাঁকে সর্বদা রাখুন এবং দুশমনদের গর্দানের উপর তাঁর তরবারিকে স্থান দিন!

আমি তাঁর উক্ত পুস্তিকাটা এমনই অবস্থায় পেলাম যে, তা ফিৎনাবাজ মুর্তাদ্দদের

আক্বীদাবলীর বড় বড় স্তম্ভকেও ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। যাদের বাসনা ছিলো স্বীয় মুখে আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করা এবং আল্লাহ্ তা মেনে নেননা, তিনি আপন 'নূর'কে পরিপূর্ণ করেই ছাড়েন– হিংসুকদের মুখে কালিমা লেপনের নিমিত্ত। অবশ্য উক্ত পুস্তিকায় হিকমত ও সুস্পষ্ট ফয়সালা আমানত রাখা হয়েছে। এজন্যই জ্ঞানী-গুণীদের নিকট ওটা গৃহীত। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেছেন, অন্তরের উপর মোহরাঙ্কিত করেছেন এবং নয়নযুগলের উপর আবরণ স্থাপন করেছেন, এমন ব্যক্তি উক্ত পুস্তিকাকে অস্বীকার করলে তাতে কিছু আসে যায়না। তার কথারও কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্‌র পর এমন কে আছে, যে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? কবি বলেন -

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سُقْمٍ

অর্থাৎঃ "ব্যাথাগ্রস্থ নয়নে সূর্যের আলো অস্বস্তিকর মনে হয়। পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মুখে পানিও অরুচিকর বোধ হয়।"

আল্লাহ্‌র শপথ! সন্দেহাতীতভাবে ওরা কাফির হয়ে গেছে এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। ওদের ধ্বংস হোক! সকল আমল বরবাদ হোক! ওরা হচ্ছে এমনসব লোক, যাদেরকে খোদা লা'নত করেছেন এবং যাদের কান বধির ও চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন।

দয়াময় আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমাদের প্রার্থনা- তিনি আমাদেরকে এমনসব বদ-আক্বীদা সম্পন্ন লোকদের থেকে রক্ষা করুন! এমনি আজেবাজে প্রলাপ বক্তা থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন!

আল্লাহ্ তা'আলা এ পুস্তকের লেখককে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করুন! আমাদেরকে ও তাঁকে উত্তম ও সুন্দররূপে দীদারে ইলাহীর নি'মাত দান করুন! আমীন! হে সারা জাহানের অধিপতি!

এটা স্বীয় মুখে ব্যক্ত করলো এবং আপন কলম দ্বারা লিখলো অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে- দুর্বলতম সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের খাদেম-

মুহাম্মদ ইউসুফ আফগানী

(আল্লাহ্ তাঁর আশা-আকাঙ্খা পূরণ করুন!)

****

পনর

সম্মানিত ও ফযীলতমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, হাজী মৌলভী শাহ্ ইমদাদ উল্লাহ্ সাহেবের শীর্ষস্থানীয় খলীফা হেরম শরীফে আহমদিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক,

হযরতুল আল্লামা শায়খ আহমদ মক্কী

(তিনি সর্বদা খোদায়ী সাহায্যে নিরাপদে থাকুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

প্রশংসা ও অনুগ্রহ তাঁর জন্যই। যিনি ইসলামের স্তম্ভগুলোকে শক্তিশালী করেছেন ও সেগুলোর নিদর্শন স্থাপন করেছেন। নীচ লোকদের প্রাসাদের ভিত্‌কে নড়বড়ে করে দিয়েছেন এবং তাদের ভাগ্য নির্ণায়ক শরকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছেন। আমাদের সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে নবুয়তের দ্বার রুদ্ধকারী ও নবীগণের আগমনের ধারা সমাপ্তকারী বানিয়েছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ্ একক, অমুখাপেক্ষী ও পাক-পবিত্র যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে এবং তিনি পবিত্র ঐসব কথাবার্তা থেকে, যা বক্র ও অংশীবাদীগণ আওড়াতে থাকে। আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে তা থেকে, যা জালিমগণ বলে থাকে।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সর্দার ও মাওলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টি হতে শ্রেষ্ঠ। যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু ঘটেছে ও ঘটবে সব কিছুর জ্ঞান দ্বারা বিশেষিত করেছেন। তিনি শাফা'আতকারী ও তাঁর সুপারিশ গ্রহণীয়। তাঁরই পবিত্র হস্তে 'হাম্‌দের ঝাণ্ডা' শোভা পাচ্ছে। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর পরবর্তী সকলেই ক্বিয়ামতের দিন হুযূর পাক আলায়হিস সালামের পতাকাতলে সমবেত হবেন।

হাম্‌দ ও সালাত নিবেদনান্তে। এ দুর্বল বান্দা আপন পূত-পবিত্র মহামহিম প্রতিপালকের মেহেরবাণীর আশাবাদী আহমদ মক্কী হানাফী ক্বাদেরী চিশ্‌তী সাবেরী এমদাদী বলছে, "আমি এ পুস্তিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হলাম, যা চারটি 'বয়ান'-এ সুবিন্যস্ত করেছে। অকাট্য সুনিশ্চিত দলীলাদির সমর্থনপুষ্ট এবং অনুমোদিত এমন দলীলসমূহ দ্বারা, যেগুলো ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত পুস্তিকা ধর্মদ্রোহীদের অন্তরে নিষ্ক বর্শাস্বরূপ। আমি ওটাকে কাফির-বদকার ওহাবীদের গ্রীবাদেশে সুতীক্ষ্ণ

ধারালো তলোয়ার হিসেবে পেয়েছি। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ওটার রচয়িতাকে সর্বাপেক্ষা উত্তম পুরস্কার দান করুন! এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও তাঁর হাশর নসীব করুন সৈয়্যদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকা তলে!

এরূপ হবেনা কেন? তিনি তো হলেন উল্লসিত উদ্বেলিত জ্ঞান-সাগর। তিনি উক্ত কিতাবে এমন বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণাদির অবতারণা করেছেন, যেগুলোতে কোন ত্রুটির লেশমাত্র নেই। তাঁর বেলায় এটাই বলা যথোপযুক্ত যে, তিনি হক্ব ও দ্বীনের সাহায্য করা ও উদ্ধত বে-দ্বীনদের গর্দান কর্তিত করার উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ রয়েছেন।

শুনে রাখুন! তিনি পরহেয্‌গার, বিজ্ঞ, পবিত্র, কামিল ব্যক্তি, পূর্ববর্তীদের আস্থাভাজন ও উত্তরসূরীদের অনুসরণীয় এবং শীর্ষস্থানীয়দের গৌরব। তিনি হলেন- মাওলানা মৌলভী হযরত মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান। আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টান্তকে প্রাচুর্য দান করুন এবং তাঁর দীর্ঘজীবন দ্বারা মুসলমানদেরকে উপকৃত করুন! হে আল্লাহ্! কবুল করুন!

এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আলোচ্য দলীয় লোকগুলো সুস্পষ্ট দলীল সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাচ্ছে। কাজেই, তাদের উপর কুফরাজ্ঞা প্রয়োগ করা হবে। ইসলামের বাদশাহ্‌র (আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য করুন এবং তাঁর ন্যায় বিচারের তরবারি দ্বারা উদ্ধত, বদ-মাযহাবী ও ফ্যাসাদীগণের গর্দানসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করুন! যেমন - এ ভ্রান্ত ওহাবী ফির্কা 'আনুগত্য' হতে বের হয়ে পড়েছে। তাই ওরা নাস্তিক- বে-দ্বীন।) উপর ওয়াজিব (অবশ্যকর্তব্য) হচ্ছে- এমন অপবিত্র ব্যক্তিবর্গের নাপাকি হতে ভূ-পৃষ্ঠকে পবিত্র করা এবং তাদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপের অনিষ্ট হতে লোকজনকে মুক্তি দেয়া। আরো অবশ্য করণীয় হচ্ছে - এ সমুজ্জ্বল শরীয়তের সাহায্যার্থে মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টা করা। তাও এমনই শরীয়তের জন্য যার আলোক-আভা এমনই উজ্জ্বল যে, তার রাতকেও দিন মনে হচ্ছে। আর তার দিনও হচ্ছে রাতের মতো আলোর দিক দিয়ে। সুতরাং এমন শরীয়ত হতে কে বিপথগামী হবে? কিন্তু হবে সেই, যার সর্বনাশ হয়েছে। অধিকন্তু সুলতান-ই-ইসলামের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে- তিনি ওসব লোককে শাস্তি দেবেন, যতক্ষণ না তারা হক ও সত্যের দিকে ফিরে আসে। আর ধ্বংসের পথে পরিচালিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে ও নিজেদের মহা কুফরের অনিষ্ট থেকে নাজাত প্রাপ্ত হয়। যদি তারা তাওবা না করে, তাহলে তাদের গোড়ামূল কর্তন করার নিমিত্ত তিনি 'আল্লাহু আকবর' -এর শ্লোগানকে বুলন্দ করবেন। (দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।) কারণ, এটা হচ্ছে দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং ঐসব উত্তম বিষয়াদির অন্তর্ভূক্ত, যেগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সম্মানিত ইমামগণ ও শ্রেষ্ঠ বাদশাহ্‌গণ। এমনসব বাতিল ফির্কার ব্যাপারেই ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মন্তব্য করেছেন,

"শাসনকর্তার পক্ষে ওসব দলের কোন একজনকে কতল করা সহস্রকাফিরকে কতল করা অপেক্ষা শ্রেয়।" কেননা, দ্বীনের ক্ষেত্রে এদের দ্বারা যেই ক্ষতি সাধিত হয়, তা অত্যন্ত ভয়াবহ ও খুবই মারাত্মক। কারণ, প্রকাশ্য কাফির থেকে জনসাধারণ বেঁচে থাকে, আর তাদের মন্দ পরিণাম সম্বন্ধে জনসাধারণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং ঐ প্রকাশ্য কাফির জনগণের কাউকে গোমরাহ্ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু বাতিল ফির্কাসমূহের লোকেরা জনগণের সম্মুখে আলিম, পীর-দরবেশ ও সৎ ব্যক্তির ছদ্মাবরণে আত্মপ্রকাশ করে থাকে; অথচ এদের অন্তর খারাপ আক্বীদা ও মন্দ বিদ্'আতে ভরপুর থাকে। জন সাধারণতো তাদের বাহ্যিক হাল-অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করে। বাহ্যিকভাবে তো ওসব লোক খুব সুন্দর ও গ্রহণীয় বেশে সেজে থাকে। কিন্তু তাদের ভিতরগত অবস্থা, যা বদ-আক্বীদার ক্লেদ ও কালিমায় পরিপূর্ণ, সে সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা পুরোপুরিভাবে অবগত নয়। অনেকাংশে তারা মোটেই অবগত নয় বললেও অত্যুক্তি হবেনা। যেহেতু, যেসব চিহ্ন দ্বারা এদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, সেই উপলব্ধি সাধারণ লোকের নেই। সুতরাং তারা বদ-আক্বীদা বিশিষ্ট লোকের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও চালচলন দেখে প্রতারিত হয়ে থাকে, একারণেই তাদেরকে ভাল মনে করে বসে। কাজেই, তাদের গোপন করা বদ-মাযহাব ও কুফরীবাক্যগুলো শ্রবণ করে তারা তা গ্রহণ করে বসে এবং তা হক্ব ও সত্য জ্ঞান করে তৎপ্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। অতএব, এটা সাধারণ লোকের বিভ্রান্ত ও গোমরাহ্ হবার কারণ হয়ে যায়।

- এ মহা ক্ষতি ও ফ্যাসাদের দরুন ইমাম আরিফ বিল্লাহ্ মুহাম্মদ গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন- শাসনকর্তার পক্ষে এমন একজনকে হত্যা করা হাজার কাফিরকে হত্যা করার চেয়ে অধিক উত্তম।
- অনুরূপভাবে, 'মাওয়াহিব-ই-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর মানহানি করবে তাকে হত্যা করা যাবে।

সুতরাং সেই ব্যক্তির কি অবস্থা হবে, যে মহান আল্লাহ্ পাক ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি দোষারোপ করবে? এমন ব্যক্তিতো সর্বাগ্রেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার উপযোগী। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করছি হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে প্রতিটি বস্তুর মূল তত্ত্বাবলী বাস্তবানুযায়ী প্রত্যক্ষ করাও এবং আমাদেরকে গোমরাহ্ ও ভ্রান্ত লোকদের থেকে আশ্রয় দান কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বাঁকা করোনা এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত প্রদান করো। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা। আমাদের মাতা-

পিতা ও ওস্তাদবর্গকে রোজ ক্বিয়ামতে ক্ষমা করো, আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টি নসীব করো এবং আমাদেরকে ঐসব বন্ধুর অন্তর্ভূক্ত করো, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছো।

এটা ঐ অভিমত ও বক্তব্য, যা স্বীয় রসনায় বললো ও নিজ হস্তে লিখলো স্বীয় সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালকের ক্ষমাপ্রার্থী–

আহমদ মক্কী হানাফী ইবনে শায়খ
মুহাম্মদ যিয়াউদ্দীন ক্বাদেরী চিশ্‌তী সাবেরী এমদাদী
হেরম শরীফ ও মক্কা মু'আয্‌যমার অন্তর্গত মাদ্রাসা-ই-আহমদিয়ার শিক্ষক।
আল্লাহ্ উভয়কে ক্ষমা করুন এবং তাদের সহায়ক ও সাহায্যকারী হোন।
(আমি এ প্রার্থনা করছি) হামদ করতে করতে এবং দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে করতে।

****

ষোল

আলিমে বা-আমল, ফাযিলে কামিল

মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ খাইয়্যাত

(আল্লাহ্ তাঁকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

বিশেষ করে এক আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর প্রতি, যাঁর পর কোন নবী নেই। অর্থাৎঃ আমাদের সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

ঐ দলের লোকেরা, যাদের হাল-হাক্বীকৃত বিজ্ঞ লেখক আহমদ রেযা খান (আল্লাহ্ তাঁর প্রচেষ্টা কবূল করুন!) এ পুস্তিকায় উদ্ধৃত করেছেন, যারা এমনসব অশোভন উক্তিকারী, যাদের মধ্যে এমনসব জঘন্য ব্যাধি বিদ্যমান, যেগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ের আশ্চর্যজনকই! সেগুলো এমন কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পেতে পারেনা, যে আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের প্রতি ঈমান স্থাপন করেছে। তাদের মধ্যে যারা উক্ত দোষগুলো থাকবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও বিভ্রান্তকারী, সর্বোপরি, তারা কাফির। তাদের দ্বারা মুসলিম সাধারণের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হবার আশংকা রয়েছে। বিশেষকরে, ঐ সব দেশে, যেগুলোর শাসকগণ দ্বীন-ইসলামের সাহায্য করেন না। কারণ, তারা ঐসব স্বয়ং মুসলমান নয়।

এ সব বিপথগামী কাফিরদের থেকে এমন ভাবে দূরে সরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য, যেমন মানুষ দূরে সরে থাকে আগুনে পতিত হওয়া ও রক্ত পিপাসু হিংস্র প্রাণীদের থেকে। মুসলমানদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব ওসব লোককে অপমানিত করবে এবং ওদের ফ্যাসাদ-বিপর্যয়ের মূলোৎপাটন করবে। একাজে আপন আপন শক্তি সামর্থ্যানুযায়ী ব্রতী হওয়া প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। যেমনিভাবে ব্রত গ্রহণ করেছেন বিজ্ঞ প্রণেতা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রচেষ্টার যথাযথ মূল্যায়ন করুন! খোদা ও রসূলের নিকট উল্লেখিত পুস্তিকার প্রণেতার বড় মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাতা।

-লেখক অধম বান্দা

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ খাইয়্যাত।

****

সতের

পরম সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ্ ইবনে মুহাম্মদ বা-ফাদ্বলিল্লাহ্

(ছোট ও বড় সবার উপর তাঁর ফয়য অব্যাহত থাকুক!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

হে আল্লাহ্! হে প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণকারী! আমি তোমারই প্রশংসাগান করছি এবং তাঁরই প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেছি, যিনি আমাদের জন্য তোমার দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ ওসীলা বা মাধ্যম; যাতে প্রত্যেক ঝগড়াটে হঠকারীর নাসিকা মাটিতে ঘর্ষিত হয় (অপমানিত হয়) এবং এ ব্যাপারে যে মোকাবেলা করতে আসে ও তা প্রতিরোধ করতে চায় তাঁকে হটিয়ে দেয়া যায়। আমি তোমারই দরবারে দরখাস্ত করছি যে, শ্রেষ্ঠ আলেমবৃন্দের উপর যেন তোমার সন্তোষ বর্ষিত হয়, যাঁরা শরীয়তের খিদমতে নবীর স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

হামদ ও সালাতের পর। মহান আল্লাহ্, যাঁর মহত্ব মহিমামণ্ডিত এবং যাঁর অনুগ্রহ বিরাট ও মহান, আপন প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দাকে সমুজ্জ্বল শরীয়তের খিদমত করার তাওফিক দান করেছেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন। যখন কোন দ্বিধা-সন্দেহের রাত ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয় তখন তিনি বিদ্যাকাশ থেকে এক চতুর্দশ রাত্রির চাঁদ

চমকিত করেন। বস্তুতঃ তিনি হলেন- বিজ্ঞ, সুদক্ষ, চরমোৎকর্ষধারী আলিম, সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন ও সমুচ্চ মাহাত্ম্য বিশিষ্ট, স্বীয় উল্লেখিত পুস্তিকার রচয়িতা মহান ব্যক্তিত্ব; যিনি সেটার নাম রেখেছেন- اَلْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَنَدُ (আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ)। তিনি এতে বদ-মাযহাবধারী ভ্রান্তদের এমন রদ্দ বা খণ্ডন করেছেন, যা তাদেরই জন্য যথার্থ, যারা অন্তর্চক্ষু লাভ করেছেন এবং সত্যকে অস্বীকার করেন না। লেখকের নাম হচ্ছে- ইমাম আহমদ রেযা খান। তিনি উক্ত পুস্তিকায়, যার প্রতি আমি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলাম, স্বীয় মূল কিতাবের খোলাসা করেছেন। আর কুফর এবং বদ-মাযহাবী ও গোমরাহী বিশিষ্ট নেতাদের নামোল্লেখ করেছেন, ঐসব বিপর্যয় ও সর্বাপেক্ষা মহা বিপদের আশংকা সহকারে, যে গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তারা প্রকাশ্য ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে। আর ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের জন্য দুর্ভাগ্য ও শাস্তি অবধারিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে মহা সম্মানিত প্রণেতা সেটাকে অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রণয়ন করেছেন এবং অতি জোরালো পদ্ধতিতে অতিসুন্দর পুস্তিকাই লিখেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রচেষ্টা ও শ্রমকে কবূল করুন এবং বে-দ্বীনদের শিকড়মূল উৎপাটিত করুন! রসূলকুল শিরমনি, আমাদের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর মান-সম্মানের সাদৃশ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি এবং তাঁর আওলাদ ও আস্‌হাবের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন! কবূল করুন! হে সারা জাহানের প্রতিপালক!

এটা লিখলো স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাত ও অনুগ্রহের প্রত্যাশী- মুহাম্মদ সালেহ ইবনে মুহাম্মদ বা-ফযল।

****

আঠার

ফাযিলে কামিল, সদগুণাবলী সম্পন্ন, খোদায়ী কল্যাণসমৃদ্ধ
হযরতুল আল্লামা আবদুল করীম নাজী দাগিস্থানী
(তিনি প্রত্যেক হিংসুক ও শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকুন!)
এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

আমি তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি সারা বিশ্বের অধিপতি। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

এবং তাঁর আওলাদ ও আস্‌হাবের প্রতি।

হামদ ও সালাত নিবেদনের পর। প্রকাশ থাকে যে, ঐসব মুরতাদ্দ ব্যক্তি দ্বীন হতে তেমনিভাবে খারিজ হয়ে গেছে যেমন আটার খমীরের ভিতর থেকে চুল বের হয়ে থাকে। যেমন নবী-ই-আমীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন। এবং উক্ত পুস্তিকার লেখক সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। বরং এরা দুষ্ট কাফির। ইসলামের বাদশাহ্‌র ইচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে তাদেরকে শাস্তি দেয়া। যেহেতু তিনি তরবারি ও তীর ইত্যাদি ব্যবহারের অধিকার রাখেন। ঐসব লোককে কতল করা ওয়াজিব, বরং সহস্র কাফির অপেক্ষা এদেরকে কতল করা অধিকতর উত্তম। যেহেতু এরা অভিশপ্ত ও অপবিত্র লোকদের সারিতেই শামিল। সুতরাং এদের এবং এদের সাহায্যকারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হোক! এদের মন্দ ক্রিয়াকলাপের প্রেক্ষিতে যে ব্যক্তি এদেরকে অপমানিত করে তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক! এটা ভালরূপে বুঝে নিন।

আল্লাহ্ দরূদ প্রেরণ করুন আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদ ও আস্‌হাবের প্রতি।

মসজিদে হারাম শরীফের ইলমের খাদেম-
আবদুল করীম দাগিস্থানী।

****

উনিশ

ঈমানের ইয়েমেনী প্রস্রবণ থেকে পানি পানকারী, ফাযিলে কামিল, চূড়ান্ত সাফল্য প্রাপ্ত
হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ সা'ঈদ ইব্‌নে মুহাম্মদ ইয়ামানী
(তিনি সর্বদা নিরাপদে ও অভিনন্দিত থাকুন!)
এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

হে আল্লাহ্! আমরা তোমার এমন প্রশংসাগান করছি, যেমন তোমার বন্ধুগণ করেছেন, যাদেরকে তুমি স্বীয় ইচ্ছানুসারে আমল করার তাওফীক্ব দিয়েছো। সুতরাং তাঁরা যেই দায়িত্বভার তাঁদের স্কন্ধে বহন করেছেন, তা তারা পূর্ণভাবে সম্পন্ন করেছেন। অথচ তারা নিজেদের অক্ষমতা ও দৈন্য প্রত্যক্ষ করছিলেন। যদি তুমি তাদেরকে স্বীয় বিজয় ও সহায়তা

দ্বারা শক্তি না যোগাতে, তাহলে তাদেরকে অতিশয় অসুবিধা ভোগ করতে হতো। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি যেন তুমি ঐ সমস্ত মুক্তার মালায় আমাদেরকেও গ্রথিত করো এবং ভাগ্যে তাদের সাথে আমাদেরকেও অংশদান করো। আমরা দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি তাঁর প্রতি। যাঁকে তুমি আপন বিধানাবলীর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছো এবং জ্ঞানরাশি দান করেছো। সেই মহান নবী, যাঁকে ব্যাপকার্থক অথচ সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলী দান করা হয়েছে এবং তাঁর বরকতময় আওলাদ ও আসহাবের প্রতি, যাঁরা ক্বিয়ামতের দিন ডান দিকে স্থান লাভকারী।

হামদ ও সালাতের পর। নিঃসন্দেহে সেই মহা রাশি রাশি নি'মাত, যেগুলোর কৃতজ্ঞতা-প্রান্তরে আমরা দণ্ডায়মান হতে অপারগ। তন্মধ্যে এটাও একটি মহান নি'মাত যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত, ইমাম, উপচে পড়া জ্ঞানসমুদ্র, উচ্চমনা বিশ্ববাসীর জন্য বরকত, পূর্ববর্তী মহানুভব পুরুষদের অবশিষ্ট ও স্মৃতি এবং দুনিয়ার মোহমুক্ত কর্ণধার ও কামিল, আবিদকুলের মধ্যে অন্যতম আহমদ রেযা খানকে নিযুক্ত করেছেন এজন্যই যে, তিনি ঐসব মুরতাদ্ পথভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারীদের খণ্ডন করবেন, যারা দ্বীন হতে এমনিভাবে বের হয়ে গেছেন, যেমন বের হয়ে যায় তীর আপন লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে। কেননা, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই ঐসব লোকের মুরতাদ্ (ধর্মত্যাগী), পথভ্রষ্ট ও (দ্বীন থেকে) বহির্ভূত হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ লেখকের পাথেয়-সম্ভার করুন তাক্বওয়া ও পরহেযগারীকে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ও তাঁকে বেহেশত ও তদপেক্ষাও অধিক নি'মাত দান করুন এবং মনোবাসনানুযায়ী তাঁকে মঙ্গলাদি দান করুন! হে আল্লাহ্! কবূল করে নিন! হযরত আল-আমীন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর সাদৃক্বায়।

এটা লিখলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি, বরং প্রকৃতপক্ষে অধম, আপন মহান প্রতিপালকের রহমত ও করুণার মুখাপেক্ষী, পাপের দুর্ভাগ্যে গ্রেফতার এবং মসজিদুল হারামে দ্বীনী শিক্ষার্থীদের নগণ্য খাদেম-

সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ ইয়ামানী
(আল্লাহ্ তাঁর মাতা-পিতা, তাঁর ওস্তাদবর্গ ও
সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করুন! আমীন!)

****

বিশ

দাবী ও দলীলাদির ধারক, সবধরণের অপকর্মে বাধাদানকারী হযরতুল আল্লামা হামেদ আহমদ মুহাম্মদ জাদাভী

(প্রত্যেক পথভ্রষ্ট কুরুচিপূর্ণ লোকের অনিষ্ট থেকে তিনি নিরাপদে থাকুক!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পবিত্র আওলাদ ও আসহাবের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন!

সমুদয় প্রশংসা (হামদ্) আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি সবার উর্ধ্বে ও সুমহান; যিনি নীচু করেছেন কাফিরদের বাক্যকে। আর আল্লাহ্ পাকের বাক্যকে করেছেন সর্বোচ্চ ও সমুন্নত। মহান পাক-পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি এমনই আল্লাহ্ যে, তিনি সবরকম মিথ্যা অপবাদ, কলঙ্ক এবং যাবতীয় দোষ-ত্রুটির সম্ভাবনা হতে পাক-পবিত্র। তিনি অবশ্যই পাক-পবিত্র সমস্ত সৃষ্টজীব ও 'সম্ভাবনাময়'বস্তুনিচয়ের আলামত ও লক্ষণাদি থেকে। তিনি চরম ও পরম, উর্ধ্বে ঐ সব কথা থেকে, যেগুলো জালিম লোকেরা বকাবকি করে থাকে।

দরূদ ও সালাম হোক তাঁরই প্রতি, যিনি একচ্ছত্রভাবে সমস্ত মাখলূক থেকে শ্রেষ্ঠ। সমগ্র বিশ্ব-জাহানের চেয়ে তাঁর জ্ঞান-গরিমা অধিক, বিশাল ও প্রশস্ত। সূরত ও সীরাতের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে তিনিই সমস্ত জগত অপেক্ষা বেশী পরিপূর্ণ ও চমৎকার। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সমস্ত পূর্বাপর জ্ঞান দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাধ্যমে নবূয়তের ধারা সমাপ্ত করেছেন। তিনি খাতামুন্নবীয়্যীন- যেমন এটা দ্বীনের ঐসব আবশ্যিক বিষয়াবলী দ্বারা জানা গেছে, যা সমুচ্চ প্রমাণ ও সমুন্নত দলীলাদির আলোকেই প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের সর্দার ও মাওলা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ্। তিনি আহমদ, যাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে হযরত ঈসা মসীহ্ ইবনে মারয়াম আলায়হিমাস্ সালাম-এর বরকতময় যবানে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি, তামাম আম্বিয়া ও মুরসালীন এবং তাঁর আওলাদ ও আসহাব, তাদের অনুসারীগণ এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়া জমা'আত, যাঁরা উত্তমরূপে তাঁদের অনুসরণ করে– সকলের প্রতি দরূদ (রহমত) প্রেরণ করুন! তাঁরাই আল্লাহ্‌র দল। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দল কৃতকার্য

ও সাফল্যমণ্ডিত। আল্লাহ্ তা'আলা চিরন্তন সাহায্য সহকারে তাঁদের কর্মপদ্ধতি, জ্ঞানাস্ত্র এবং রসনা ও কলমগুলোকে ঐ সমস্ত লোকের বক্ষে বিদ্ধবর্শা স্বরূপ করুন, যারা দ্বীন-ইসলাম থেকে এমনিভাবে বহির্গত হয়েছে, যেমন বহির্গত হয়ে যায় তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে। ওরা কোরআন পাঠ করে, কিন্তু তা তাদের গলদেশের নিম্নে অবতরণ করেনা। তারা শয়তানেরই দল। জেনে রেখো-শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।

হামদ ও সালাতের পর। আমি এ সংক্ষিপ্ত 'রেসালাহ্' اَلْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَنَدُ (আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ) কিতাব নমুনাস্বরূপ অধ্যয়ন করলাম। আমি সেটাকে খাঁটি স্বর্ণের টুক্‌রো রূপেই পেলাম। আর সেটাকে পেলাম মণিমুক্তা, ইয়াকূত ও পান্নার মালাসমূহের মধ্য থেকে এমন একটি সমুজ্জ্বল মুক্তারূপে, যাকে গ্রথিত করেছেন এক দক্ষহস্ত ব্যক্তিই, যিনি নির্ভুল ও সঠিকভাবে এ কঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন। তিনি হলেন- নির্ভরযোগ্য অগ্রনায়ক, আলেমে বা-আমল, বিদ্যাসাগর, (জ্ঞানের) সুমিষ্ট বিশাল সমুদ্র। উচ্ছ্বাসিত দরিয়া, জনপ্রিয় গ্রহণীয়, পছন্দনীয় এবং কথায় ও কাজে প্রশংসনীয় হযরত মাওলানা শায়খ আহমদ রেযা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হায়াত দ্বারা আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে উপকৃত করুন এবং তাঁর (লিখিত গ্রন্থরাজি) ও জ্ঞান দ্বারা উভয় জগতে তাঁকে, আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে লাভবান করুন!

তাঁর পেশকৃত নমুনা-পুস্তকটি প্রমাণ করেছে যে, সেটার উৎসমূল হচ্ছে হক্ব ও সত্যের পূর্ণাঙ্গ দলীল এবং হিদায়তের জ্বলন্ত-চমকিত সূর্য। যার কিরণ-রশ্মির উপর দৃষ্টিশক্তি স্থির থাকেনা, বাতিল কথামালাকে নিশ্চিহ্নকারী, কুজঁড়া ও বক্রদের সন্দেহ ও মন্দ-অনুমানের তিমিররাশিকে ধ্বংস ও দূরীভূতকারী। এমনকি, আল্লাহ্‌রই শপথ! তাঁর বাক্যসমূহের উজ্জ্বল আভায় বাতিলপন্থীদের দুরভিসন্ধি একেবারে নীস্ত-নাবুদ হয়ে গেছে।

কেন এমন হবেনা? অথচ তাঁর বক্তব্যগুলো এক্ষেত্রে সুগন্ধি ও আতরস্বরূপ এবং বাতিলের জবাবে সত্যপথের দিশারী। কেননা, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, উক্ত রেসালার বর্ণনানুসারে; যে ব্যক্তি এহেন অপবিত্র, ঘৃণ্য, নাপাকীসমূহে মিশ্রিত ও মথিত হয়, অর্থাৎ যে এমনসব নতুন কুফরী আক্বীদাবলীর নাপাকীতে ভরপুর হয়, সে এরই উপযুক্ত হবে যে, তাকে কাফিরই বলা যাবে এবং তার থেকে প্রত্যেকে, এমনকি, প্রকাশ্য কাফিরকেও রক্ষা করতে হবে। আর তার প্রতি জনমনে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। যেহেতু সে অতি জঘন্য কবীরা গুনাহে গ্রেফতার। এমন লোক কিছুতেই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য হতে পারেনা বরং সেতো সর্ব নিকৃষ্ট, অপমানিত ও অপদস্থ ব্যক্তি। সুতরাং প্রত্যেক বিবেকবান ও জ্ঞানী ব্যক্তির এটা অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাকে বুঝানো ও তাকে সম্মান না করা।

এরূপ হবেও না কেন? অথচ যাকে আল্লাহ্ অপমানিত করেন, তাকে সম্মান দেবে কে? হ্যাঁ, অবশ্য (এর ফলে) যদি সে সঠিক পথে এসে যায়, তবে তো উত্তম। অন্যথায় তার সাথে মুনাযারাহ্ ও তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত অপরিহার্য। অতঃপর সে তাওবা করলে ভালো কথা। নতুবা ইসলামের শাসকের উপর ফরয--ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া, যদি তারা সংখ্যায় কম হয়। ওরা সংখ্যায় বেশী হলে বাদশাহ্ একদল সৈন্য পাঠিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করিয়ে তাদেরকে তাদের ঠিকানা জাহান্নামে পৌছিয়ে দেবেন। ✪

সতর্ক হোন! কলমও একটা রসনা। আর রসনাও একটি বর্শা এবং বদ-মাযহাব কাফিরদের শিরশ্ছেদ করাও একটি তরবারি। নিঃসন্দেহে এটাও সঠিক যে, অকাট্য দলীল প্রমাণাদির সাহায্যে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করাও এক প্রকার জিহাদ। মহান আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অর্থাৎঃ "যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে অবশ্যই আমি পথ দিই এবং নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা নেক্‌কারদের সঙ্গে আছেন।"

" তোমার রব্ পাক-পবিত্র, ইজ্জত-সম্মানের রব, ঐসব লোকের (কাফিরগণ) কথাবার্তা থেকে, যেগুলো তারা বলে থাকে এবং শান্তি বর্ষিত হোক সমস্ত রসূলের উপর; আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।

হামেদ আহ্‌মদ মুহাম্মদ।

****

✪ পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এধরণের বিধানানুযায়ী দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করবেন ইসলামের বাদশাহ্ বা শাসকগণই। বিধানানুসারে, তারা সংখ্যায় কম হলে তাঁরা তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। আর বেশী সংখ্যক লোক হলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মুসলমান সৈন্য পাঠাবেন। এদিকে ওলামা কেরাম ও জনসাধারণের কর্তব্য হচ্ছে- লেখা ও ভাষণের মাধ্যমে তাদের রদ্-খণ্ডন করা এবং তাদের প্রসঙ্গে ইসলামের বিধান নির্ণয় করা। (লেখক)

পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাহ্‌র সুপ্রসিদ্ধ ওলামা ও মাশাইখ কেরামের

অভিমতসমূহ

মদীনা মুনাওয়ারার সুপ্রসিদ্ধ ওলামা ও মাশাইখ কেরামের অভিমতসমূহ

একুশ

মুফ্‌তীকুলের মুকুট, পরিপক্ক জ্ঞানীদের প্রদীপ, মদীনা মুনাওয়ারার হানাফী নেতৃবৃন্দের মুফ্‌তী, বিরত্ব ও বিজয় সহকারে সুন্নাতের সাহায্যকারী,

মাওলানা মুফ্‌তী তাজুদ্দীন ইলিয়াস

(তিনি সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট ও মানুষের নিকট সম্মানিত থাকুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বাঁকা করোনা; এবং আমাদেরকে নিজ তরফ হতে রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের অনুসারী হয়েছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে সত্যের স্বাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও। তুমি পাক পবিত্র, তোমার মান-মর্যাদা বিরাট। তোমার রাজত্ব প্রবল এবং তোমার দলীল-প্রমাণ সমুচ্চ। অনাদিকাল থেকেই তোমার ইহ্‌সান রয়েছে আমাদের প্রতি। তোমার সত্তা ও গুণাবলী পূত-পবিত্র। তোমার আয়াত ও দলীলসমূহ বিরোধিতা হতে পাক ও মুক্ত। আমরা তোমার প্রশংসা করছি এর উপর যে, তুমি আমাদেরকে সাচ্চা দ্বীনের প্রতি পথ দেখিয়েছো। আমাদেরকে সত্য কালাম দ্বারা বাকশক্তি সম্পন্ন করেছো। তুমি আমাদের নিকট প্রেরণ করেছো তাঁকে যিনি তামাম নবীগণের সর্দার এবং তোমার পছন্দকৃত রসূলগণের ধারা পরিসমাপ্তকারী আমাদের সর্দার মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ্‌। তিনি এমন নিদর্শনবিশিষ্ট, যা মানব জ্ঞানকে হতবাক করে দেয় এবং তিনি উচ্চ মর্যাদা ও প্রবল প্রমাণাদি এবং অক্ষয় সমুজ্জ্বল মু'জিযাবলীর অধিকারী। অতএব, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি, তাঁকে অনুসরণ করেছি, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্য করেছি। তোমার জন্যই প্রশংসা- যেমনি অপরিহার্য। সুন্দর প্রশংসা এর উপর যে, তুমি আমাদেরকে সরল সত্য পথ দেখিয়েছ। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন তাঁরই উপর, যিনি আমাদেরকে তোমার দিকে পথ প্রদর্শনকারী, এমন দরূদ যা তোমার পক্ষ হতে তাঁর প্রতি প্রেরণের উপযোগী এবং এমনই সালাম ও বরকত নাযিল করুন তাঁর প্রতি এবং তাঁর আওলাদ ও তাঁর সংশ্লিষ্টবর্গের প্রতি। আর প্রতিযুগে তাঁর শরীয়ত বর্ণনাকারীগণ এবং প্রতিটি শহরে তাঁর দ্বীনের সহায়কগণকে

এমন সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রদান কর, যা সৎকর্মশীল বান্দাগণ লাভ করেন। আর দান কর তাদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় সাওয়াব ও প্রতিদান, যা পরহেযগার বান্দাগণকে দান করা হয়।

হামদ ও সালাত নিবেদনের পর। আমি অবগত হলাম সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে, যা বিজ্ঞ আলেম সুপ্রসিদ্ধ আল্লামা হযরত আহমদ রেযা খান প্রণয়ন করেছেন, যিনি হিন্দুস্তানী আলেম মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত। মহামহিম আল্লাহ্ তাঁকে প্রচুর সাওয়াব দান করুন ও তাঁর পরিণামকে কল্যাণপ্রসূ করুন। তিনি সে সকল দলের বিরুদ্ধে লিখেছেন, যারা দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে এবং সেই ভ্রান্তদলগুলো যারা যিন্দীক্ব ও ধর্মদ্রোহীদের অন্তর্ভূক্ত, তাদের বিরুদ্ধেই লিখেছেন। আর তিনি তাদের সম্পর্কে তাঁর কিতাব 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ'-এ যে ফতোয়া প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞাত হলাম। আর ওটাকে এ বিষয়ে একক হিসেবেই পেয়েছি। আর পেয়েছি স্বীয় সত্যতায় নির্মল-স্বচ্ছ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আপন নবী এবং দ্বীন ও মুসলমানদের পক্ষ হতে সর্ব বিষয়ে প্রকৃষ্ট পুরস্কার দান করুন এবং তাঁর জীবনে বরকত দান করুন- এ যাবত যে, তাঁর পুস্তিকার মাধ্যমে দূর্ভাগা ভ্রান্ত লোকদের সন্দেহ নিরসন করবেন এবং প্রিয় নবী মোস্তফা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রিয় উম্মতের মধ্যে তাঁর মতো আরো বহু যোগ্য আলেম সৃষ্টি করুন। আমীন!

মহামহীম আল্লাহর মুখাপেক্ষী মুহাম্মদ তাজুদ্দীন ইবনে মরহুম
মোস্তাফা ইলিয়াস হানাফী
মুফ্তী-ই- মদীনা মুনাওয়ারাহ্!
(আল্লাহ্ তার পাপরাশি ক্ষমা করুন!)

****

বাইশ

আলেমকুল শিরমণি, শীর্ষস্থানীয় গুণী, সত্যের নির্ভীক বক্তা, মদীনা মুনাওয়ারার সাবেক মুফ্তী, বর্তমানে শিক্ষা ও ফয়য প্রার্থীদের রুজু ও আশ্রয়স্থল, ফাযেলে রব্বানী

হযরতুল আল্লামা ওসমান ইবনে আবদুস সালাম দাগেস্তানী

(তিনি সর্বদা আনন্দিত ও সাফল্যমণ্ডিত থাকুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা এক ও একক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। হামদ ও সালাতের পর। আমি সেই উজ্জ্বল পুস্তিকা ও সুস্পষ্ট প্রকাশাবাণী সম্বন্ধে অবগত হলাম। অতঃপর ওটাকে পেলাম

এমনই যে, আমাদের মাওলা আল্লামা মহা জ্ঞান ও বোধ সাগর হযরত মুহাম্মদ আহমদ রেযা খাঁন সাহেব এসব দ্বীন বহির্ভূত ফ্যাসাদী কাফের বিপথগামীদের রদ্দ বা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তাঁর আবেদনটুকু পেশ করেছেন। সুতরাং তিনি উক্ত 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ'-এ ঐ দলের ন্যাক্কারজনক অবমাননা প্রকাশ করেছেন। অনন্তর তাদের নিকৃষ্ট আক্বীদাবলীর কোন একটিকেও অবান্তর ও দুর্বল প্রতিপন্ন করা ব্যতিরেকে ক্ষান্ত হননি।

সুতরাং হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তোমার অবশ্যই কর্তব্য হলো উক্ত পুস্তিকার দামনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, যা বিজ্ঞ লেখক দ্রুত রচনা করেছেন। তুমি উক্ত বাতিল ফের্কাসমূহের রদ্দ্ বা খণ্ডনের ক্ষেত্রে ওটাকে প্রকাশ্য, উজ্জ্বল ও মস্তক বিচূর্ণকারী দলীলরূপে পাবে। বিশেষ করে তিনি ঐ দ্বীন হতে বহির্ভূত ফের্কার স্বরূপ উন্মোচন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ঐ দ্বীন বহির্ভূত ফের্কা কারা? তারা হলো- ওহাবী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে কেউ হচ্ছে নবূয়তের ভণ্ডদাবীদার গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী। আর দ্বীন হতে বহির্গত দ্বিতীয় দল হলো খোদা ও রসূলের শান ও মান হানিকারী ক্বাসেম নানূতভী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলীল আহমদ আম্বেঠভী এবং আশরাফ আলী থানভী এবং যারা তাদের অনুসারী। দয়াময় আল্লাহ তা'আলা হযরত জনাব আহমদ রেযা খানকে উৎকৃষ্ট পুরস্কার দানে বিভূষিত করুন, যিনি রোগ নিরাময় করেছেন এবং যথেষ্ট করেছেন স্বীয় ফতোয়া দ্বারা, যা 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ'-এ লিখেছেন। যার উপর পরিশেষে মক্কা মো'আয্যমার আলেম সমাজের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ বিধৃত হয়েছে। কেননা, তারা হচ্ছে ধরাপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তাদের ও তাদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করুন। তারা কোথায় উল্টোমুখে দূরে সরে যাচ্ছে?

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জনাব আহমদ রেযা খানকে উত্তম পুরস্কার দান করুন! তাঁর ও তাঁর বংশধরগণের মধ্যে বরকত স্থাপন করুন! এবং তাঁকেও সে সব লোকের অন্তর্ভূক্ত করুন, যারা ক্বিয়ামত অবধি হক্ব কথা বলতে থাকবেন।

যিনি মহাশক্তিমান রব তা'আলার মুখাপেক্ষী

ওসমান ইবনে আবদুস সালাম দাগেস্তানী
সাবেক মুফ্তী, মদীনা মুনাওয়ারাহ্
(আল্লাহ্ তাঁর পাপরাশি ক্ষমা করুন!)

****

এমন সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রদান কর, যা সৎকর্মশীল বান্দাগণ লাভ করেন। আর দান কর তাদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় সাওয়াব ও প্রতিদান, যা পরহেযগার বান্দাগণকে দান করা হয়।

হামদ ও সালাত নিবেদনের পর। আমি অবগত হলাম সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে, যা বিজ্ঞ আলেম সুপ্রসিদ্ধ আল্লামা হযরত আহমদ রেযা খান প্রণয়ন করেছেন, যিনি হিন্দুস্তানী আলেম মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত। মহামহিম আল্লাহ্ তাঁকে প্রচুর সাওয়াব দান করুন ও তাঁর পরিণামকে কল্যাণপ্রসূ করুন। তিনি সে সকল দলের বিরুদ্ধে লিখেছেন, যারা দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে এবং সেই ভ্রান্তদলগুলো যারা যিন্দীক্ব ও ধর্মদ্রোহীদের অন্তর্ভূক্ত, তাদের বিরুদ্ধেই লিখেছেন। আর তিনি তাদের সম্পর্কে তাঁর কিতাব 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ'-এ যে ফতোয়া প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞাত হলাম। আর ওটাকে এ বিষয়ে একক হিসেবেই পেয়েছি। আর পেয়েছি স্বীয় সত্যতায় নির্মল-স্বচ্ছ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আপন নবী এবং দ্বীন ও মুসলমানদের পক্ষ হতে সর্ব বিষয়ে প্রকৃষ্ট পুরস্কার দান করুন এবং তাঁর জীবনে বরকত দান করুন- এ যাবত যে, তাঁর পুস্তিকার মাধ্যমে দূর্ভাগা ভ্রান্ত লোকদের সন্দেহ নিরসন করবেন এবং প্রিয় নবী মোস্তফা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রিয় উম্মতের মধ্যে তাঁর মতো আরো বহু যোগ্য আলেম সৃষ্টি করুন! আমীন!

মহামহীম আল্লাহর মখাপেক্ষী মুহাম্মদ তাজুদ্দীন ইবনে মরহুম
মোস্তাফা ইলিয়াস হানাফী
মুফতী-ই- মদীনা মুনাওয়ারাহ্!
(আল্লাহ্ তার পাপরাশি ক্ষমা করুন!)

****

বাইশ

আলেমকুল শিরমণি, শীর্ষস্থানীয় গুণী, সত্যের নির্ভীক বক্তা, মদীনা মুনাওয়ারার সাবেক মুফ্‌তী, বর্তমানে শিক্ষা ও ফয়য প্রার্থীদের রুজু ও আশ্রয়স্থল, ফাযেলে রব্বানী

হযরতুল আল্লামা ওসমান ইব্‌নে আবদুস সালাম দাগেস্তানী

(তিনি সর্বদা আনন্দিত ও সাফল্যমণ্ডিত থাকুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দলালু, করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা এক ও একক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। হামদ ও সালাতের পর। আমি সেই উজ্জ্বল পুস্তিকা ও সুস্পষ্ট প্রকাশ্যবাণী সম্বন্ধে অবগত হলাম। অতঃপর ওটাকে পেলাম

০:৫

এমনই যে, আমাদের মাওলা আল্লামা মহা জ্ঞান ও বোধ সাগর হযরত মুহাম্মদ আহমদ রেযা খাঁন সাহেব এসব দ্বীন বহির্ভূত ফ্যাসাদী কাফের বিপথগামীদের রদ্দ্ বা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তাঁর আবেদনটুকু পেশ করেছেন। সুতরাং তিনি উক্ত 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ'-এ ঐ দলের ন্যাক্কারজনক অবমাননা প্রকাশ করেছেন। অনন্তর তাদের বিনষ্ট আক্বীদাবলীর কোন একটিকেও অবান্তর ও দুর্বল প্রতিপন্ন করা ব্যতিরেকে ক্ষান্ত হননি।

সুতরাং হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তোমার অবশ্যই কর্তব্য হলো উক্ত পুস্তিকার দামনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, যা বিজ্ঞ লেখক দ্রুত রচনা করেছেন। তুমি উক্ত বাতিল ফের্কাসমূহের রদ্দ্ বা খণ্ডনের ক্ষেত্রে ওটাকে প্রকাশ্য, উজ্জ্বল ও মস্তক বিচূর্ণকারী দলীলরূপে পাবে। বিশেষ করে তিনি ঐ দ্বীন হতে বহির্ভূত ফের্কার স্বরূপ উন্মোচন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ঐ দ্বীন বহির্ভূত ফের্কা কারা? তারা হলো- ওহাবী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে কেউ হচ্ছে নবূয়তের ভণ্ডদাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। আর দ্বীন হতে বহির্গত দ্বিতীয় দল হলো খোদা ও রসূলের শান ও মান হানিকারী কাসেম নানুতভী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলীল আহমদ আম্বেঠভী এবং আশরাফ আলী থানভী এবং যারা তাদের অনুসারী। দয়াময় আল্লাহ তা'আলা হযরত জনাব আহমদ রেযা খাঁনকে উৎকৃষ্ট পুরস্কার দানে বিভূষিত করুন, যিনি রোগ নিরাময় করেছেন এবং যথেষ্ট করেছেন স্বীয় ফতোয়া দ্বারা, যা 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ'-এ লিখেছেন। যার উপর পরিশেষে মক্কা মো'আযযমার আলেম সমাজের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ বিধৃত হয়েছে। কেননা, তারা হচ্ছে ধরাপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তাদের ও তাদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করুন! তারা কোথায় উল্টোমুখে দূরে সরে যাচ্ছে?

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জনাব আহমদ রেযা খানকে উত্তম পুরস্কার দান করুন! তাঁর ও তাঁর বংশধরগণের মধ্যে বরকত স্থাপন করুন! এবং তাঁকেও সে সব লোকের অন্তর্ভূক্ত করুন, যারা ক্বিয়ামত অবধি হক্ব কথা বলতে থাকবেন।

স্বীয় মহাশক্তিমান রব তা'আলার মুখাপেক্ষী

ওসমান ইবনে আবদুস সালাম দাগেস্তানী
সাবেক মুফ্‌তী, মদীনা মুনাওয়ারাহ্
(আল্লাহ্ তাঁর পাপরাশি ক্ষমা করুন!)

****

৪৫

তেইশ

ফাযেলে কামেল, সুখ্যাত গুণী, প্রসিদ্ধ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী,
মালেকী মাযহাবের শায়খ্, খোদায়ী বিশেষ প্রেরণা সমৃদ্ধ, সম্মানিত সরদার

হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ জাযায়েরী সাহেব

(তিনি সর্বদা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফয়য সহকারেই থাকুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

আপনাদের উপর সালাম বা শান্তি, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত, বরকতসমূহ ও তাঁর তায়ীদ বা মদদ এবং তাঁর রেযামন্দি বর্ষিত হোক।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য, যিনি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-কে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত করেছেন। সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক আমাদের আক্বা, আমাদের ভাণ্ডার, আমাদের আশ্রয়স্থল, আমাদের ভরসাস্থল ও আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, যিনি বিশ্বের নয়নমনি, যাঁর মান-মর্যাদা ও বুযর্গী চিরস্থায়ী- সম্মানিত উক্ত আলিম ও জ্ঞানী-গুণী এবং আহলে কাশ্‌ফ সকলের নিকট। যিনি এরশাদ করেছেন, "যখন কোন বদ-মাযহাবধারী লোক আত্মপ্রকাশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার যবানের উপর ইচ্ছা করেন, স্বীয় হুজ্জত বা দলীল প্রকাশ করেন।" তিনি আরো এরশাদ করেছেন, "যখন বদ-মাযহাবী দল অথবা ফিৎনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলা হয়, তখন আলিমদের উপর ওয়াজিব হলো, এমনি সময়ে স্বীয় জ্ঞান প্রকাশ করা। আর যে এরূপ করবে না, তার প্রতি আল্লাহ্, ফিরিশতাগণ এবং সমগ্র মানবের লা'নত। আর আল্লাহ্ তা'আলা ওই লা'নতপ্রাপ্ত ব্যক্তির না ফরয কবূল করবেন, না তার নফল।" তিনি আরো এরশাদ করেছেন- "তোমরা কি অসৎ লোকদের কুকর্মকাণ্ড বর্ণনা করা হতে বিরত থাকছো? জনগণ তাদেরকে চিনবে কিরূপে? বদকার লোকদের মধ্যে যেই দোষ-অন্যায় আছে তা প্রকাশ করে দাও, যাতে লোকেরা তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়।" এ হাদীসখানা ইবনে আবিদ্দুনিয়া, হাকিম, শীরাযী, ইবনে আদী, তাবরানী, বায়হাক্বী এবং খতীব বাহ্‌য ইবনে হাকীম থেকে, তিনি নিজ পিতামহ থেকে রেওয়াত করেছেন। আর সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর আওলাদ ও আসহাব এবং তাঁদের সকল অনুসারীর প্রতি, যাঁরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং মুজ্‌তাহিদ ইমাম চতুষ্টয়ের মুক্বাল্লিদ।

হামদ ও সালাতের পর আমি ওই প্রশ্নের বিষয়বস্তু, যা হযরত জনাব আহমদ রেযা খান উপস্থাপন করেছেন, গভীর মনোযোগ সহকারে দেখলাম। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জীবন দ্বারা মুসলমানদেরকে লাভবান করুন এবং তাঁকে দীর্ঘ জীবন ও স্বীয় জান্নাতসমূহে

চিরস্থায়ীরূপে স্থান নসীব করুন। সুতরাং আমি এটাকে পেলাম এমনই যে, তাতে ভয়ঙ্কর উক্তিসমূহ উদ্ধৃত, যা উল্লেখিত খারাপ ও বদ্-মাযহাবীগণ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এসব উক্তি প্রকাশ্য কুফরী। তওবার কথা বলার পরও যে ব্যক্তি উক্ত খারাপ বিদ্‌আত সম্বলিত উক্তিসমূহের বশবর্তী হলো তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ইসলামী সরকারের জন্য হালাল। যাদের কিতাবে ওই সমস্ত উক্তি লিখিত রয়েছে তাদের জিহ্বা চর্বণ করা উচিত এবং তারা এটার উপযোগী যে, তাদের হস্তপদ পদ্‌দলিত করা হবে। কেননা, তারা আল্লাহর শান ও মাহাত্ম্য কে হাল্কা জ্ঞান করেছে এবং ব্যাপক (رسالت عامه) - কে ক্ষুদ্র সাব্যস্ত করেছে। সমীহ্ করেছে স্বীয় উস্তাদ ইবলীসকে এবং ধোঁকা, প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করার কাজে তার (ইবলীস) অংশীদার হয়েছে।

সুতরাং সুবিখ্যাত আলিমবৃন্দ, যাঁদের রসনাকে আল্লাহ্ তা'আলা সুপ্রশস্ত করেছেন এবং সুলতান ও শাসকবর্গ, যাঁদের হাতকে আল্লাহ্ শাস্তিদান ও পুরস্কার প্রদানে প্রশস্ত করেছেন, তাঁদের অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে- ওই বাতিল পন্থীদের বদ-মাযহাবীর মূলোৎপাটন করা। আলিমগণ স্বীয় রসনা দ্বারা এবং বাদশাহ্‌গণ হাত (ক্ষমতা) দ্বারা চেষ্টা করবেন, যাতে করে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, শহর ও নগরসমূহ এবং মুসলমানদের মন-মানসিকতা স্বস্তি ও আরাম লাভ করতে পারে।

শুনে রাখুন! আল্লাহ্ তা'আলার নিরাপদ মক্কা শরীফেও মানবরূপী শয়তানদের একটি দল আছে। তাদের সাথে মেলামেশা না করা জনসাধারণের উপর ফরয। আল্লাহরই শপথ! তাদের সাথে মেলামেশা কষ্ট ও পীড়ার দিকদিয়ে কুষ্ঠ রোগীর সাথে মেলামেশা করা অপেক্ষাও মারাত্মক। তা ছাড়াও আমাদের এখানে মদীনা মুনাওয়ারায় তাদের দলের হাতেগোনা কতিপয় লোক রয়েছে, যারা স্বীয় অন্তস্থিত ভেদ তথা বাস্তব অবস্থা গোপন করে লুকিয়ে রয়েছে। যদি তারা তওবার সুযোগ গ্রহণ না করে তাহলে শীঘ্রই মদীনা তৈয়াবাহ্ তাদেরকে স্বীয় প্রতিবেশী হতে বের করে দেবে। কেননা, এটা মদীনার বৈশিষ্ট্য যা সহীহ্ হাদীসের আলোকে সুপ্রমাণিত।

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করছি যে, যদি তিনি লোকজনকে কোন বিপর্যয় ও ফিৎনায় নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন তবে যেন তাতে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেন। আমাদেরকে উত্তম ও সুন্দর নিয়্যত দান করেন। আর আমাদেরকে খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এটা স্বীয় যবানে বললো এবং স্বীয় হাতে লিখলো- নিকৃষ্টতর মাখ্‌লূক্, ওলামা ও ফক্বীরদের খাদেম, মহানবী মোস্তফা হুযূর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পাক হেরমে মালেকীগণের সরদার-

সৈয়দ আহমদ জাযায়েরী

যার জন্মস্থান মদীনা এবং আক্বীদা বিশ্বাসে সুন্নী,
মাযহাব হিসেবে মালেকী, তরীক্বা ও নসব হিসেবে ক্বাদেরী।
প্রশংসা গান, দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি পূর্ণ তা'যীম ও সম্মান সহকারে।

চব্বিশ

শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন, অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানের ভাণ্ডার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের খনি, যুগের বয়স্কতম আলেম, আসমান থেকে তৌফিকপ্রাপ্ত, মালাকূতী ফয়যের ধারক

হযরতুল আল্লামা খলীল ইবনে ইব্রাহীম খরপূতী

(আল্লাহ্ তা'আলা আপন সাহায্য দ্বারা তাঁকে ধন্য করুন।)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক এবং দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক সর্বশেষ নবী আমাদের সরদার হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আওলাদ ও আসহাব সকলের প্রতি এবং তাঁদের প্রতি, যাঁরা উত্তমরূপে ক্বিয়ামত তাঁর পর্যন্ত অনুসারী হবে।

হামদ ও সালাতের পর। ইসলামের সম্মানিত আলিমগণের লিখনীতে, যে বিষয় এখানে সাব্যস্ত হয়েছে, তা সুস্পষ্ট সত্য। তা বিশ্বাস করা মুসলমান আলেমবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। আলেম-ই-আল্লামা, ফাযিল-ই-কামেল, মৌলভী আহমদ রেযা খান স্বাহেব বেরলভী স্বীয় কিতাব 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ' -এ তাহ্‌ক্বীক্ব বা বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা চিরকালের জন্য এটা দ্বারা মুসলমানদেরকে উপকৃত করুন। আল্লাহ্ তা'আলাই সত্যপথ প্রদর্শনকারী এবং তাঁর দিকেই রজু ও প্রত্যাবর্তন অবধারিত। এ কারণেই লিখবার আদেশ করলো হেরম-ই-নবভী শরীফের ইল্‌ম শরীফের খাদেম

খলীল বিন খরপূতী।

****

পঁচিশ

সমুজ্জ্বল আলো, আপাদমস্তক রূহানিয়াত, সৌভাগ্যের ছবি, নেতৃত্বের বাস্তবতা, শোভা ও প্রাচুর্যের ধারক, কল্যাণের প্রমাণ, সৎ কার্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসিত হিদায়তপ্রাপ্ত মাওলানা

সৈয়দ মুহাম্মদ সা'ঈদ শায়খুদ্ দালাইল

(তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্থায়ী হোক)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সেই হামদ (প্রশংসা) যার কারণে বাসনা পুর্ণ হয়, মনোবাঞ্ছা সহজলভ্য হয়, সেই প্রশংসা যার বরকতে আমরা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকি এবং যাবতীয় আশংকায় সেটার দামনে আশ্রয় গ্রহণ করি। আর সেই দরূদ ও সালাম যা একের পর এক অবিরাম আসতে থাকুক, যে পর্যন্ত সকাল ও সন্ধ্যা একের পর এক আগমন করতে থাকে। অবতীর্ণ হোক আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি, যার রেসালত দ্বারা আসমান ও যমীন আলোকিত হলো। আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিতি দিবসে যখন কঠিন ভয় ও আতঙ্ক দেখা দেবে, তখন সমস্ত জাহান তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি, যাঁরা তাঁর নিকট থেকে নূর হাসিল করেছেন আর তাঁর কথা ও কাজ সংরক্ষণ করেছেন।

সুতরাং তাঁরা নিজেদের পরবর্তী লোকদের জন্য দ্বীনের অগ্রণায়ক এবং মুহাম্মদী পদ্ধতিতে নিজেদের প্রত্যেক অনুসরণকারীর ইমাম। আর সেটার মাধ্যমেই এই সমুজ্জ্বল শরীয়তের সাথে সেটার সংরক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন প্রিয়নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (যিনি সত্য ও সত্যরূপে স্বীকৃত) এরশাদ করেছেন- **"সদা-সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল বিজয়ী থাকবে এ যাবৎ যে, আল্লাহ্‌র হুকুম এমন অবস্থাতেই আসবে যে, তাঁরা প্রবল বিজয়ী থাকবে।"**

হামদ ও সালাতের পর। মহা পরাক্রমশালী ও অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের মধ্য হতে যাঁকে নির্বাচিত করেছেন তাঁকে এ উজ্জ্বল শরীয়তের খেদ্‌মত করার তওফীক্ব দিয়েছেন এবং তাঁকে তীক্ষ্ণ মেধা শক্তি দান করে সাহায্য করেছেন। সুতরাং যখন সন্দেহের রাত অন্ধকার বিস্তার করে নেয়, তখন তিনি স্বীয় জ্ঞানাকাশ হতে এক পূর্ণিমা রাতের চাঁদ চমকিয়ে দেন। ফলে, এ পন্থায় যুগ যুগ ধরে উচ্চ পর্যায়ের যাচাই-বাছাইকারী কামেল আলেমদের হস্তে পবিত্র শরীয়তে ইসলামিয়া পরিবর্তন ও বিকৃতির হাত থেকে পাক ও মুক্ত হলো।

উক্ত মহান আলেমগণের মধ্যে সর্বপেক্ষা ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, জগৎশ্রেষ্ঠ আলেম ও বিরাট বোধশক্তির সাগর হচ্ছেন হযরত জনাব মৌলভী আহমদ রেযা খান। যিনি স্বীয় কিতাব 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ'-এ সেই কপট মুরতাদ্‌গণের খুব নিখুঁত খণ্ডনই করেছেন, যারা দুর্ভাগ্য বিস্তার ও প্রসার কার্যে লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইসলাম ও মুসলমানদের তরফ হতে উৎকৃষ্ট ফল দান করুন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মহান সরদার হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করুন!

এটা স্বীয় মুখে বলল এবং নিজ কলমে লিখল, স্বীয় প্রতিপালকের মুখাপেক্ষী–

মুহাম্মদ সা'ঈদ ইব্‌নুস সৈয়দ মুহাম্মদ আল মাগবেরী শায়খুদ্ দালাইল
(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ও সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করুন!)

****

ছাব্বিশ

সম্মানিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানবান আলেম, সূর্যরশ্মি, চাঁদের আলো, হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-'আমরী

(তিনি সর্বদা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সারা জাহানের অধিপতি এবং সালাত ও সালাম হোক সর্বশেষ নবী সমস্ত পয়গাম্বরগণের ইমাম হুযূর আলায়হিস সালাম এবং ক্বিয়ামত অবধি তাঁর উত্তম অনুসারীবৃন্দের প্রতি।

হামদ ও সালাতের পর। আমি সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে জ্ঞাত হলাম, যার লিখক হলেন আলেমে আল্লামা, মুরশিদে মুহাক্কিক্ব, অধিক বোধসম্পন্ন ও খোদা পরিচিতিবিশিষ্ট, মহান আল্লাহ্‌র পাক-পবিত্র দানে ধন্য আমাদের সরদার, উস্তাদ, দ্বীন-ই-ইসলামের নিদর্শন ও স্তম্ভ এবং উপকার অর্জনকারীদের নির্ভরযোগ্য ও পৃষ্ঠপোষক ফাযেল হযরত আহমদ রেযা

খান সাহেব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যিন্দেগী দ্বারা মুসলমানদের সমাজকে লাভবান করুন! এবং তাঁর নূরের ফয়েয দ্বারা জ্ঞান রাজ্যের আকাশকে আলোকিত ও চমকিত রাখুন!

অতএব, আমি অত্র পুস্তিকাকে এসব গুণাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ পেলাম যে, এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণকারী, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকারী এবং মানসপট হতে তিরোহিত বিষয়াবলীকে পুনরুদ্ধারকারী। এটা প্রত্যেক আত্ম প্রকাশকারী ও সমাগত লোকের জন্য সুমিষ্ট পানি, যা ধর্মদ্রোহীদের যাবতীয় দ্বিধা-সংশয়কে ঘেরাও করে সেগুলোর মূলোচ্ছেদ করেছে। যিন্দীকদের রজ্জুসমূহের উপর হামলা করে সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। দলীলাদির আলোকে ও হুজ্জতসমূহের বিকাশ সহকারে এবং কর্মপন্থাগুলোর মিষ্টতা ও নিক্তিসমূহের সঠিকতা সহকারে।

সুতরাং, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ দ্বীন ও নিজ নবীর পক্ষ হতে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিময় দান করুন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ হতে সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ সাওয়াব দান করুন।

وَلَا زَالَ فِي الْإِسْلَامِ حِصْنًا مُشَيَّدًا ۞ بِهٖ يَهْتَدِي فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَنْ يَسْرِي

তিনি সদা-সর্বদা ইসলাম ধর্মে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত কিল্লা স্বরূপ থাকুন! এবং তাঁর দ্বারা জল ও স্থলে বিচরণকারীরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে থাকুক।

এটা বলল ৭ই রবিউল আখের ১৩২৪ হিজরীতে, তাঁরই দো'আপ্রার্থী হেরমে নবভী শরীফের একজন শিক্ষার্থী–

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-'আমরী

****

সাতাশ

অভিজাত সরদার, পবিত্র ও ভদ্র, সুদক্ষ আল্লামা, সম্মান ও আভিজাত্যের অধিকারী, সুখ্যাত হযরত আল্লামা **সৈয়দ আব্বাস ইবনে সৈয়দ জলীল মুহাম্মদ রিদওয়ান শায়খুদ দালায়েল**

(আল্লাহ্ তা'আলা সুকঠিন দিবসে তাঁদের উভয়কে তাঁর সন্তুষ্টি দ্বারা ধন্য করুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

তুমি পাক পবিত্র। হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা তোমার প্রশংসা গণনা করতে অক্ষম। তোমার জন্যই প্রশংসা, তোমার থেকে তোমারই দিকে। দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন তোমার নবীর প্রতি যিনি বিপদাপদ দূরীভূতকারী এবং তাঁর আওলাদ ও আসহাবের প্রতি, যাঁরা উম্মতে মোস্তফার পথের দিশারী। যে পর্যন্ত কলম লিপিবদ্ধ করে এবং সৎকর্মসমূহের দিকে চলার পথ সুগম থাকে।

হামদ ও সালাতের পর। ভ্রাতৃবৃন্দের দো'আর মুখাপেক্ষী আব্বাস ইব্‌নে মরহুম সৈয়দ মুহাম্মদ রিদ্‌ওয়ান বলছে- "আমি এ পুস্তিকার বিস্ময়কর কামালাতের ময়দানে আমার দৃষ্টি-লাগামের গতি মন্থর করলাম, তখন ওটাকে সঠিক ও হেদায়েতের মহিমান্বিত সুন্দর পোষাকে গর্ববোধকারী অবস্থায় পেলাম। যা বদ-মাযহাব ও গোমরাহীর খণ্ডনের দায়িত্ব বহন করে আছে। সুতরাং ওটাই নির্ভর ও আস্থাযোগ্য। যেহেতু ওটাই হেদায়েত প্রাপ্তদের আশ্রয়স্থল ও সনদ। এ পুস্তিকা ঐ সব কথার রহস্যই উদ্‌ঘাটন করল, যার সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি পর্যন্ত পৌছবার জন্য বুদ্ধি-বিবেক ভ্রষ্ট হচ্ছিল এবং সে সব কথার তাহ্‌ক্বীক্ব বা তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন, যার মূল তত্ত্বপ্রাপ্তির পথে পায়ের স্খলন ঘটেছে। কেন এরূপ হবেনা? এটাতো এ মহান ব্যক্তিরই প্রণীত, যিনি হচ্ছেন আল্লামা, ইমাম, তীক্ষ্ম ধীশক্তির অধিকারী, উচ্চ সাহসী, হুশিয়ার, বড় জ্ঞানী, সম্মানী ও মহিমান্বিত এবং যুগশ্রেষ্ঠ হযরত মৌলভী আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভী হানাফী। তিনি নিত্য মারফতের ফুটন্ত বাগান রূপে রয়েছেন এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান গরিমার মনযিলসমূহে পরিভ্রমণকারী পূর্ণচন্দ্র। দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এবং আমাকে মহা পূণ্যদান করুন এবং তাঁকে ও আমাকে সুন্দর পরিণামে সৌভাগ্যবান করুন। তাঁরই প্রতিবেশে যিনি সমগ্র জাহানের সর্বোৎকৃষ্ট পূর্ণিমার চাঁদ। আর আমাদের সকলকেও সুন্দর অন্তিম নসীব করুন! তাঁর ও তাঁর বংশধর ও সাথীগণের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ দরূদ ও সর্বসঠিক, পূর্ণ সালাম অবতীর্ণ হোক।

এটা ১৩২৪ হিজরী সনের রবিউল আখের মাসের ৭ম তারিখে লিখা হলো। সরোয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র মস্‌জিদের ইল্‌ম ও দালাইলে খায়রাতের খাদেম-

আব্বাস রিদ্‌ওয়ান

.....

আটাশ

সরল-সঠিক ও সত্য দ্বীনের উপর অবিচল ব্যক্তিত্ব মক্কা মু'আয্‌যামায় সাওলাতীয়াহ্ মাদ্রাসার মুদার্‌রিস, পরিপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞানের ময়দানে অন্যতম পুরুষ, প্রখর ধী-শক্তি সম্পন্ন সুচতুর ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান-ক্ষেত্রের পবিত্র অঙ্গনে শাখা-পল্লবিত বৃক্ষ

হযরতুল্ আল্লামা উমর বিন হামদান মাহ্‌রাসী

(বিজয় ও সাফল্য তাঁকে শ্বরণ রাখুক, কখনো বিস্মৃত না হোক!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অন্ধকার ও আলো সৃজন করেছেন। অতঃপর কাফিরগণ স্বীয় প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে থাকে। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আমাদের সরদার হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবীর উপর, যিনি এরশাদ করেছেন, "সব সময় আমার উম্মতের একটি দল ক্বিয়ামত ক্বায়েম হওয়া পর্যন্ত সত্য সহকারে প্রবলভাবে বিজয়ী থাকবে।" এটা হাকিম হযরত আমীরুল মো'মেনীন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া 'ইবনে মাজা'র এক বর্ণনায় আবূ হুরায়রা রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমার উম্মতের একটি দল সব সময় আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের বিরুদ্ধাচারণকারী তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবেনা।" তাঁর বংশধরদের উপর (সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক), যারা সত্য পথ প্রদর্শনকারী এবং তাঁর সাহাবীদের উপরও, যাঁরা দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন।

হামদ ও সালাতের পর। আমি অবগত হলাম সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে, যা লিখেছেন এমন আলেম-ই-আল্লামা, যিনি পূর্ণ জ্ঞান ও বোধশক্তি সম্পন্ন, এমন মুহাক্কিক্ব, যিনি জ্ঞান-বিবেককে হতবাক করে দেয়- হযরত আহমদ রেযা খান। তাঁর এই পুস্তিকা 'আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ'-কে আমি উচ্চ স্তরের তাহ্‌ক্বীক্বসম্পন্ন পেয়েছি। অনন্তর সেটার রচয়িতা (সৌন্দর্য্য ও প্রশংসা আল্লাহ্‌রই তো) নিঃসন্দেহে, এ পুস্তিকা মুসলমানদের পথ থেকে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তুকে বিদূরিত করে দিয়েছে। আর আল্লাহ্, তাঁর রসূল, দ্বীনের ইমামগণ ও সাধারণ মুসলমানদের হিত সাধন করেছেন।

এটা বললো, ৮ই রবিউল আখের, ১৩২৪ হিজরী সালে,

উমর বিন হামদান মাহ্‌রাসী

তাঁর মাযহাব মালেকী, আক্বীদা সুন্নী আশ্‌আরী, পেশায় সরোয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-

এর পবিত্র নগরীতে ইলমের খেদ্‌মতগার (শিক্ষক)।

উক্ত আল্লামারই দ্বিতীয়

অভিমত

মেশক্ যতবারই লাগানো হোক, তা তারই উপযোগী।

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই প্রাপ্য, যিনি ঐ লোককেই পথ প্রদর্শন করেছেন, যাকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন এবং তাকেই ছেড়ে দিয়েছেন, যাকে স্বীয় বিচারে পথভ্রষ্ট করেছেন। তিনি ঈমানদারগণকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের বক্ষ উন্মুক্ত করেছেন- উপদেশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। ফলে, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনেছেন, রসনা দ্বারা সাক্ষ্য দান ও অন্তর দ্বারা নিষ্ঠা পোষণ করেছেন। এবং যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং যা কিছু তাঁর রসূলগণ দান করেছেন তদনুযায়ী আমলকারী হয়ে।

দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তার প্রতি। যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং যাঁর প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব নাযিল করেছেন। যাতে নিহিত আছে সব বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা এবং ধর্মদ্রোহীদের ধর্ম বিরোধী মতবাদের খণ্ডন। অনন্তর প্রিয় নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সুন্নাত দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন, যার দলীল ও দৃঢ় প্রমাণাদি সুস্পষ্ট। আর তাঁর বংশধরগণের প্রতিও (সালাত ও সালাম অবতির্ণ হোক), যাঁরা সুপথ প্রদর্শনকারী এবং তাঁর সাহাবীগণের উপরও যাঁরা দ্বীন-ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করে দিয়েছেন। তদুপরি, যারা ভাল ও পূর্ণসহকারে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করেছেন তাঁদের উপরও। বিশেষকরে মুজ্‌তাহিদ ইমাম চতুষ্টয় এবং সমস্ত মুসলমানদের উপরও (দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক), যারা তাঁদের মুক্বাল্লিদ বা অনুসারী।

হামদ ও সালাত নিবেদনের পর। আমি স্বীয় দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করলাম হযরত আলেম-ই-আল্লামার পুস্তিকার মধ্যে যা জ্ঞানের জটিল বিষয়াদির সমাধানদাতা। এ'তে প্রত্যেক রসনাসিক্ত কথা ও বিষয়ের বোধগম্যতাকে স্বীয় উপকারী ও পরিষ্কার বর্ণনা এবং যথার্থ ভাষণ দ্বারা প্রকাশকারী হলেন- হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভী। এই কিতাব 'আল মু'তামাদুল মুস্তানাদ' নামে অভিহিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ করুন এবং সেটার আনন্দ ও প্রফুল্লতাকে সদা-সর্বদা স্থায়ী রাখুন। সুতরাং এই মূল্যবান পুস্তিকাকে, যাতে যে সব লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে, যথেষ্ট সার্থক ও উপকারী পেয়েছি। ঐসব লোক কারা? তারা হচ্ছে- বিতাড়িত শয়তান গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী, দাজ্জাল, মিথ্যাবাদী, শেষ যুগের মুসায়লামা কায্‌যাব এবং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলীল আহমদ আম্বেঠভী আর আশরাফ আলী থানভী। সুতরাং ঐ সব লোকের মধ্যে ঐ সব জঘন্য আক্বীদা ও বক্তব্য সম্পন্ন হয়েছে,

যা লিখক ব্যক্ত করেছেন, যেমন ক্বাদিয়ানী কর্তৃক নবুওয়ত দাবী করা এবং রশীদ আহমদ, খলীল আহমদ ও আশরাফ আলী থানভী প্রমূখ কর্তৃক নবুয়তের মানহানি করা। যে সব লোকের ক্ষমতা আছে, তাঁর অবশ্যই কর্তব্য হলো তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া। ✪

এটা বললো, আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী-

উমর ইবনে হামদান মাহ্‌রাসী মালেকী

পবিত্র মসজিদ-এ-নব্‌ভীর ইল্‌মের খেদমতগার (শিক্ষক)।

****

ঊনত্রিশ

ফাযেলে কামিল, আলেমে বা-আমল, অসৎ লোকদের অপকর্মের প্রতিকারকারী চিকিৎসক হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ মাদানী দিদাভী

(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আপন ব্যাপক অনুগ্রহ দ্বারা ঢেকে রাখুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁর আওলাদ, আসহাব এবং তাঁদের বন্ধুদের প্রতি। হামদ ও সালাতের পর। আমি অবগত হলাম ঐ বিষয়ে, যা লিখেছেন- আল্লামা, অভিজ্ঞ ওস্তাদ, অত্যন্ত মেধাবী, স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, হযরত আহমদ রেযা খান। আমি সেটাকে পেলাম জ্ঞানী ও বিবেকবানদের জন্য যাদুমন্ত্র এবং প্রত্যেক সত্য হতে পৃথক লোকদের জন্য বিষ প্রতিষেধকরূপে। সেটার বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য এবং সেটার মধ্যে লিখিত দলীলাদি সঠিক। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে সেটার দলীলগুলোর হুকুমসমূহ অনুসারে আমল করা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে ওটাই যেন তাঁর দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে যায়, যাতে তারা সত্যের চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে পৌছে যায়।

এটার লিখক পাপে তাপে গ্রেফতার, স্বীয় প্রতিপালকের মুখাপেক্ষী-

মুহাম্মদ বিন হাবীব দিদাভী

(তাঁর ক্ষমা হোক!)

****

✪ তাঁরা হলেন ইসলামের বাদ্‌শাগণ।

ত্রিশ

শহর-নগর, মরুভূমি ও জঙ্গলব্যাপী কল্যাণ ও মঙ্গলের ধারক, মহামহিম আল্লাহ্‌র অন্যতম নেক বান্দা, মদীনা তৈয়্যবাহ্‌র হেরম শরীফের শিক্ষক, হযরতুল আল্লামা শায়খ

মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ সুসী খায়ারী

(আল্লাহ্ পাক তাঁকে ক্ষমার আলো দ্বারা আলোকিত রাখুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি আপন রসূল (দঃ)-কে হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন সেটাকে অন্যসব ধর্মের উপর প্রবল ও জয়ী করেন। সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ ও স্থায়ী দরূদ ও সালাম হোক সেই সত্ত্বার উপর, যিনি বিশ্বজগতের মধ্যে একচ্ছত্র শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, যিনি হলেন আমাদের সরদার হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদ ও আসহাবের উপর এবং তাদের উপরও যারা তাঁর কথা ও কাজ (সুন্নাত)-এর অনুসরণ করেছেন এবং সমস্ত নবী ও রসূলের উপরও, তাঁদের সমস্ত আওলাদ ও আসহাবের উপরও, আর আল্লাহ্‌র সমস্ত সৎকর্মপরায়ণ বান্দর উপরও।

হামদ ও সালাতের পর। আমি সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে অবগত হলাম, যা বক্র, পথভ্রষ্ট কাফেরদের অশুভ মতবাদের খণ্ডনে রচিত হয়েছে, যা রচনা করেছেন আল্লামা-ই-মুহাক্কিক্ব ও ফাহ্‌হামা-ই-মুদাক্কিক্ব হযরত আহমদ রেযা খান। আল্লাহ্ তাঁর অবস্থা ও কাজ-কর্মকে ভালো রাখুন। আমীন! আমি সেটাকে পেলাম এমন অবস্থাতে যে, সেটা সেই বক্র বেদ্বীনদের উক্তির খণ্ডনে পরম উপকারী ও যথার্থ, যারা স্বয়ং মহামহিম আল্লাহ তা'আলা এবং রাব্বুল আলামীনের রসূলের উপর অতিশয় বাড়াবাড়ি করেছে, এরা এটা চায় যে, স্বীয় মুখ দ্বারা আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছে হলো স্বীয় নূরকে পরিপূর্ণ করা; করুকনা কাফেরগণ অপছন্দ। এ সব লোক হচ্ছে তাঁরাই, যাদের অন্তঃকরণের উপর আল্লাহ্ তা'আলা মোহর অংকিত করে দিয়েছেন। এমন সব লোক স্বীয় কুপ্রবৃত্তিগুলোর পেছনে লেগে রয়েছে এবং আল্লাহ্ এদেরকে হক্ব ও সত্য কথা শুনা থেকে বধির করেছেন, এবং এদের নয়নযুগলে অন্ধকার ঢেলে দিয়েছেন। আর শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদের চোখে সুন্দর-সজ্জিত করে দেখিয়েছে। অনন্তর ওদেরকে সত্য পথ থেকে বিরত রেখেছে। ফলে, তাঁরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়না এবং জালিমগণ জানতে পারেনা যে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?

এরূপ কেন হবেনা? অথচ এই পুস্তিকা সুস্পষ্ট সুবিখ্যাত সহীহ্ দলীলসমূহের অনুরূপ। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা সেটার প্রণেতাকে এই সর্বোত্তম উম্মতের পক্ষ হতে অত্যন্ত পরিপূর্ণ সুফল দান করুন! তাঁকে এবং যতলোক তাঁর আশ্রয়ে আছে তাঁদেরকে নিজেদের সান্নিধ্য দান করুন! তাঁর দ্বারা সুন্নাতকে শক্তিশালী করুন। বিদ্'আতকে নির্মূল করুন এবং হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে তাঁর দ্বারা সর্বদা উপকৃত করুন। আমীন।

এটার লিখক হচ্ছে জগৎ স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ পাকের মুখাপেক্ষী বান্দা –

মুহাম্মদ ইবনে সুসী খায়ারী

খাদেম-ই-ইল্‌মে শরীয়ত

****

শাফে'ঈ মাযহাবের মুফতীর বাণী

একত্রিশ

উদ্ধৃতিগত জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক দলীলাদির ধারক, বংশীয় আভিজাত্যের অধিকারী, পিতৃসূত্রেপ্রাপ্ত জ্ঞানের ওয়ারিশ, সুপ্রসিদ্ধ মুহাক্কিক ও মুদাক্কিক, মদীনা তৈয়্যবার শাফে'ঈ মুফ্‌তি হযরত মাওলানা

সৈয়দ শরীফ আহমদ বিরযাঞ্জী

(তাঁর ফুয়ূয প্রত্যেক সাদা ও কালো ব্যাপী হোক)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যাঁর পবিত্র সত্তার জন্য তাঁর সত্তা ও গুণগত একচ্ছত্র পূর্ণতা অপরিহার্য। ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই সেই পবিত্র সত্তার (আল্লাহ্) গুণগান করেছে ও প্রতিটি দোষ-ত্রুটি থেকে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে। তাঁর পবিত্র সত্তা অংশীদার ও সাদৃশ্য থেকে বহু উর্ধ্বে। তাঁর মতো কোন কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তাঁর কালাম 'ক্বাদীম' (অনাদি) ও খাঁটি বিশ্বাস্য। তাঁর কথা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী এবং সুস্পষ্ট সত্য। সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম এবং সর্বাধিক পরিপূর্ণ রহমত, বরকত এবং তা'যীম অবতীর্ণ হোক- আমাদের সরদার ও মালিক হুযূর

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, যাঁকে তাঁর মহান প্রতিপালক সমস্ত সৃষ্টিজগৎ থেকে মনোনীত করেছেন। তাঁকে পূর্বাপর সবকিছুর জ্ঞান দান করেছেন। তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন ক্বোরআন মজীদ, যার প্রতি না অগ্র থেকে, না পশ্চাত থেকে (অর্থাৎ কোন দিক থেকে) কোন প্রকার মিথ্যা ও ভ্রষ্টতার পথ নেই। এটা মহা প্রজ্ঞাবান, চির প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁকে এরূপ কামালাত দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, যা আয়ত্বের পরিবেষ্টনে আনা যায়না। তাঁকে এতই অদৃশ্য বিষয়ের ইল্‌ম (জ্ঞান) দান করেছেন, যা বর্ণনায় আসেনা। তিনি সমস্ত সৃষ্টি থেকে নিঃশর্তভাবে উত্তম− সত্তার দিক হতেও, গুণাবলীর দিক হতেও। আর আক্বল, ইলম ও আমলের দিক হতেও সমগ্র বিশ্বজগৎ হতে কামেল বা পূর্ণতম। তাঁর দ্বারা নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর আগমনের ধারার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পরে না কোন নবী হবে, না কোন রসূল। তাঁর শরীয়তকে চিরস্থায়ী করেছেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মান্‌সূখ (রহিত) হবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং তাঁর পূত-পবিত্র বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতিও (দরূদ ও সালাম) অবতীর্ণ হোক, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরাই প্রবলভাবে জয়ী হয়েছেন।

হামদ ও সালাত আদায়ের পর। স্বীয় মুক্তিদাতা আল্লাহ্‌র ক্ষমার মুখাপেক্ষী সৈয়দ আহমদ বিন সৈয়দ ইসমাঈল হোসাইনী বিরযাঞ্জী সারওয়ার-ই-আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শহর মদীনা তৈয়্যেবার শাফে'ঈ মযহাবাবলম্বীদের মুফতী বলছি- "ওহে, আল্লামা-ই-কামিল, প্রখ্যাত সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ, শোভা-সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের নয়নমণি হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভী (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সৌভাগ্য ও উচ্চ মর্যাদায় সদাসর্বদা রাখুন!) আপনার কিতাব আল মু'তামাদুল মুস্তানাদ-এর সারসংক্ষেপ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হলাম। অনন্তর আমি সেটাকে উচ্চ পর্যায়ের শক্তিশালী ও উৎকর্ষতার উচ্চস্তরেই পেয়েছি। সেটার মাধ্যমে আপনি মুসলমানদের পথ হতে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তুকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এবং তাতে আপনি খোদা ও রসূল এবং দ্বীনের ইমামগণের হিতকামনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন- আপনি তাতে সঠিক দলীল-প্রমাণাদির আলোকে সত্যকে প্রকাশ করেছেন। এই পুস্তিকা লিখার মাধ্যমে আপনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর এ পবিত্র বাণীকে বাস্তবায়িত করেছেন اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ অর্থাৎ "দ্বীন হচ্ছে হিত কামনাই।" এই মূল্যবান পুস্তিকাখানা যদিও প্রশংসা এবং মর্যাদার উৎকৃষ্টরূপে পরিচয় দানের মুখাপেক্ষী নয়, তথাপি আমার ভালো লাগছে যে, সেটার চারণভূমিতে আমিও সেটার সাথী হবো এবং সেটার সমুজ্জ্বল বর্ণনার ময়দানে আরো কতিপয় কারণ বর্ণনা করবো, যাতে

আমিও লিখকের রচনায় শরীক হয়ে যাই− সেই উত্তম অংশে, যা তিনি নিজের জন্য ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় করেছেন এবং যেন অংশীদার হতে পারি প্রতিদান ও উৎকৃষ্ট সাওয়াবে, যা মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট সঞ্চয় ও ভাণ্ডার হিসেবে রয়েছে।"

অতএব, আমিও বলছি− গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর যেসব কথা উল্লেখ করেছেন- 'সে যে হযরত মসীহ্ আলায়হিস সালামের সমকক্ষ হবার দাবী করেছে, তাঁর কাছে নাকি ওহী আগমন করে এবং সে নাকি নবী হয়েছে আর সে বহু সংখ্যক সম্মানিত নবী থেকেও নাকি শ্রেয় বলে দাবী করছে।' এ ছাড়াও আরো এমন বহু কথা আছে, যা শুনতেও কান অস্বীকৃতি জানায় ধিক্কার দিয়ে নিক্ষেপ করে এবং সরল-সঠিক ও রুচিশীল স্বভাব- প্রকৃতি ওসবের প্রতি ঘৃণাবোধ করে; সুতরাং ওসব কথার ভিত্তিতে সে (গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী) তো মুসায়লামা কায্‌যাবের ভাই এবং নিঃসন্দেহে সে দাজ্জালদের অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা না তার ইলম কবুল করেন, না আমল, না কোন কথা, না ফরয, না নফল। (কোন কিছুই গ্রহণ করেন না।) কেননা, সে ইসলামের গণ্ডি হতে এমনভাবে বের হয়ে গেছে, যেমন তীর বের হয়ে যায় লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে। এ ব্যক্তিটি আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও সুস্পষ্ট আয়াত (নিদর্শন)গুলোর সাথে কুফরী করেছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উপর, (যে আল্লাহ্ ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর রহমত ও সাওয়াবের আশাবাদী হয়,) অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে- তার দল থেকে আত্মরক্ষা করা এবং তার থেকে এমনিভাবে পলায়ন করা, যেমন মানুষ বাঘ ও কুষ্ঠরোগী থেকে পালিয়ে যায়। কেননা, তার কাছে ঘেঁষা হচ্ছে− সংক্রামক ব্যাধি ও চলমান বালা ও অমঙ্গলই। যদি কোন ব্যক্তি তার ভ্রষ্ট উক্তিসমূহের মধ্যে কোন উক্তির উপর সন্তুষ্ট থাকে বা সঠিক বলে মনে করে অথবা এতে তার অনুসরণ করে, তবে সেও কাফির, প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। এ সকল লোক শয়তানের দলভুক্ত। শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা, এটা দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয় বলে নিশ্চিত এবং অদ্যাবধি সকল উম্মত-ই-ইসলামের এ কথার উপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের নবী হযরত মোস্তফা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং সমস্ত নবীর মধ্যে শেষ নবী, না তাঁর যুগে কোন ব্যক্তির জন্য নতুন নবূয়ত সম্ভব, না তাঁর পরে। যে ব্যক্তি নবূয়তের দাবী করে নিঃসন্দেহে সে কাফির।

বাকী রইলো, আমীর আহমদ, নযীর হুসাইন এবং কাসেম নানুতভীর দলগুলোর কথা। অতএব, তাদের কথা হলো− "যদি হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কাউকে নবী মেনেও নেয়া হয়, এমনকি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর পর কোন নতুন নবী জন্ম গ্রহণও করে, তবে এতে 'খাতামীয়াত-ই-মুহাম্মদী' (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়া)-এর মধ্যে কোন পার্থক্য বা অসুবিধা দেখা দেবেনা।" এ উক্তি থেকে

একথাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, এ সমস্ত লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর কারো নতুন নবূয়ত লাভ হওয়াকে বৈধ বলে স্বীকার করছে। আর এতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে ব্যক্তি সেটা বৈধ বলে মেনে নেয়, সে ওলামাই উম্মতের 'ইজমা' অনুসারেই কাফির এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষতিগ্রস্ত। তার প্রতি এবং যে তার কথাতে ঐকমত্য পোষণ করে তার প্রতিও আল্লাহ্ তা'আলার গযব, ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টিই অবধারিত ক্বিয়ামত অবধি- যদিনা সে তাওবা করে নেয়।

দ্বিতীয় ওহাবী মিথ্যাবাদী দল, যারা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর অনুসারী, যাদের কথা হচ্ছে- "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক কার্যতঃ মিথ্যা সংঘটিত হওয়াকে বৈধ মানে, তাকে কাফের বলা অনুচিত।" আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্তিসমূহ হতে অনেক উর্ধ্বে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মিথ্যা সংঘটিত হওয়াকে মেনে নেয়, সে কাফির। আর তার কুফরী দ্বীনের সেই স্বতঃসিদ্ধ কথাগুলোর অন্তর্গত, যেগুলো প্রত্যেক খাস ও আম (বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকের) কারো নিকট গোপন নয়। আর যে সেই ব্যক্তিকে কাফির বলবে না, সেও কুফরীর ক্ষেত্রে এ উক্তিতে অংশীদার। আর তাদের কথামতো 'আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা বলেন বলে মেনে নেয়া, ঐ সমস্ত শরীয়ত বাতিল সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হবে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবী ও রসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে, এটাই অপরিহার্য হবে যে, দ্বীন সম্বন্ধে কোন খবর নির্ভরযোগ্য মনে করা যাবেনা, যার ভিত্তিতেই আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণিত। এমতাবস্থায়তো না ঈমান যুক্তিসঙ্গত হবে এবং না কারো নিশ্চিত সত্যায়ন কল্পনা করা যাবে। অথচ ঈমান ও ঈমানের বিশুদ্ধতার পূর্বশর্ত হচ্ছে এটাই যে, পূর্ণ ইয়াক্বীন বা সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সমস্ত খবরকে অন্তর দ্বারা সত্য জ্ঞান করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি এরশাদ করছেন, "এরূপ বলো' আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াক্বূব ও তাঁর শাখা-প্রশাখাগুলোর প্রতি এবং তদুপরি যা কিছু দান করা হয়েছে মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তৎপ্রতি ঈমান এনেছি। আর আমরা তাঁদের মধ্যে কারো উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নির্ণয় করিনা। আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। অতঃপর, এ ইহুদী ও খ্রীষ্টান ইত্যাদি তোমাদের বিরোধীগণ যদি তেমনিভাবে ঈমান নিয়ে আসে, যেমন তোমরা এনেছো, তবেতো সৎপথপ্রাপ্ত আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাঁরা হচ্ছে বড়ই ঝগড়াটে। সুতরাং হে নবী! অনতিবিলম্বে আল্লাহ আপনাকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট হবেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।"

আর এ জন্য যে, সমস্ত নবীর ঐকমত্য হচ্ছে, মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যাবতীয় 'কালাম' বা বাণীতে সত্যবাদী। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা থেকে মিথ্যা সংঘটিত হওয়া সম্ভব বলে মেনে নেয়া আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই নামান্তর হবে। বস্তুতঃ নবীগণকে মিথ্যুক সাব্যস্তকারী কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ্ নেই এবং এটা এ ভিত্তিতে যে, রসূলগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্যবাদী বলেছেন এবং মহান আল্লাহ্ মু'জিযাবলী দান করে রসূলগণের সত্যায়ন করেছেন। কোন বস্তু নিজের উপর মওকুফ থাকা অপরিহার্য হবেনা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে যে মু'জিযা দ্বারা সত্যায়িত করেছেন তা হচ্ছে একটি কার্যের সাথে সত্যায়ন করা। (যেহেতু, মু'জিযা প্রকাশ করা আল্লাহ্র কাজ।) আর রসূলগণ কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার সত্যায়ন করা হলো কথা দ্বারা। সুতরাং দু'টি দিকই পরস্পর ভিন্ন হলো। যেমন 'মাওয়াক্বিফ' নামক কিতাবের প্রণেতা এটার সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এই বাতিল ফির্কা যেই (امكان كذب) বা 'আল্লাহ্ কর্তৃক মিথ্যা বলা সম্ভব হওয়া' -এর মাস'আলায় (যা থেকে আল্লাহ্ পুতঃপবিত্র ও অতি উর্ধ্বে) এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে যে, 'কতেক ইমামের মতে, পাপীদের ক্ষমা করা ও শাস্তি না দেয়া আল্লাহ্র জন্য বৈধ।' তাদের এ দলীল বাতিল। কেননা, প্রত্যেক আয়াত বা শরীয়তের মৌলিক দলীল, যা কতেক গুনাহ্গারের বিরুদ্ধে শাস্তির হুমকি বহন করে, যদি উক্ত আয়াত অথবা 'নাস্' (মৌলিক দলীল) - কে ব্যহ্যতঃ দৃষ্টিতে 'মুতলাক্ব' (শর্তহীন) -ই ছেড়ে দেয়া হয়ে থাকে, তথাপি নিঃসন্দেহে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এরশাদ করেছেনঃ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ 'কুফর'কে ক্ষমা করেন না এবং এর নিম্ন পর্যায়ের যা কিছু (গুনাহ) আছে, তা' যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"

যদি আল্লাহ্ পাকের كلام نفسى قديم (মূল অনাদি বাণী) -এর দিকে লক্ষ্য করা হয়, তবে উক্ত 'মুতলাক্ব' (শর্তহীন)টি 'মুক্বাইয়্যাদ' (শর্তযুক্ত) হওয়া এভাবে প্রকাশ পায় যে, তা একটি অমিশ্রগুণ, তখন তাতে قيد ومقيد (শর্ত ও শর্তযুক্ত) অনাদি কাল হতে এমন ভাবে একত্রিত যে, সেগুলোর মধ্যে কখনো পৃথক হওয়ার অবকাশ নেই। আর যদি নাযিলকৃত ওহীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়, তবে তাতে আয়াতসমূহের বিভিন্নতা ও পৃথক পৃথক হওয়া অনুসারে শর্তযুক্ততা ও শর্তহীনতা ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু এসবের মধ্যে যা 'মুতলাক্ব' (শর্তহীন) আছে, তা মুক্বাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত)-এর উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন, এটা হচ্ছে উসূল (ফিক্বহ্র নীতিশাস্ত্র)-এর নিয়ম-নীতি। এসব

কারণে কীরূপে কল্পনা করা যেতে পারে মহামহিম আল্লাহ্ কর্তৃক মিথ্যা সংঘটিত হবার কথা বলাকে যে, শাস্তির প্রতিশ্রুতি (خلف وعيد) -এর বিরোধিতা করা যারা বৈধ বলে মানে, তাদের জন্য অপরিহার্য হবে? তাদের ঐ সব কথার উপর আল্লাহ্‌রই সাহায্য কাম্য।

আর মৌলভী রশীদ আহ্‌মদ গাঙ্গুহী তার কিতাব 'বারাহীনে ক্বাতিআ'র মধ্যে যা লিখেছে- তা হচ্ছে "শয়তান ও মালাকুল মাউত -এর জন্য এই জ্ঞানের বিশালতা 'নাস' (কোরআন ও হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু ফখর-ই-আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর জ্ঞানের বিশালতার পক্ষে এমন কোন অকাট্য 'নাস' আছে, যা দ্বারা সমস্ত 'নাস'কে খণ্ডন করে একটি শিরককে প্রমাণিত করে?"

সুতরাং উল্লেখিত রশীদ আহ্‌মদের এই উক্তি দু'কারণে কুফরীঃ (এক) তাতে এটা স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, শয়তানের জ্ঞান বিশাল ও প্রশস্ত, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নয়। এটা পরিস্কার হুযূর-ই-পাকের মর্যাদার অবমাননা করা হলো। (দুই) সে হুযুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর জ্ঞানের বিশালতা স্বীকার করাকে শির্‌ক সাব্যস্ত করেছে।

অথবা মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর মান মর্যাদায় আঘাতকারী হচ্ছে কাফির, আর যে ব্যক্তি ঈমানের কোন কথাকে শিরক্ ও কুফর বলে আখ্যায়িত করে সেও কাফির।

আর আশ্‌রাফ আলী থানভী যা বলেছে তা হচ্ছে- "হুযূরের পবিত্র সত্তার জন্য গায়বের ইল্‌ম (অদৃশ্য জ্ঞান) থাকার কথা স্বীকার করা যদি যায়েদের কথানুযায়ী শুদ্ধ হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই গায়বের মর্ম কি কতেক গায়েব? না সমগ্র গায়েব, যদি কতেক গায়েবের ইলম বুঝানো হয়, তবে এতে হুযূরের বিশেষত্বই বা কি? এমন 'ইলম-ই-গায়েব' তো যায়েদ, আমর বরং প্রত্যেক শিশু, পাগল, বরং সমস্ত প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুদের অর্জিত রয়েছে।"

সুতরাং এটার হুকুমও এই যে, এটা সর্বসম্মতিক্রমে, প্রকাশ্য কুফরই। কেননা, এতে মৌলভী রশীদ আহমদ-এর উপরোক্ত উক্তির থেকেও রসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর শান-মানের চরম অবমাননা। কাজেই, এটা অতি উত্তমরূপে 'কুফর' সাব্যস্ত হবে। আর তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি ও অভিশাপের কারণ হবে।

সুতরাং এদের বেলায় এ আয়াতই প্রযোজ্য-

قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ -

অর্থাৎঃ "হে নবী! আপনি তাঁদেরকে বলে দিন! তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও তাঁর রসূলকে বিদ্রুপ করছিলে? বাহানা- অজুহাত তালাশ করোনা! তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কাফির হয়ে গিয়েছো।" এ হুকুম ঐ ফিরকা ও ব্যক্তিদের বেলায় প্রযোজ্য- যদি তাদের থেকে এহেন জঘন্য কথা ব্যক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং মহান দয়ালু ও অনুগ্রহকারী আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় রাখেন! এবং আমাদের হাত থেকে হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের দামনকে যেন না ছুটান। আর শয়তানের ঝটিকা, নফ্‌সের কুমন্ত্রণা এবং তার মিথ্যা ধ্যান-ধারণা হতে আমাদেরকে সর্বদা রক্ষা করুন! আমাদের বাসস্থান বেহেশতে সুপ্রশস্ত করুন! আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সরদার, মানব-দানবের সরদার হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করুন! সমুদয় হাম্‌দ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

এটা লেখার আদেশ প্রদান করলো এমন এক ব্যক্তি, যে স্বীয় মুক্তিদাতা মহান প্রতিপালকের ক্ষমার মুখাপেক্ষী-

সৈয়্যদ আহমদ ইবনে সৈয়্যদ ইসমাঈল হোসাইনী বিরযাঞ্জী
হুযূর আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের
মদীনা শরীফে শাফে'ঈগণের মুফ্‌তী।

****

বত্রিশ

সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী, বুদ্ধিমত্তার জগতে শাসকসম ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান-সুলতানের জন্য তাঁর উযীর স্থানীয় সত্তা, হযরত আল্লামা

মুহাম্মদ আযীয ওয়াযীর মালেকী, মাগরেবী আন্দালূসী মাদানী, তূন্সী

(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রত্যেক প্রকারের অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখুন!)

এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য, যিনি পূর্ণতার গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত, অন্তরের ভক্তি-বিশ্বাস ও মৌখিক কথায় প্রত্যেক অশোভন বাক্য হতে যাঁকে মুক্ত ও পবিত্র বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করা ফরয। আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন তাঁর মনোনীত ও সমস্তসৃষ্টি থেকে পছন্দকরা ও বেছে নেয়া প্রিয় নবীর প্রতি, যিনি প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি থেকে পূতঃপবিত্র। যে কেউ তাঁর ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, সে দুনিয়ায় প্রত্যেক লাঞ্ছনা এবং পরকালে অবমাননাকারী শাস্তির উপযোগী। আর (দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক) তাঁর পবিত্র বংশধর ও আসহাবের প্রতি, যাঁরা সৃষ্টির জন্য পথ প্রদর্শক, আর যাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর সঠিক দ্বীন হতে ঐ সব কথারই বর্ণনাকারী, যাদ্বারা শয়তানী বিবাদ-বিসংবাদ এবং কাল্পনিক ও বানোয়াট কথা-বার্তা বিদূরিত হয়ে যায়। এ সব কিছু হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর মু'জিযাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যা কাল ও বর্ষচক্রের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

হাম্‌দ ও সালাত পেশ করার পর। এ জ্যোতির্ময় পুস্তিকায় যে সব দলের অবমাননাকর উক্তিসমূহ ও তাদের শয়তানী ভ্রষ্টতাপূর্ণ বাক্যাবলী উদ্ধৃত হয়েছে, তা আমি দেখলাম। এতে আমি অতিশয় আশ্চর্যবোধ করলাম যে, শয়তান কিভাবে স্বীয় 'খাহেশাত' বা কুপ্রবৃত্তিগুলো তাদের সম্মুখে সুসজ্জিত করে দেখালো, সে কিভাবে আপন বাসনা ও উদ্দেশ্যে পৌঁছে গেলো এবং কিভাবে তাঁদের জন্য নানা ধরণের কুফ্‌রী গড়ে নিলো। অনন্তর তারা তাতে অন্ধ হতে লাগলো। তাঁরা তো ঐ সব কুফরের পথে বিভিন্ন ধরণের হয়ে গেলো। ফলে, তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি হতে ঢালু ভূমির দিকে ঢলে পড়ছে। তারা খোদ্ মহান দাতা-দয়ালু প্রতিপালকের মহান দরবারে হামলা করার দৃষ্টতা প্রদান করেছে।

তাঁরা নিকৃষ্ট পথেই চললো। অথচ আল্লাহ্ অপেক্ষা কার কথা বেশী সত্য? তারা সেই মহান সত্তার প্রতিও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলো, যিনি সর্বশেষ নবী ও রসূল, যাঁকে খাঁটি থেকে খাঁটিতর সত্তাগুলোর মধ্য থেকে নির্বাচিত করে নেয়া হয়েছে, যাঁর সম্পর্কে ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আপনি মহানতম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

এতদ্‌ব্যতীত, আমি ঐ ফতোয়া ও পছন্দনীয় জবাবাদি প্রত্যক্ষ করলাম, যা এ পুস্তিকার শেষভাগে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেগুলো ঐ সব বাতিল উক্তিসমূহকে মূলোচ্ছেদিত করে দিয়েছে এবং সত্যের বর্শা ও সঠিক ফায়সালার বল্লম ঐ সব বাতিল কথার গর্দান ও বুকে বিদ্ধ করেছে, যার ফলে সেগুলো এমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, যার চিহ্ন পর্যন্ত রইলো না। বস্তুতঃ অন্ধকার রাতের তিমির ঘটা উজ্জ্বল চমকদার প্রভাতের সম্মুখে টিকতে পারে কিভাবে? বিশেষ করে সেই লিখা, যাকে সুসজ্জিত ও পরিপক্ক করেছেন ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি জ্ঞান গরিমার পতাকাবাহী, পবিত্র শহরে ইমাম মালেক'র মাযহাবের নিশান বরদার, মুফতি-ই-জাহান ও সুপ্রসিদ্ধ আলেমমণ্ডলীর অগ্রনায়ক, দ্বীন উজ্জ্বলকারী কামালিয়াত ও কালামের নৈপুণ্যে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি হলেন আমাদের শায়খ ও শিক্ষক সৈয়্যদ আহমদ বিরযাঞ্জী শরীফ, আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তাঁদেরকে প্রভূত ও নিতান্ত কামিল ও পূর্ণ প্রতিদান দিন। সুতরাং আমার মতো লোকের জন্য কী কথা বলার বাকী রইলো? কারণ ময়দানের পুরুষদের মধ্যে আমি নগণ্যই। বাজ পাখির সাথে পতঙ্গের উল্লেখ করা যাবে কি? অথবা অশ্বের দৃষ্টির সাথে বাদুড়ের দৃষ্টির তুলনা হবে কি?

কিন্তু এ ব্যাপারে জবাব প্রদানে বিরত থাকতেও আমার ভয় হলো যদিও আমি এ ময়দানের আরোহীগণের ক্ষীপ্রগতি চলন হতে দূরে অবস্থান করছি এবং আমার আশার সঞ্চার হলো যে, ঐ ময়দানের পুরুষদের সঙ্গে আমিও অবশিষ্ট পানি লাভ করবো। আর এ বড়ো দলের অগ্রগামিতার সিংহভাগ পাবো এবং ঐসব লোকের মালায় নিজেকে গ্রথিত করবো, যাঁরা দ্বীনের সাহায্য কল্পে স্বীয় তরবারি উঁচিয়েছেন। আল্লাহ্ সত্য পথ প্রদর্শন করেন। আর আমি তাঁরই দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

অতঃপর আমি নিজের উল্লেখিত সম্মানিত শিক্ষকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলছি, মহান আল্লাহ্ পাক ঐ সব মহান ব্যক্তির প্রতিদান ও সাওয়াব দ্বিগুণ বৃদ্ধি করুন। এই পরিচ্ছন্ন লিখার মধ্যে, যাতে তাঁরা মর্মার্থ ও সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ ও মূলনীতিগুলোর উপস্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং ফলাফল ও বিস্তারিত বর্ণনাকে সুসজ্জিত করেছেন। সামগ্রিক কথামালাকে তার অংশগুলোতে প্রযোজ্য করা, উক্ত ফিরক্বাসমূহকে শরীয়তের নীতিমালার অধীনে আনয়ন করে বিবেচনা করা এবং 'আহ্‌কাম' বা বিধানাবলীকে

সেগুলোর চাহিদা মোতাবেক যথাস্থানে স্থাপন করা– এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তো আমাদের সরদারগণ ঐসব জবাবের মধ্যে এমনিভাবে সম্পন্ন করে দেখিয়েছেন যে, তাতে না কোন পরিবর্ধন করার সুযোগ আছে, না তাতে কোন দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ আছে। আমার উদ্দেশ্য কেবল এটুকুই যে, এখানে আমি কতেক 'নুসূস' বা দলীলাদি আনয়ন করবো, যা'দ্বারা শক্তি ও সমর্থন পাওয়া যায় এবং ইমারতের বুনিয়াদ মজবুত হয়। হিদায়াতের মালিক আল্লাহ্ তা'আলাই।

❐ ইমাম কাযী আয়ায বলেছেন, "যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর নিজের কাছে ওহী আসার বা নবী হবার অথবা এ জাতীয় অন্য কোন কথার দাবী করে, সে কাফির, তাঁকে হত্যা করা বৈধ। ✪

❐ ইমাম ইবনুল কাসেম বলেন, "যে ব্যক্তি নিজে নবী বলে দাবী করে এবং বলে যে, তার নিকট ওহী অবতরণ করে, সে মুরতাদ্দের ন্যায়ই, চাই সে নিজের দিকে জনগণকে গোপনে আহ্বান করুক অথবা প্রকাশ্যে।" ইবনে রশীদ এটাই প্রকাশ্য কথা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

❐ আবুল মাওয়াদ্দাহ্ খলীল 'কিতাবুত তাওযীহ্' -এ এটাই পছন্দ করেছেন যে, ইসলামের বাদশাহ্ এমন ব্যক্তিকে তাওবা গ্রহণ করা ব্যতিরেকে হত্যা করবেন। যখন এ ব্যক্তি নিজের দিকে জনগণকে গোপনে আহবান করে। .....

❐ 'মুখ্‌তাসার' নামকগ্রন্থে 'যা মানুষকে মুরতাদ্দ বানিয়ে দেয়' শীর্ষক অধ্যায়ে এ কথাও উল্লেখ হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা নিজে নবী সেজে বসে, ...।" এটা অধিক প্রসিদ্ধ অভিমতের ভিত্তিতেই।

যে ব্যক্তি (এসব থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই!) নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর সুমহান শানে কটূক্তি করে অথবা তাঁর প্রতি দোষারোপ করে, কিংবা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে কোন অপূর্ণতার সম্বন্ধ রচনা করে- তাঁর পবিত্র সত্তা বা বংশে কিংবা দ্বীনের ব্যাপারে, অথবা হুযূরকে মন্দ বলে

✪ পূর্বেও বলা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণই এ শাস্তি প্রয়োগ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে আপন সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করুন। কেননা, কাউকে হত্যা করা, তার প্রতি 'শার'ঈ শাস্তি' (হদ্দে শর'ঈ) প্রয়োগ করার নামান্তর। ক্ষমতা একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণের রয়েছে। এটা তাঁদেরই ক্ষমতাধীন। আলেমগণের কর্তব্য হলো প্রতারকদের প্রতারণা উদ্‌ঘাটন করা ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদাবলী খণ্ডন করে তাদের অপরাধের প্রকৃতি নির্ণয় করা ও শাস্তির পরিমাণ ঠিক করে দেয়া। যেমন, বিচারপতি রায় দেন আর সরকার তা বাস্তবায়ন করেন এবং তাদের বিপর্যয় দূরীভূত করা। আর জনসাধারণের করণীয় হচ্ছে- সেই চিহ্নিত লোকদের থেকে দূরে থাকা এবং তাদের সাথে মেলামেশা না করা এবং তাদের প্রতারণামূলক কথা-বার্তা শ্রবণ না করা। আল্লাহ্‌ই একমাত্র শক্তিদাতা।

বা তাঁর সুমহান মর্যাদার প্রতি কটাক্ষ করে, তাঁর সুউচ্চ মর্যাদাকে তুচ্ছ বলে এবং অবজ্ঞা ও দোষ তালাশ করার ভঙ্গিতে কোন তুলনা বা সাদৃশ্য রচনা করে, সেও হুযূরকে গালিদাতা ও কটূক্তিকারীরূপে সাব্যস্ত হবে। এ সব ব্যক্তির বেলায় হুকুম হলো- সুলতান-ই- ইসলাম তাদেরকে হত্যা করবেন।

❐ আবূ বকর ইবনে মুনযির বলেছেন, সাধারণ আলেমগণের সর্বসম্মত মত (ইজমা') এ যে, যে কেউ কোন নবী অথবা ফিরিশতার মানহানি করে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এ মতের পক্ষে আছেন ইমাম মালেক, লায়স, আহমদ ও ইসহাক্ব প্রমুখ। এটাই ইমাম শাফে'ঈর মাযহাব।

❐ ইমাম মুহাম্মদ বিন সাহ্‌নুন্ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নবী বা ফিরিশতাকে মন্দ বলে অথবা তাঁদের মর্যাদা হানি করে, সে কাফির এবং তার জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তির হুমকিই প্রযোজ্য।

❐ আর সমস্ত উম্মতের মতে, তাঁর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। যে ব্যক্তি তার কাফির হওয়া এবং শাস্তির যোগ্য হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ্ করবে সেও কাফির।

❐ ইমাম মালেকের 'নাস্' (দলীল)সমূহ, যেগুলো তাঁর নিকট থেকে ইবনুল ক্বাসেম, আবূ মাস'আব ইবনে আবী উয়াইস এবং মুতাররাফ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, যারা মাযহাবের উৎকৃষ্ট কিতাবসমূহ, যেমন, কিতাব-ই-ইবনে সাহ্‌নুন, মাবসূত, আত্‌তীবা এবং কিতাব-ই-মুহাম্মদ ইবনুল মাওয়ায ইত্যাদি ভরপুর। তাও এই প্রসঙ্গে যে, যে কেউ হুযূরের প্রতি দোষারোপ করে অথবা তাঁর মানহানি করে, তার বিরুদ্ধে হুকুম হচ্ছে– ইসলামের বাদশাহ্ তাকে হত্যা করবেন্ এবং তার নিকট থেকে তাওবা গ্রহণ করবেন না। চাই সে মুসলমান হোক কিংবা কাফির।

❐ ইমাম ক্বাযী আয়ায 'নাস্' বা সুস্পষ্ট দলীল বর্ণনা করেছেন যে, উল্লেখিত লোকদের বেলায় হুকুমের মধ্যে এটাও শামিল যে, যে কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর শানে অপরিহার্য তা অস্বীকার করা, যাতে তাঁর মানহানি হয়; যেমন, যদি তাঁর সুমহান মর্যাদা বা বংশের আভিজাত্য অথবা জ্ঞানের ব্যাপকতা অথবা তাঁর তাক্বওয়া থেকে কিছু কমিয়ে দেয়, তবে তার বিরুদ্ধে হুকুমও পূর্ববৎ যে, ইসলামের বাদশাহ্ এমন ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করবেন। অতঃপর বলেন, ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর প্রসিদ্ধ অভিমত (মাযহাব) প্রিয় নবীর মানহানির ব্যাপারে, যা পূর্ববর্তী ইমামগণ ও প্রায়সব ওলামারও অভিমত, এ যে, যদি হুযূরের শানের অবমাননাকারী তাওবা প্রকাশ করে, এমতাবস্থায়ও তাকে 'হত্যা করা' হুযূরের মানহানি জনিত অপরাধের শাস্তি হিসেবে; কুফরীর শাস্তি নয়। (কেননা, কুফরী তো তাওবার

মাধ্যমে দূর হলো, কিন্তু যেই অপরাধ হক্কুল ইবাদ বা 'বান্দার হক' সম্পর্কিত, তার শাস্তিতো 'তাওবা' দ্বারা দূরীভূত হয়না।) এ কারণেই তার 'তাওবা' গ্রহণ করা যাবেনা এবং তার ক্ষমা প্রার্থনা করা ও মত পরিবর্তন করা তার কোন উপকারে আসবেনা; চাই সে কাবু হবার পর তওবা করুক, অথবা এর পূর্বে করুক।

❒ ক্বাবেসী বলেছেন, হুযূর আলায়হিস সালামের মানহানিকারীকে হত্যা করা হবে।✪ যদিও সে তাওবা প্রকাশ করে। যেহেতু এটাতো শাস্তি। ইমাম ইবনে আবী যায়েদও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

❒ ইমাম ইবনে সাহনুন বলেন, "তার তাওবা তার হত্যাকে রহিত করতে পারেনা। এ ব্যবস্থা নেয়ার একমাত্র উপযোগী হলেন শাসকবর্গ। তবে হ্যাঁ! যে ব্যাপার নিছক তার ও আল্লাহ্‌র মধ্যেকার, তাতে তার 'তাওবা' উপকারী হবে।

❒ ইমাম ক্বাযী আয়ায তাঁর দলীল স্বরূপ এটা বর্ণনা করেছেন যে, এটা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'হক্ব' বা অধিকার এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর উম্মতেরও। সুতরাং তার 'তাওবা' এই 'হক্ব' বা অধিকারকে রহিত করবেনা, যেমন বান্দাদের অন্যান্য হক্বকে রহিত করেনা।

❒ আল্লামা খলীল এ সমস্ত বিষয়কে নিজের এ উক্তিতে একত্রিত করছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন নবী অথবা ফিরিশতাকে মন্দ বলে অথবা কথার মারপেঁচে, তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করে কিংবা 'লা'নত' শব্দ তার মুখে উচ্চারণ করে, অথবা দোষারোপ করে, বা তাঁর শানে যিনার অপবাদ রচনা করে অথবা তাঁর 'হক্ব'কে হালকা জ্ঞান করে, কিংবা তাঁর দিকে কোন প্রকার দুর্বলতার সম্বন্ধ রচনা করে বা তাঁর প্রতি এমন কথার সম্বন্ধ রচনা করে, যা তাঁর জন্য বৈধ নয়, বা নিন্দাবাদ স্বরূপ তাঁর প্রতি কোন কথার সম্বন্ধ রচনা করে, যা তাঁর শানের উপযোগী নয়, এমতাবস্থায় তাকে শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং তার তাওবা গ্রহণ করা হবেনা।

ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন, শুধু মানহানির শাস্তিস্বরূপ শাসনকর্তা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন এ অবস্থায়ও যে, সে 'তাওবা' করবে অথবা শাসনকর্তার সম্মুখে অস্বীকার করে বলবে "আমি এরূপ বলিনি;" অন্যথায় কুফরের উপর ভিত্তি করেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

❒ ইমাম ক্বাযী আয়ায কুফরী বাক্যসমূহ গণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, সে ব্যক্তিও কাফির, যে শরীয়তের বিষয়াদিতে নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস সালামের পক্ষে মিথ্যা বলা

✪ এ সব হুকুম ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণই প্রয়োগ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সাহায্য দ্বারা তাঁদেরকে শক্তিশালী করুন। যেমন, এ কথা পূর্বেও বারবার বলা হয়েছে।

বৈধ মনে করে, চাই সে স্বীয় ধারণায় তাতে কোন উপকারের কথা দাবী করুক কিংবা নাই করুক, উম্মতের সর্বসম্মত মতানুযায়ী সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে, যেমনিভাবে গণ্য হয় সেও, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে বা এর পরে কারো 'নবূয়ত' লাভের দাবী করে, কিংবা নিজে নবী বলে দাবী করে বসে অথবা বলে যে, 'নবূয়ত' চেষ্টা সাধনা করেও অর্জন করা যায়।

❒ আল্লামা খলীল বলেন- যে ব্যক্তি হুযূরের নবূয়তে কাউকে অংশীদার মানে অথবা হুযূরের পরে কাউকে নবী জানে, কিংবা বলে যে, 'আমল' দ্বারাও নবূয়ত লাভ হতে পারে, অনুরূপভাবে যে নিজের প্রতি 'ওহী' (প্রত্যাদেশ) আসার দাবী করে সেও কাফির, যদিও নবূয়তের দাবীদার না হয়। তিনি বলেন, এ সমস্ত লোকই কাফির। এরা নবী আলায়হিস সালামের প্রতি মিথ্যারোপ করে। কেননা, হুযূর এরশাদ করেছেন যে, "তিনি সমস্ত নবীর ধারা সমাপ্তকারী এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্যই রসূল রূপেপ্রেরিত।" সমস্ত উম্মত ঐকমত্যে (ইজমা') পৌছেছেন যে, এই মহান বাণী আপন প্রকাশ্য অর্থেই প্রযোজ্য এবং তা দ্বারা যা বুঝা যায়, তাই মর্মার্থ। এতে কোন প্রকারের 'তা'ভীল' বা ব্যাখ্যার অবকাশ নেই এবং নেই কোন তাহক্বীক (বিশ্লেষণ)। কাজেই, এ সমস্ত দলীয় লোকদের 'কুফরী'তে মোটেই কোন সন্দেহ নেই- 'ইয়াক্বীন' বা বিশ্বাসের দিক হতেও, 'ইজমা'র দিক হতেও এবং ক্বোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবেও।

আমাদের সরদার ইব্রাহীম লেক্বানী বলেছেন-

وخص خير الخلق ان قد تمما ۔ به الجميع ربنا وعمما
بعثه فشرعه لا ينسخ ۔ بغيره حتى الزمان ينسخ

یہ فضل خاص سرور کونین کو دیا ۔ حق نے کہ ان کو خاتم جملہ رسل کیا
بعثت کو ان کی عام کیا انکی شرع پاک ۔ زائل نہ ہوگی دہر کو جب تک رہے بقا

অর্থাৎঃ ১। আল্লাহ্ তা'আলা এই খাস অনুগ্রহ সরওয়ারে কাওনাঈন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি করেছেন যে, তাঁকে সমস্ত রসূলের ধারা পরিসমাপ্তকারী করেছেন।

২। তাঁর নবূয়তকে ব্যাপক করে দিয়েছেন, তাঁর পবিত্র শরীয়ত রহিত হবার নয়- যে পর্যন্ত কালচক্র বাকী থাকবে।"

অনুরূপভাবে, আমরা ঐ ব্যক্তিকে কাফির বলায় বিশ্বাসী, যে এমন কথা বলে, যাদ্বারা সমস্ত

উম্মতকে গোমরাহ্ সাব্যস্ত করণ, অথবা সমস্ত শরীয়তকে বাতিল স্থির করণের প্রতি পথ সৃষ্টি হয়; তদ্রূপ আমরা বিশ্বাস রাখি ওই ব্যক্তি কাফির হওয়ায়, যে কাউকে নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে।

□ ইমাম মালিক ইবনে হাবীব ইবনে সাহ্নূনের বর্ণনানুসারে এবং ইবনুল ক্বাসেম, ইবনুল মাজেশূন, ইবনে আবদিল হাকাম, অসবাগ ও সাহ্নূন ওই ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন নবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর মর্যাদাহানি করে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, তার নিকট থেকে 'তাওবা' গ্রহণ করা যাবে না।"

□ ইমাম ক্বাযী আয়ায প্রথমে এ মাসআলাটা পরিস্কার ভাষায় প্রমাণিত করেছেন যে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাওহীদে বিশ্বাস, ঈমান ও ওহী সম্পর্কে সর্বদা পাক-পবিত্র থাকেন। আর তাঁরা এ ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত (মা'সূম) হয়ে থাকেন। তারপর তিনি বলেছেন- এসব বিষয় ছাড়া তাঁদের অন্যান্য আক্বীদাসমূহের সামগ্রিক অবস্থা এ যে, তাঁরা প্রতিটি কথা বা বিষয়ে 'ইলমে ইয়াক্বীন' (নিশ্চিত সত্যজ্ঞান) দ্বারা ভরপুর থাকেন এবং তাঁরা দ্বীন ও দুনিয়ার 'মা'রিফাত' (নিগূঢ় পরিচিতি) ও 'ইল্ম' (বাস্তবজ্ঞান)-কে এরূপভাবে পরিবেষ্টন করে আছেন যে, তার চেয়ে অধিক কল্পনায়ও আসে না।

তদুপরি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাবলীর মধ্যে রয়েছে হুযূরের গায়বী বিষয়ের জ্ঞান এবং ঘটিতব্য সবকিছুর জ্ঞানও। বস্তুতঃ এটা এমন এক সমুদ্র, যার গভীরতা জানার কোন জো নেই এবং না সেটার বিশাল পানি রাশিকে পূর্ণ সিঞ্চন করা যায়। হুযূরের 'গায়ব জানা' (অদৃশ্যজ্ঞান), হুযূরের ওই সকল মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো নিশ্চিত বিশ্বাস্যরূপে জানা যায় এবং সেগুলোর সংবাদ 'তাওয়াতুর' (নির্ভরযোগ্য) সূত্রে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। বস্তুতঃ এসব কিছু ওই সব আয়াতের পরিপন্থী নয়, যেগুলো নির্দেশ করে যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ গায়বী জ্ঞান রাখে না", "যদি আমি 'গায়ব' জানতাম তবে বহু কল্যাণ সংগ্রহ করে ফেলতাম" ইত্যাদি। বস্তুত এ সব আয়াতে আল্লাহর অবহিতকরণ ব্যতিরেকে হুযূরের 'গায়ব' জানার বিষয়কেই 'নাফী' বা অস্বীকার করা হয়েছে।

এখন বাকী রইলো যে, আল্লাহর বাতলিয়ে দেয়া ও জানানো দ্বারা হুযূরের 'গায়ব' জানা। এটাও নিশ্চিত বিশ্বাস্য ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "আল্লাহ্ স্বীয় গায়বের উপর কাউকে অধিকারী করেন না, তাঁর পছন্দনীয় রসূলগণ ব্যতীত।"

□ ক্বাযী আদ্দুদ্দীন 'কিতাব-এ আক্বাইদ'-এ বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার জন্য অজ্ঞতা ও মিথ্যা অসম্ভব।" এটার ব্যাখ্যায় আল্লামা দাওয়ানী বলেছেন- 'খালফে ওয়া'ঈদ' বা শাস্তির হুমকির বরখেলাফ হওয়া থেকে যে ব্যক্তি দলীল গ্রহণ করে তা বাতিল হবার কারণ এই যে,

'ওয়াঈদ' (وعيد) বা শাস্তির হুমকিজ্ঞাপক আয়াতসমূহ অটলতা শর্তের সাথে শর্তযুক্ত, যেগুলো অপরাপর আয়াত ও হাদীসসমূহের আলোকে প্রতিভাত হয়। তন্মধ্যে একটি এও যে, যদি গুনাহ্গার স্বীয় গুনাহর উপর অটল থাকে এবং তাওবা না করে আর আল্লাহ্ও ক্ষমা না করেন। ওই সমস্ত শর্তের সাথে 'ওয়াঈদ' (শাস্তির হুমকি) সংযোজা হবে। সুতরাং 'ওয়াঈদ (وعيد)-এর মতো যত 'আহ্কাম' (নির্দেশ) আছে, সব ক'টাই অর্থের দিক দিয়ে শর্ত সাপেক্ষ। যেমন, এ রূপই বলা হলো যে, প্রাণী যদি পাপকার্যে অটল থাকে এবং তাওবাকারী আর না হয় 'শাফা'আত' ইত্যাদি দ্বারা ক্ষমার অস্তিত্ব পাওয়া না যায়, তবে এমতাবস্থায় তার উপর শাস্তি নেমে আসবে। সুতরাং আমাদের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন শর্ত বিদ্যমান না থাকার কারণে আযাব না আসলে (নাউযুবিল্লাহ!) মিথ্যা বলা হয়েছে বলে মন্তব্য করা অনিবার্য হয় না। অথবা এভাবে বলা যায় যে, ওই সমস্ত আয়াতের মর্মার্থ বুঝানো হয়েছে (وعيد وتخويف) শাস্তির হুমকি দেয়া ও ভীতির সঞ্চার করা মাত্র; প্রকৃতপক্ষে, শাস্তির খবর দেয়া নয়। সুতরাং এতে মিথ্যার আদৌ কোন অবকাশ নেই।

□ ইমাম ক্বাযী আয়ায ইবনে হাবীব ও আসবাগ ইবনে খলীল হতে এক ঘটনা প্রসঙ্গে, যাতে কোন দুষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর শানে মানহানিকর উক্তি করেছিল, বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বলেছেন, "ওই মহান প্রতিপালককে, যাঁর আমরা ইবাদত করে থাকি, তাঁকে গালি দেয়া হবে আর আমরা এটার প্রতিশোধ নেবো না তা কীভাবে হয়? এরূপ হলে তো আমরা তাঁর খুবই নিকৃষ্ট বান্দা হলাম এবং তাঁর ইবাদতকারী হলাম না।

□ আনশারিসী স্বীয় গ্রন্থ 'মি'ইয়ার (معيار)-এ উল্লেখ করেছেন, ইবনে আবী যায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম মালেকের নিকট ওই ব্যক্তি সম্বন্ধে পরামর্শ চাইলেন, যে কটূক্তি করেছে এবং তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নাম উল্লেখ করেছে। আর ইরাকের ফক্বীহগণ তাকে কশাঘাত করার নির্দেশ (ফাত্ওয়া) দিয়েছেন। ইমাম মালেক (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, "যখন নবীর শানে কটূক্তি করা হয়, তখন আমাদের জীবনই বা কেন? যে ব্যক্তি সম্মানিত নবীগণকে মন্দ বলে তাকে কতল করা হবে। আর যে ব্যক্তি সাহাবীগণকে মন্দ বলবে, তার জন্য রয়েছে কষাঘাতের শাস্তি।" আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ প্রকৃষ্ট অনুসরণ প্রদান করে অনুগ্রহ করুন! আর আমাদেরকে বক্রতা, পদস্খলন ও মন্দ 'বিদ'আতসমূহ' হতে রক্ষা করুন! আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর প্রতিশ্রুতির আশাবাদী যে, তিনি স্বীয় বিচারক্রমে যে সমস্ত শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেবেন-তাঁরই সাদৃক্বায়, যাঁর 'শাফা'আত' বিচারের জন্য

উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হবার দিবসে গৃহীত এবং যিনি নবী ও রসূলগণের ধারার সমাপ্তকারী। তাঁর প্রতি এবং সমস্ত নবীর প্রতি সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক। আর তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর, যাঁরা সত্যপথপ্রাপ্ত ও সত্যপথের দিশারী এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারীবৃন্দেরর উপরও (দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক!)

এটা লিখল ঐ ব্যক্তি, যে অক্ষমতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বে বন্ধুত্বের অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার মুখাপেক্ষী, আল্লাহর বান্দা

মুহাম্মদ আবদুল আযীয ওয়াযীর
যার পিতৃপুরুষগণ আন্দালুস (স্পেন) -এর অধিবাসী,
যিনি তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে এবং মদীনা তৈয়্যাবায় বসবাসরত।
অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে, এখানেই দাফন হবে।
লিখার তারিখ- ৫ই রবিউল আখের, ১৩২৪ হিজরী

****

তেত্রিশ

সমসাময়িক জ্ঞান জগতে প্রধান ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাগুরু, চিন্তাবিদ, মহান ক্ষমতাশীল আল্লাহ্‌র তৌফিকক্রমে জ্ঞানের গভীরে পৌঁছার লক্ষ্যে গমনাগমনকারী, হযরতুল

আল্লামা আবদুল ক্বাদের তাওফীক্ব শালবী তারাবলুসী হানাফী

মস্‌জিদে নববী শরীফের শিক্ষক
(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আপন শক্তিশালী ফয়য্ দান করুন!)
-এর

অভিমত

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এবং দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর প্রতি, যাঁর পরে কোন নবী নেই; এবং তাঁর সম্মানিত বংশধর ও সাহাবীগণ, অনুসারী ও অনুরক্তদের প্রতিও।

হাম্‌দ ও সালাতের পর। যখন প্রমাণিত ও নিশ্চিত হলো, যা নিম্নলিখিত লোকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

যেমন গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী, ক্বাসেম নানূতভী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলীল আহমদ আম্বেঠভী এবং আশরাফ আলী থানভী ও তাদের সঙ্গীগণ, তার যা প্রশ্নে বর্ণিত হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে এ বান্দা (আমি) তাদের ব্যাপারে কুফরের ফতোয়া দিচ্ছি। মুরতাদ্‌গণের প্রতি যে আদেশ বর্তাবে, তা তাদের প্রতিও বর্তাবে। (অর্থাৎ শাসনকর্তাগণ তাদেরকে হত্যা করার আদেশ বাস্তবায়িত করবেন। আর যদি সেখানে মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়িত না হয়, তবে সাধারণ মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে; তাদের মনে ওদের প্রতি ঘৃণাভাব জন্মাতে হবে- মিম্বরের উপর, পুস্তক-পুস্তিকায় ও সভা-মাহফিলে; যাতে করে তাদের অনিষ্টের মূলোৎপাটন হয় বা কুফরের শিকড় উপড়ে যায়। তা এ আশংকায় যে, ঐ সব লোকের ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তিকর ধোঁকা ইসলামী জগতের দিকে সংক্রমিত হয়ে পড়বে।

আর আমি তাতে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত এজন্য আরোপ করেছি যে, 'কাফির' আখ্যাদানের পথে আশংকা বিদ্যমান এবং সেটার বাস্তবায়নও কঠিন। আমাদের নেতৃস্থানীয় আলিমগণ কাফির বলা ও আখ্যাদানের পথে তখনই চলেছেন, যখন প্রমাণের আলোক পেয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের অকাট্য প্রমাণাদির উপর নির্ভর করেছেন; নিছক আন্দাজ-অনুমান ও ধারণার উপর ভিত্তি করে নয়- ঐ দিনের ভয় করে, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন! আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি।

এটা লিখার আদেশ করলো- আল্লাহ্‌র দুর্বল বান্দা-

আবদুল ক্বাদির তাওফীক্ব শালবী তারাবলুসী
মসজিদে নববীর হানাফী শিক্ষার্থীদের শিক্ষক।

تمت بتوفيق الذى
يستعان.

সমাপ্ত

Ya Nabi

Largest Sunni Bangla